সকালের শিরোনাম

শনিবার

২০২৬-এ ১৭৭-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি, দাবি 'শুভেন্দুর' ● পৃষ্ঠাঃ ০২ ● পাহাড়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবে বিমল গুরুংরা ● পৃষ্ঠাঃ ০২ ● বিজেপির বিধায়ক এবং সাংসদ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, দাবি কুণালের ● পৃষ্ঠা ০২ ●

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ২ আগষ্ট ২০২৫ • বর্ষঃ- ০৩ • সংখ্যাঃ-৩৮ • মূল্যঃ- ০৫ • Title Code - WBBEN16056 • DL.No - 250, Dated : 03-05-23 • www.sakalershironam.com • sakalershironam@gmail.com

আজকের খবর

অসিত-রচনা বাগযুদ্ধ নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে ক্ষোভ

দেশজুড়ে এসআইআর নিয়ে বড় পদক্ষেপ

রাজ্যগুলিকে নয়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
কলকাতা

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে ফের শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর। বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এবার রাজ্যের প্রতিটি বুথে নিখুঁতভাবে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজে নামছে নির্বাচন কমিশন। দেশের জনগণের ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ যাচাইকরণ এবং নিবিড় সমীক্ষার জন্য এসআইআর নিয়ে রাজ্যগুলির জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, এই কাজে এখনও রয়েছে বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসার সংকট, যা কমিশনের অন্যতম বড় চিন্তার কারণ। কমিশনের তরফে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের(সিইও) কাছে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে জরুরি চিঠি। ওই চিঠিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে অবিলম্বে। সেই সঙ্গে বিএলও, বিএলও সুপারভাইজার এবং বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বিহার বাদে দেশের সমস্ত রাজ্যের সিইওদের দফতরে এই চিঠি পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে এই এসআইআর পরিচালিত হবে। ইতিমধ্যেই কমিশনের পক্ষ থেকে ১১টি জেলার শতাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিএলও সমস্যার মাঝেই ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে হচ্ছে। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বুথে একজন বিএলও আবশ্যিক। যদি ভোটার সংখ্যা ১২০০-এর বেশি হয়, তবে আলাদা বিএলও দিতে হবে। একজন বিএলও সুপারভাইজার সর্বোচ্চ ১০টি বুথ দেখভাল করতে পারবেন। অথচ অনেক জায়গাতেই এখনও বিএলও নিয়োগ হয়নি, কোথাও শূন্যপদ বছরের পর বছর পড়ে আছে। নির্বাচন কমিশন চাইছে, ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে সাম্প্রতিকতম ভোটার তালিকা প্রস্তুত হোক। সেই তালিকায় নতুন ভোটার যুক্ত হওয়া, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার বাদ পড়া এবং অন্যান্য সংশোধনী বিষয়গুলিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এসআইআরের মূল লক্ষ্যই হল একটি পরিষ্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি।

কমিশন জানাচ্ছে, বিএলও ও বিএলএ-দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের বিএলএ নিয়োগের বিষয়েও স্পষ্টভাবে জানাতে বলা হয়েছে। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে বিএলএ না থাকে, তবে নতুনভাবে নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিরাই ভোটার তালিকা যাচাইয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। একই সঙ্গে কমিশন ইলেকশন রিটার্নিং অফিসার-র শূন্যপদ পূরণ ও প্রশিক্ষণের কাজেও তৎপরতা চাইছে। কারণ, ২০২৬ সালের নির্বাচনের নির্ভুল প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করতে চায় তারা। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে বিহারের এসআইআরের বৈধতা নিয়ে মামলা চলছে। সেই মামলার শুনানি ১২ অগস্ট। কিন্তু তাতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্যে সমীক্ষার প্রস্তুতিতে কোনও বাধা আসবে না বলেই জানাচ্ছেন কমিশনের এক আধিকারিক। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর বাড়ছে দায়িত্ব। কারণ, একদিকে বিএলও সংকট, অন্যদিকে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ঘনঘটা-এই দুইয়ের মাঝে নির্ভুল সমীক্ষা চালানো এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে স্পষ্ট বার্তা-সব তথ্য দ্রুত জমা দিন এবং নিখুঁত প্রস্তুতি নিন।

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে ফের শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর। বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এবার রাজ্যের প্রতিটি বুথে নিখুঁতভাবে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজে নামছে নির্বাচন কমিশন। দেশের জনগণের ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ যাচাইকরণ এবং নিবিড় সমীক্ষার জন্য এসআইআর নিয়ে রাজ্যগুলির জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

ঘোষণা হল ৭১তম জাতীয় পুরস্কার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ঘোষণা হল ৭১তম জাতীয় পুরস্কার। ২০২৩ সালের ছবির নিরিখে ১ আগস্ট শুক্রবার এই ঘোষণা হয়। আর সেখানেই সেরা অভিনেতার খেতাব জিতে নেন অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে তাঁর 'টুয়েলভথ ফেল' ছবির জন্য। অন্যদিকে সেরা অভিনেত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে রানি মুখোপাধ্যায়কে। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে' ছবির জন্য ।জীবনের প্রথম জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিতে গিয়ে এদিন অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে বলেন, দ স্বপ্ন সত্যি হল। আমি যদি সেভাবে বলতে চাই তাহলে বলতে হয় কুড়ি বছর বয়সি একটা ছেলের স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হল। আমি আমার দর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞ আমার অভিনয়কে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ।দ অভিনেতা আরও বলেন যে, তঅবশেষে আমি আরও একটা কথা যোগ করতে চাই। আমার এই পুরস্কারটি সমাজের সেই সকল মানুষকে উৎসর্গ করছি যাঁরা অবহেলার পাত্র এবং প্রতিনিয়ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিদিন জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ।দ উল্লেখ্য, জীবনের প্রথম জাতীয় পুরস্কার। তাও আবার কিং খানের পেয়েছেন এই অভিনয় জীবনে। আর তাতেই রীতিমতো খুশিতে উচ্ছ্বল বিক্রান্ত। একইসঙ্গে তিনি ধন্যবাদ জানান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এনএফডিসি এবং ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের সকল সম্মানিত জুরিকে। এছাড়াও ধন্যবাদ জানা ছবির পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়াকেও ।একইসঙ্গে এদিন 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতে নেন রানি মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত এই পুরস্কার তিনি সারা বিশ্বের মায়েদের প্রতি উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, তএকজন মায়ের তাঁর সন্তানের জন্য ভালোবাসা ও হিংস্রতা কোনওটাই পরিমাপ করা যায় না। এ এমন এক গল্প ছিল যা সারা বিশ্ব তো বটেই দেশকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল। একজন প্রবাসী ভারতীয় মায়ের তাঁর সন্তানের জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আমাকে ভীষণভাবে নারা দিয়েছে। পরবর্তীতে আমি নিজে যখন মা হয়েছি তখন এটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছি।

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ মানতে হবে

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সুপ্রিম কোর্টে হেরে গেলেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধ্যাপক সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক চিহ্নিত 'অর্ডার অফ প্রেফারেন্স'-এর তালিকার এক নম্বর প্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রায় এমন এক সময়ে এলো, যখন রাজ্য এবং রাজ্যপালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন চলছিল। রাজ্য সরকার এবং রাজভবনের মধ্যে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মতবিরোধ প্রায়শই শিরোনামে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ রাজ্য সরকারের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য জয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালত আজ কেবল এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়েই নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি চার সপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে চলা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ আজ এই নির্দেশ জারি করেছে, যা রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের তালিকায় নতুন মাত্রা যোগ করলখ্ব

পুরোনো নির্দেশিকা ও নতুন জটিলতা

২০২৪ সালের ৮ই জুলাই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউ. ইউ. ললিতের নেতৃত্বাধীন সিলেকশন কমিটি উপাচার্য পদপ্রার্থীদের পৃথকভাবে মূল্যায়ন করে একটি তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সেই তালিকা বিচার করে নিজের 'অর্ডার অফ প্রেফারেন্স' রাজ্যপালের কাছে পাঠাবেন। কিন্তু রাজ্যের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়ায় ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়, যা পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে ।আজকের শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট এই অচলাবস্থা নিরসনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, বিচারপতি ইউ. ইউ. ললিতের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চই এবার উভয় পক্ষের বক্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে নিরপেক্ষভাবে এই ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের 'অর্ডার অফ প্রেফারেন্স' তৈরি করবে। বিচারপতি ললিতকে যত দ্রুত সম্ভব এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত এক অর্থে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সরাসরি প্রভাবকে খর্ব করল। যদিও ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত তালিকা তৈরির ভার বিচারপতি ললিতের কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে আজই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মুখ ্যমন্ত্রীর চিহ্নিত 'অর্ডার অফ প্রেফারেন্স' তালিকার এক নম্বর প্রার্থীকে নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্দেশের ফলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রশাসনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো, যেখানে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দেখা নেই পদ্মার ইলিশের, মুখ ভার বাঙালির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ষায় সময় ইলিশ খেতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ কম রয়েছে। ইলিশের নানা পদ আপনার রান্নাকে করে তুলতে পারে অসাধারণ। তবে চলতি বছরে সেখানেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। বাংলাদেশের ইলিশ সেভাবে আসছে না কলকাতার

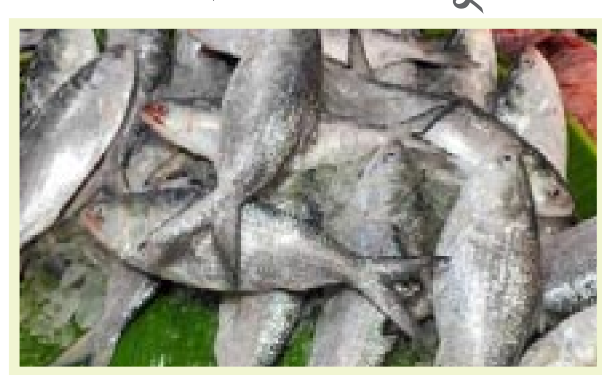

বাজারে। সেখান থেকে গুজরাট এবং মায়ানমার থেকে যে মাছ আসছে তা দিয়েই এবার কাজ চালাতে হচ্ছে কলকাতাবাসীকে ।ডায়মন্ড হারবার বা দীঘা থেকে যে ইলিশ আসছে তার দাম রয়েছে ১৬০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। গুজরাট থেকে যে ইলিশ আসছে তার দাম রয়েছে ৯০০ থেকে ১৪০০ টাকার মধ্যে। মায়ানমার থেকে যে ইলিশ আসছে

এরপর দুয়ের পাতায়

বিজেপির বিধায়ক এবং সাংসদ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, দাবি কুণালের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ছর ঘুরলেই ২০২৬ সালের নির্বাচন। ভোটের আগে আগেই প্রতিবার দলবদল নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। সেই জল্পনাই আরও একবার উস্কে দিলেন কুণাল ঘোষ। তৃণমূল নেতার দাবি, বিজেপির ২৭ জন বিধায়ক ও ৪ জন সাংসদ নাকি ফুলবদলের জন্য পা বাড়িয়েই আছেন। এমনকি নিয়মিত পদ্মশিবিরের আপডেটও দিচ্ছেন তাঁরা। কুণালের এই দাবি ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। এর আগে অবশ্য 'আপডেট' পাওয়ার দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই। তবে শুধু তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী নন। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের আমলারাই নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। বিরোধী দলনেতার দাবি, '১০০ জন ডব্লুবিসিএস অফিসার এবং ১০ জন আইএএস অফিসার তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন, সমস্ত আপডেট দিচ্ছেন'। সেই বিষয়ে কুণাল ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি পাল্টা দাবি করেন, 'বিরোধী দলেরই ২৭ জন বিধায়ক এখনও সরাসরি তৃণমূলের যোগাযোগে আছেন। উনি আগে সেই ২৭ জনকে সামলান। কয়েকজন তো আগেই চলে এসেছেন। ওঁরাও তো ওখ ানকার খবর দিচ্ছেন। ৪ জন সাংসদও আছেন'। শুভেন্দুর দাবির সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতেই হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল দলবল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিলেন। মার্চে বড় পদও দেওয়া হয় তাঁকে। রাজ্যেসর নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতর চেয়ারপার্সন হন তাপসী মণ্ডল। সেই প্রসঙ্গেও কুণাল ঘোষ দাবি করেছিলেন, 'চারজন সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসে আসতে চলেছেন'। শুধু তাই নয়, গত মে মাসেও বিজেপি শিবিরে ভাঙন ঘটে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ জন বার্লা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। রীতিমতো কলকাতায় তৃণমূল ভবনে এসে ঘাসফুল শিবিরের যোগ দেন তিনি। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে খবর, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট না পাওয়াতেই দলের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয় জন বার্লার। দিল্লি গিয়ে দলের উপরমহলের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। পরে সমস্ত জল্পনা সত্যি করেই তৃণমূলে যোগ দেন তিনি।

২০২৬-এ ১৭৭-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি, দাবি 'শুভেন্দুর'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলায় ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বাংলার বিজেপি নেতারা স্লোগান তুলেছিলেন 'আব কি বার ২০০ পার'। তবে ২০০ আসনের ধারে কাছে যেতে পারেনি বাংলার বিজেপি। থেমে যেতে হয়েছিল ৭৭ বিধায়ক নিয়েই। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবারে বাংলার বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী নতুন স্লোগান তুললেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপি অন্তত ১৭৭ আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় সরকার গঠন করবে। শুভেন্দু অধিকারী আজ(শুক্রবার) বাঁকুড়া থেকে এই ঘোষণা করার পাশাপাশি দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের জন্যও বেঁধে দিলেন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের টার্গেট। প্রসঙ্গত, আর জি কর, কসবা সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় কন্যাদের সুরক্ষার দাবিতে বিজেপি বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার ডাকে লালবাজার হিন্দু স্কুল থেকে তামিলবাঁধ বাসস্ট্যান্ড বাকুড়ার রাজপথে শুভেন্দু অধিকারীদের নেতৃত্বে পথে নামে হাজার-হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক। সুবিশাল 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় ও সভায়' অংশগ্রহণ করে রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়ে রাজ্যের দিকে দিকে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাজ্যের নারী সুরক্ষার দাবি, হিন্দু সুরক্ষার দাবি জানিয়ে ধর্ম রক্ষার জন্য হিন্দু ঐক্যের বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রোহিঙ্গা এবং বেআইনি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতেও বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তীব্র বিরোধিতা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আধাসামরিক বাহিনী আরও ছয় সপ্তাহ সেখানে থাকবে। আমার আবেদন হল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হিন্দু উৎসব শুরু হবে, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার দাঙ্গা-প্রবণ এলাকায় ২০ শতাংশের বেশি হিন্দু নেই। হিন্দু উৎসবের সময় দুষ্কৃতকারীরা আবার হিন্দুদের উপর হামলা করবে এবং তারা সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই হাইকোর্টের উচিত ধুলিয়ান এবং সামশেরগঞ্জে এই আদেশ আরও বাড়ানো'। নির্বাচনী তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে অধিকারী বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং দেশান্তরিত করা হবে'।

শুভেন্দুর পরামর্শ, 'প্রথমত, এই রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা উচিত। তারপর তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত, যেভাবে হরিয়ানা সরকার এবং অন্যান্য সরকার করছে।\

একজনও বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা এখানে থাকবে না। এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি'।

দেখা নেই পদ্মার ইলিশের, মুখ ভার বাঙালির

প্রথম পাতার পর

তার দাম রয়েছে ১৪০০ থেকে ১৬০০ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে যে ইলিশ আসত তার দাম ছিল ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকার মধ্যে।হাওড়ার এক মাছ ব্যবসায়ী বলেন, বর্তমানে হিমঘরে ৬২৫ টন মায়ানমারের ইলিশ রাখা আছে। সেগুলি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে কলকাতার এক বাজারের মাছ বিক্রেতা জানিয়েছেন যে ইলিশ আসছে সেগুলি ৪৫০ থেকে শুরু করে ৫০০ গ্রাম। এগুলি সবই ৬০০ থেকে ৮০০ টাকার বিক্রি হচ্ছে। যদি কোনও মাছের ওজন ১ কেজি হয় তাহলে তার দাম হতে পারে ১৮০০ টাকা কেজি।ঐতিহ্যগতভাবে পদ্মার ইলিশ পুজোর আগে কলকাতার বাজারে চলে আসে। সেগুলি সবই ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকা কেজি দাম থাকে। তবে সেদিক থেকে দেখতে হলে আরব সাগর থেকে যে ইলিশ মাছ আসছে তার স্বাদ তেমন ভাল নয়। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে সেখান থেকে এবারে কলকাতার বাজারে পদ্মার ইলিশ খুব একটা দেখা মিলবে না। সেখান থেকে এই মাছের স্বাদ পাবেন না বাঙালিরা। যদিও পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এখানে মাছ আনতে চাইছেন। তবে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে তারা চিন্তায়। দেখা যাক শেষ সময়ে কী হয়।অন্যদিকে দীর্ঘ প্রায় এক মাস খরার পর মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়ল ইলিশ । আর এক-দুই নয়, প্রায় ৪০০ টন ইলিশ নিয়ে নামখানা, কাকদ্বীপ থেকে হেনরি বন্দরে ফিরেছে ট্রলারগুলি । এরপর সেখান থেকে ইলিশ মাছগুলি আনা হয় ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজার মাছের আড়তে। ওখান থেকে চলে যাবে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে।গত জুন মাসের ১৪ তারিখ রাত থেকে ট্রলারগুলি মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল ।প্রথম এক সপ্তাহ মৎস্যজীবীদের জালে ভালো ইলিশ মাছ ধরা পড়ে । কিন্তু এরপর থেকেই সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে ।প্রায় এক মাস আর ইলিশের দেখা মেলেনি । এই পরিস্থিতিতে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন মৎস্যজীবীরা । তার মধ্যে বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘোষণায় গভীর সমুদ্রে যাওয়ামাত্রই ফিরতে হচ্ছিল তাঁদের । তবে এবারে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘোষণা হওয়ার পর বাড়ি ফেরার আগে জালে পড়েছে প্রচুর ইলিশ। আর এত পরিমাণ ইলিশের দেখা মিলতে মৎস্যজীবীদের মুখে চওড়া হাসি ।নিম্নচাপের কারণে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দফতর । সেই নির্দেশ মেনে গভীর সমুদ্র থেকে উপকূলে আসার সময় বেশকিছু ট্রলার বঙ্গোপসাগরে জাল ফেলে এবং সেই জালে শেষ বেলায় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা পড়ে । নিম্নচাপ কেটে যাওয়ার পরও আরও ইলিশ মাছ ধরা পড়বে।গত কয়েকদিন ধরে সমুদ্রে ইলিশ ঝাঁকের দেখা মিলেছে । মাছের সাইজও ভালো । বেশিরভাগ ইলিশের ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে এক কেজি । দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে সমুদ্রে এরূপ মাছের ঝাঁক দেখা যায়নি । এই মাছ সব এলাকার মৎস্যজীবীরাই পেয়েছেন । ইলিশের দামও ভালো রয়েছে । তবে এখন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকার কারণে সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । দুর্যোগ কেটে গেলে ভালো মাছ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কারণ এখন সমুদ্রে ইলিশ হওয়ার অনুকূল পরিবেশ ।

পাহাড়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবে বিমল গুরুংরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিধানসভা ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। তাই এখন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের। ভাষা সন্ত্রাসকে সামনে রেখে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গেও বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এর মধ্যেই পাহাড়ের তিনটে আসনএবং তরাই ও ডুয়ার্সের ভোট পরিস্থিতি পর্যালোচনা শুরু করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাতে নিজাম প্যালেসে পাহাড়ের ভোট পরিস্থিতি নিয়ে গোপন বৈঠক করলেন শুভেন্দু অধিকারী, বিমল গুরুং, রোশন গিরি। ২০২৪ সালে লোকসভার ভোটে বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার হয়ে প্রচার করেছিলেন বিমল গুরুংরা।ওই সময় শুভেন্দু অধিকারীর সভাতে মঞ্চে উঠে ভাষণও দিয়েছিলেন বিমলরা।২০২১ সালে বিজেপি পাহাড়ে এককভাবে লড়াই করে দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং আসনে জয়ী হয়েছিল। কালিম্পং এ অনিক থাপার নেতৃত্বে গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা জয়ী হয়েছিল। ২০২১ সালে বিমল রা হাত মিলিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ভরাডুবি হয় তাদের। তাই এবার তারা পাহাড়ের আসন নিয়ে এখন থেকেই বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করতে চায়।এজন্যই বৃহস্পতিবার রাতে নিজাম প্যালেসে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে বসে বিমল গুরুং।কার্শিয়াং এ বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা সঙ্গে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বের প্রকাশ্যে বিরোধ রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা দলের বিরুদ্ধে গিয়ে পার্টি হয়েছিলেন। যদিও তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এবার সম্ভবত বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মাকে আর পার্থি করবে না বিজেপি।তবে রাজু বিস্তার অনুরোধে শুভেন্দু অধিকারী বিমল গুরুং দের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। কারণ বিজেপি চায় বাংলায় তৃণমূলের ভরাডুবি।

বাড়ি ধসে বিপর্যস্ত হাওড়ার শালিমারের ১২ টি পরিবার

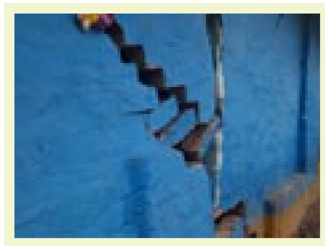

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ বাড়ি ধসে বিপর্যস্ত হাওড়ার শালিমারের ১২টিপরিবারের প্রায় ৬০ জন মানুষ। জানা গেছে, শালিমার অঞ্চলের স্বর্ণময়ী খালের জল ঢুকে সংলগ্ন এলাকার ১২টি বাড়ি ধসে যায়। দেওয়ালে বড়সড় ফাটল দেখা দেয় একাধিক বাড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি। তিনি বিষয়টি জেলাশাসককে জানান। এরপরই হাওড়া সদরের এসডিও সহ প্রশাসনিক কর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আসেন হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। শুক্রবার থেকেই ভেঙে যাওয়া বাড়িঘড় মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। সেচ দফতরের আধিকারিকরা দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারকি করছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত মেরামতির কাজ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্গত মানুষদের নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি জানান, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্থপরিবারগুলির পাশে আছি। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়িঘড়গুলি প্রশাসনের ত ফে দ্রুত মেরামত করার কাজও শুরু হয়েছে।'

অসিত-রচনা বাগযুদ্ধ নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে ক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হুগলিতে সাংসদ বনাম বিধায়কের লড়াই প্রকাশ্যে। সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বাণীমন্দির স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করতে তার সাংসদ কোটাতে টাকা দেন। অভিযোগ বিধায়ক অসিত মজুমদার সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন তিনি তার সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়া ওই টাকা দিয়েছেন। স্কুলের পরিচালন কমিটির সদস্য তিনি। তাতে না জানানোটা অমর্যাদা কর। তাই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। অপরদিকে বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি স্কুলে ঢুকে শিক্ষিকাদের অত্যন্ত কুরুচি ভাষায় আক্রমণ করেন। তাদের বলেন এভাবে স্কুল চলে না। যদি ছাত্রীদের কিছু হয়ে যায় তাহলে সরকারের উপর দায় পড়বে। আপনাদের বেতন এক টাকাও কমবেনা। কিন্তু প্রশ্ন হল স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা নিয়ে বিধায়ক কেন আপত্তি জানিয়েছেন। সংসদের অভিযোগ তিনি স্কুলে গিয়ে জানতে পারেন শিক্ষিকাদের গালিগালাজ করেছেন বিধায়ক।তার এই আচরণেতিনি বাক রুদ্ধ। প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এরপর রচনা বলেছেন আমি কোন স্কুলে কখন কাকে টাকা দেবো তা নিজে ঠিক করব। কারোর কথাই নয়। এরপর দেখি বিধায়কের কত দম আমাকে রুখে দেয়। হুগলিতে অসিত মজুমদার বনাম রচনা বন্দোপাধ্যায় বাঘ যুদ্ধ কে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিতে আলোরন উঠেছে। এই অবস্থায় ফুলের পরিচালন কমিটির থেকে পদত্যাগ করেছেন গৌরীকান্ত মুখে াপাধ্যায়। তিনি চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান। শুক্রবার তিনি বলেন আমি আমার পদত্যাগ পত্র জেলাশাসক,মহকুমা শাসক এবং ডি আই কে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্কুলের একটি স্মার্ট ক্লাস রুম তৈরি করা নিয়ে হয়েছে তাকে আমি মর্মাহত। তাই পদত্যাগ করলাম। সংসদ এবং বিধায়কের এই বাঘ যুদ্ধ কে ঘিরে ফুলের পঠন পাঠনে প্রভাব পড়েছে। শিক্ষিকা

রাও আতঙ্কিত। অসিত মজুমদার সংসদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। অবিলম্বে তিনি অভিষেকের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না নিলেই রাস্তা হবে’, বিডিও-র মন্তব্যে বিতর্ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলাকোবা

ভাতা-অনুদান দিতেই রাজ্যের কোষাগারের বিপুল টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দে টান পড়ছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় বেহাল রাস্তা সারানোর দাবিতে বিক্ষোভ হচ্ছে। এবার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের নর্থ বেঙ্গল ফার্ম এলাকায় বিক্ষোভ সামলাতে এসে মেজাজ হারালেন রাজগঞ্জের বিডিও। বিক্ষোভকারীদের বিডিও সাফ জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা না নিলেই রাস্তা হবে। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের নর্থ বেঙ্গল ফার্ম এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তার বেহাল দশা। এর প্রতিবাদে এদিন পথ অবরোধে শামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। বেলাকোবা-গেট বাজার রাস্তায় দেবী চৌধুরানীর মন্দিরের মোড়ে বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ হয়। প্রায় ২ ঘন্টা টানা অবরোধ-বিক্ষোভ চলে। অবরোধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন মহিলারা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ দেখেই মেজাজ হারান বিডিও। তিনি বলেন, ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন তাহলে রাস্তার আন্দোলনে কেন? ’ বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, রাস্তা চাই। পালটা বিডিও বলেন, ‘লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা না নিলে ওই টাকা দিয়ে রাস্তা হয়ে যাবে।’ পরে আধিকারিকদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। অবরোধ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধেই তোপ দাগেন বিডিও। তবে রাস্তা নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে বিডিওর ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ষাঁড়ের শেষকৃত্যে এত ভিড়! আদরের ‘ভোলাকে’ হারিয়ে শোকস্তব্ধ খিদিরপুরবাসী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

ভোলা কখনও কাউকে গুঁতোয় নি। তাই পাড়ার সবাই তাকে ভীষণ ভালোবাসত। স্নেহভাজন ‘ভোলা’র মৃত্যুতে শুক্রবার শোকস্তব্ধ গোটা খিদিরপুরবাসী। বৃষ্টিভেজা দিনেও একটি ষাড়ের শেষযাত্রায় অংশ নিল শতাধিক মানুষ। একেবারে খোল, করতাল, ঢাক, হারমোনিয়াম সহযোগে হরিনাম গাইতে গাইতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল ভোলাকে। শ্মশানে আর্থমুভারের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে তাকে সমাধিস্ত করা হয়। পরে শ্মশান যাত্রীদের মিষ্টি বিতরণও করা হয়। আগামীতে নিয়ম মেনে তার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানও করা হবে বলে জানান বাসিন্দারা।

গত রবিবার খিদিরপুর শ্মশান সংলগ্ন খাঁড়িতে পড়ে গিয়ে ভোলার পা ভেঙে যায়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ দমকল বিভাগ ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়ে আবারও খাঁড়িতে পড়ে যায় ভোলা। এরপর পুরসভা ও দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় আর্থমুভার দিয়ে তাকে উদ্ধার করে একটি অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করে রাখা হয়। শুরু হয় চিকিৎসাও । পশুপ্রেমী সংগঠন ও পশু হাসপাতালের চিকিৎসকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। এদিন সকালে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা খিদিরপুরে।

লজ্জায় মাথা হেঁট শিক্ষকদের! স্কুলের দরজায় ঝুলছে আপত্তিকর বস্তু, উদ্বিগ্ন অভিভাবকমহল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শামুকতলা

স্কুলের দরজায় তালার সঙ্গে ঝুলছে যৌন কার্যে ব্যবহার করা দুটি বস্তু। স্কুলের বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নেশার সামগ্রী। শুক্রবার সকালে স্কুল খুলতে এসে এই সব আপত্তিকর জিনিস পড়ে থাকতে দেখে হতবাক স্কুল শিক্ষকরা। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ারের যশোডাঙা জুনিয়র বেসিক স্কুলের। এদিনের ঘটনায় ছাত্রছাত্রীদের সামনে মাথা হেঁট হয়ে যায় প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। স্কুল চত্বরে দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। তাঁরা দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশ প্রশাসনের। কিন্তু কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের যশোডাঙা জুনিয়র বেসিক স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৫৮। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৫ জন। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয় ওই স্কুলে। সীমানা প্রাচীর না থাকায় রাতে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে স্কুল চত্বর। তারই প্রমাণ মিলল শুক্রবার সকালে। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ স্কুল খুলতে এসে শিক্ষকরা লক্ষ্য করেন স্কুল ঘরের দরজায় থাকা তালার মধ্যে ঝুলছে যৌন কার্যকলাপে ব্যবহৃত দুটি বস্তু। স্কুলের বারান্দা ও স্কুল চত্ত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ও গাঁজার কল্কে। সমস্ত নোংরা পরিষ্কার করার পর সাড়ে নটা থেকে শুরু হয় ক্লাস। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা জানাজানি হতে স্কুলে ভিড় জমান অবিভাবকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে শামুকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন অভিভাবকরা। অভিভাবক চন্দন বণিক বলেন, ‘সমাজের এই অবক্ষয়ের চেহারা দেখে গা গুলিয়ে উঠছে। ভাবা যায় শিক্ষা মন্দিরের এই চেহারা? কোনও সুস্থ মাথার মানুষ এমন অকাজ করতে পারে? চরম শাস্তি হওয়া উচিত।’ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমন্ত সিংহ বলেন, ‘এই ঘটনায় আমরা রীতিমত হতবাক। শুক্রবারের এই ঘটনায় স্কুলের গঠন-পাঠন ভীষণভাবে বিঘ্নিত হল। এটা দিনের পর দিন মেনে নেওয়া যায় না। আমরা পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি।’ জেলা বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, ‘খুবই লজ্জাকর ও উদ্বেগের ঘটনা। আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অভিভাবক সভা ডাকার নির্দেশ দিয়েছি। প্রয়োজনে আইনের সহায়তাও নেওয়া হবে।’

এনজেপি থেকে আলুয়াবাড়ি, উত্তরে নতুন লাইনে বরাদ্দ ১৭৮৬ কোটি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

চিকেন নেকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাড়তি নজর। ওই লক্ষ্যে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন ও আলুয়াবাড়ি রোড জংশনের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন পাতার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল কেন্দ্র। ৫৬.৭ কিলোমিটারের ওই কাজটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১, ৭৮৬ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে আয়োজিত বৈঠকে দেশের চারটি প্রকল্পে সিলমোহর পড়ে। তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের এই প্রকল্পটিও। প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে শুধু রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি পাবে তা নয়, কয়েকটি সড়কপথও যানজটমুক্ত হবে। কেননা, এই প্রকল্পে তৈরি হবে একাধিক রোড ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস। কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গত মাসে উত্তরবঙ্গের রেল ব্যবস্থায় বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণো। চিকেন নেকের সুরক্ষার প্রশ্নে যে বিশেষ নজর, তাও সেদিন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রেলমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণায় ছিল, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) ও আলুয়াবাড়ি রোড জংশনের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন পাতার কথাও। এদিন যে চারটি রেলপ্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, তাতে খরচ হবে ১১,১৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১, ৭৮৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এনজেপি-আলুয়াবাড়ি রোড জংশনের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের ক্ষেত্রে। রেল সূত্রে খবর, ৫৬.৭ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ৭টি স্টেশনকে নতুন রূপ দেওয়া হবে। দুটি নতুন লাইন পাতার ক্ষেত্রে বড়-ছোট মিলিয়ে তৈরি করা হবে ৯৯টি সেতু। এছাড়াও ৩টি আরওবি এবং ৮টি আন্ডারপাস তৈরি হবে। রাঙ্গাপানির রেলগেটটিকে আরওবি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটা ও শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন ডাবললাইনের আরওবিকে ফোর্থলাইন আরওবি করা হবে। প্রকল্পটিতে রয়েছে ইসলামপুর-ঠাকুরগঞ্জ সড়কে বড় ধরনের আন্ডারপাস তৈরির ভাবনাও। রেলকর্তাদের বক্তব্য, পিএম গতিশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রকল্পটি। ফলে বিরামহীন যোগাযোগ ঘটবে এই অঞ্চলে। অন্য ট্রেন আসবে বলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না দীর্ঘক্ষণ। পাশাপাশি, প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে দিল্লি-গুয়াহাটির মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। উপকৃত হবে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাও। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, ‘প্রকল্পটির লক্ষ্য ২১.৬ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত কার্গোর চলাচল সহজতর করা। যা ২৫৫১ কোটি টাকা সাশ্রয় করবে। প্রতি বছর ২.১৪ কোটি লিটার সাশ্রয়ের মাধ্যমে জ্বালানি সংরক্ষণে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি সংলগ্ন অঞ্চলের আর্থিক বিকাশ ঘটাবে।’ এই প্রকল্পটিতে আর্থিক অনুমোদনের পর আশা জাগছে এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন-বাগডোগরা-নকশালবাড়ি-ঠাকুরগঞ্জ রুট ডাবললাইন হওয়া নিয়েও।

রেল সূত্রে খবর, এই ডাবললাইনের জন্য চূড়ান্ত সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অনুমোদন দিলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে একটি সূত্রে খবর, জমিজটের কারণেই প্রকল্পটি আটকে রয়েছে। শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলছেন, ‘এনজেপি-আলুয়াবাড়ির সঙ্গে এই রুটেও সমীক্ষা হয়েছিল। বুঝতে পারছি না কেন প্রকল্পটি আটকে রয়েছে। প্রকল্পটি হলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন।’

কেন্দ্রের কাছে ১৫ কোটি অনুমোদনের আর্জি! মালদায় দ্রুত বিমান পরিষেবা চালু করতে চায় রাজ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

নতুন করে বড় বিমান বন্দর নয়, আপাতত তালিকাভুক্ত থাকা মালদা বিমানবন্দর চালু করতে আগ্রহী রাজ্য সরকার। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের অনুমোদন পেতে যে সমস্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন সেই কাজকে পাখির চোখ করেই এগোতে চাইছে রাজ্য। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে শুক্রবার বিকেলে মালদা বিমানবন্দর পরিদর্শন করলেন পরিবহন দপ্তরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি আবদুর রাকিব শেখ। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহূতি ইন্দ্র, ডেপুটি পুলিশ সুপার, ইংরেজবাজার থানার আইসি সহ সমস্ত দপ্তরের আধিকারিক ও ইংরেজবাজার পুরসভার প্রতিনিধিরা। আবদুর রাকিব শেখ জানান, তএটা দীর্ঘদিনের একটা প্রোজেক্ট। বিভিন্ন ধাপে ধাপে আমাদের কাজ এগোচ্ছে। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা মালদা বিমানবন্দরের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে এসেছি। এরপরে আমাদের যে সমস্ত কাজ করতে হবে সেখানে কোনও সমস্যা হবে কিনা, সেই কাজের পরও আরও কিছু কাজ থেকে যাবে কিনা সেসব বুঝতেই আমাদের আসা। ডিজিসিএ-র অনুমোদন পেতে আমাদের যে সমস্ত কাজ করতে হবে প্রথম পর্যায়ে আমরা সেই সমস্ত কাজ করব। এই কাজের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৫ কোটির টাকার বাজেট পাঠিয়েছি। আমরা আশা করছি, সেই টাকা দ্রুত অনুমোদন হবে।

কোচবিহার প্রাথমিক স্কুলে জল অমিল! সমস্যায় পড়ুয়ারা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

পানীয় জলের সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে পাইপলাইন বসানো হলেও জল মেলে না। অগত্যা মিড-ডে মিল রান্নার জন্য পাড়ার মোড়ের টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল টেনে আনতে হচ্ছে রাঁধুনিদের। পড়ুয়াদের পানীয় জলের জন্যও ভরসা ওই টিউবওয়েল। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি ১ নম্বর ওয়ার্ডের কোচবিহার প্রাথমিক

বিদ্যালয়েদীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি ।পাচ্ছে না হেলদোল নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।।ধরে নাই হোক কিংবা শিশুদের পানীয় জল, ।ডিপিএসসির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে এলাকার কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এদিকে, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাব থাকায় দুটি ক্লাসরুমকে এক করেই চলছে পঠনপাঠন। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও কেন বিষয়টি নিয়ে কারও হেলদোল নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রানি সরকার গুপ্ত বলেন, ‘প্রতিদিনই পানীয় জলের জন্য পড়ুয়াদের সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় মিড-ডে মিলের রান্নাও হয় সেই জলেই। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনও সুরাহা মেলেনি।’ একেই গরম। তার ওপর এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে পানীয় জল না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। বেশিরভাগ পড়ুয়া বাড়ি থেকে জল নিয়ে এলেও অনেক সময়ই পাড়ার টিউবওয়েলের জলে ভরসা রাখতে হয় সকলকে। যদিও পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে বিষয়টি নিয়ে এলাকার কাউন্সিলার চন্দনা মহন্তর আশ্বাস, ‘নতুন পাম্প বসাবার কাজ চলছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’ সদর ৩ নম্বর সার্কেলের মান্টুদাশগুপ্তপল্লি এলাকায় থাকা এই বিদ্যালয়ে প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। বিদ্যালয়টিতে ক্লাসঘরের সংখ্যা মাত্র ৩টি। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ছাত্রসংখ্যা ৪৮। বর্তমানে সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ৪ জন। বিদ্যালয়টিতে ক্লাসরুমের সংখ্যা কম থাকায় প্রতিদিনই দুটি ক্লাসরুমকে এক করে পঠনপাঠন চালাতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়টিতে ক্লাসরুমের সংখ্যা আরও বাড়ানো যায় কি না, সে বিষয়েও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে বিদ্যালয়ের তরফে জানা গিয়েছে। এই স্কুলে মিড-ডে মিলের জন্য আলাদা ঘর থাকলেও আলাদা করে খাবার ঘর না থাকায় ক্লাসরুমেই খ ।বার খেতে হয় শিশুদের। এছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রবেশপথের অবস্থা করুণ।

সবমিলিয়ে কতদিনে বিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসীরাও। বিষয়টি দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান রজত বর্মা।

বন্ধ ১ নম্বর ওভারব্রিজ, চলবে না সিঁড়িও, এনজেপিতে ঢুকতে হাঁটতে হবে ৮০০ মিটার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

শুক্রবার থেকে ভোগান্তি বাড়ছে এনজেপি স্টেশনে। বিশ্বমানের হতে চলা স্টেশনটিতে ৪৫ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ১ নম্বর ফুট ওভারব্রিজ এবং চলন্ত সিঁড়ি। খোলা থাকবে শুধু ২ ও ৩ নম্বর ওভারব্রিজ। ফলে যাঁরা ট্রেন ধরতে স্টেশনটিতে পা রাখবেন, তাঁদের নতুন পার্কিং জোন থেকে হাঁটতে হবে অন্তত ৮০০ মিটার। আর তাতেই মাথায় বাজ পড়ার জোগাড় প্রবীণ যাত্রীদের। কলকাতা থেকে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার এনজেপি স্টেশনে এসে নামেন সুপ্রিয়া ভাদুড়ি। বিষয়টি জানতে পেরে আতঙ্ক তাঁর চোখে মুখে। বললেন, ‘আমাদের সঙ্গে তো অনেক লাগেজ। ফেরার সময় এসকালেটার না থাকলে আর অতটা ঘুরে যেতে হলে কী করব! মালপত্রের জন্য না হয় পয়সা খরচ করে কুলি নিলাম, কিন্তু এতটা পথ হাঁটা তো চাট্টিখানি কথা নয়।’ রেল সূত্রে খবর, স্টেশনটিতে ঢোকার ক্ষেত্রে ২ ও ৩ নম্বর ব্রিজ বাধ্যতামূলক। ১ নম্বর ওভারব্রিজের পাশে থাকা র‍্যাম্প দিয়ে ঢোকার অনুমতি পাবেন শুধু টয়ট্রেনের যাত্রীরা। তবে, যাঁরা এনজেপি স্টেশনে এসে নামবেন, তাঁরা চাইলে ১ নম্বর ফুট ওভারব্রিজের পাশে থাকা র‍্যাম্প দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবেন। গত মঙ্গলবার ফিল্ড সার্ভের পরই এমন সিদ্ধান্ত হয়। এরপরই ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, ‘স্টেশনটির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। সেইজন্য সাময়িক এই সিদ্ধান্ত।’ বিশ্বমানের স্টেশন হচ্ছে এনজেপি। দীর্ঘদিন চলছে কাজ। আর তাতেই নাভিশ্বাস উঠেছে যাত্রীদের। এমনিতেই বর্ষায় জলকাদা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তার ওপর মূল ওভারব্রিজ বন্ধের খবর আরও ভয় ধরাচ্ছে। বছর পঁয়ষট্টির চন্দ্রিমা সরকারের বক্তব্য, ‘গাড়ি থেকে নেমে ৮০০ মিটার হেঁটে যাওয়া আমাদের মতো বয়স্কদের পক্ষে অনেকটাই কষ্টকর। রেলের বিষয়টি ভাবা উচিত। এমন একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে গাড়ি থেকে নেমে ৪০ থেকে ৫০ মিটারের মধ্যেই স্টেশনে ঢোকা যায়।’ ২ ও ৩ নম্বর ওভারব্রিজে ভবঘুরেরা শুয়ে-বসে থাকে। রয়েছে কুকুরের উপদ্রবও। ৩ নম্বর ওভারব্রিজ দিয়ে বাইক-সাইকেল নিয়েও সবসময় যাতায়াত চলে। ফলে সেখানে যাত্রীদের নিরাপত্তা কতটা থাকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিত্যযাত্রী সুভাষ বড়ুয়া বলছেন, ‘উন্নয়ন হবে, সে তো ঠিকই আছে। কিন্তু যে পথ দিয়ে যাতায়াত করতে বলা হয়েছে, সেদিকের অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা সহজে ওই দিক দিয়ে যাতায়াত করি না।’ রেলের তরফে অবশ্যা জানানো হয়েছে, যে দুটি ওভারব্রিজ দিয়ে যাত্রীরা প্রবেশ করতে পারবেন, সেই এলাকাগুলি টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ওপরে টিনের শেডও দেওয়া হবে। যেমনটা করা হয়েছিল ১ নম্বর ফুট ওভারব্রিজের কাছে। তবে এসকালেটার না থাকায় যাত্রীদের কিছুটা সমস্যা পোহাতে তো হবেই।

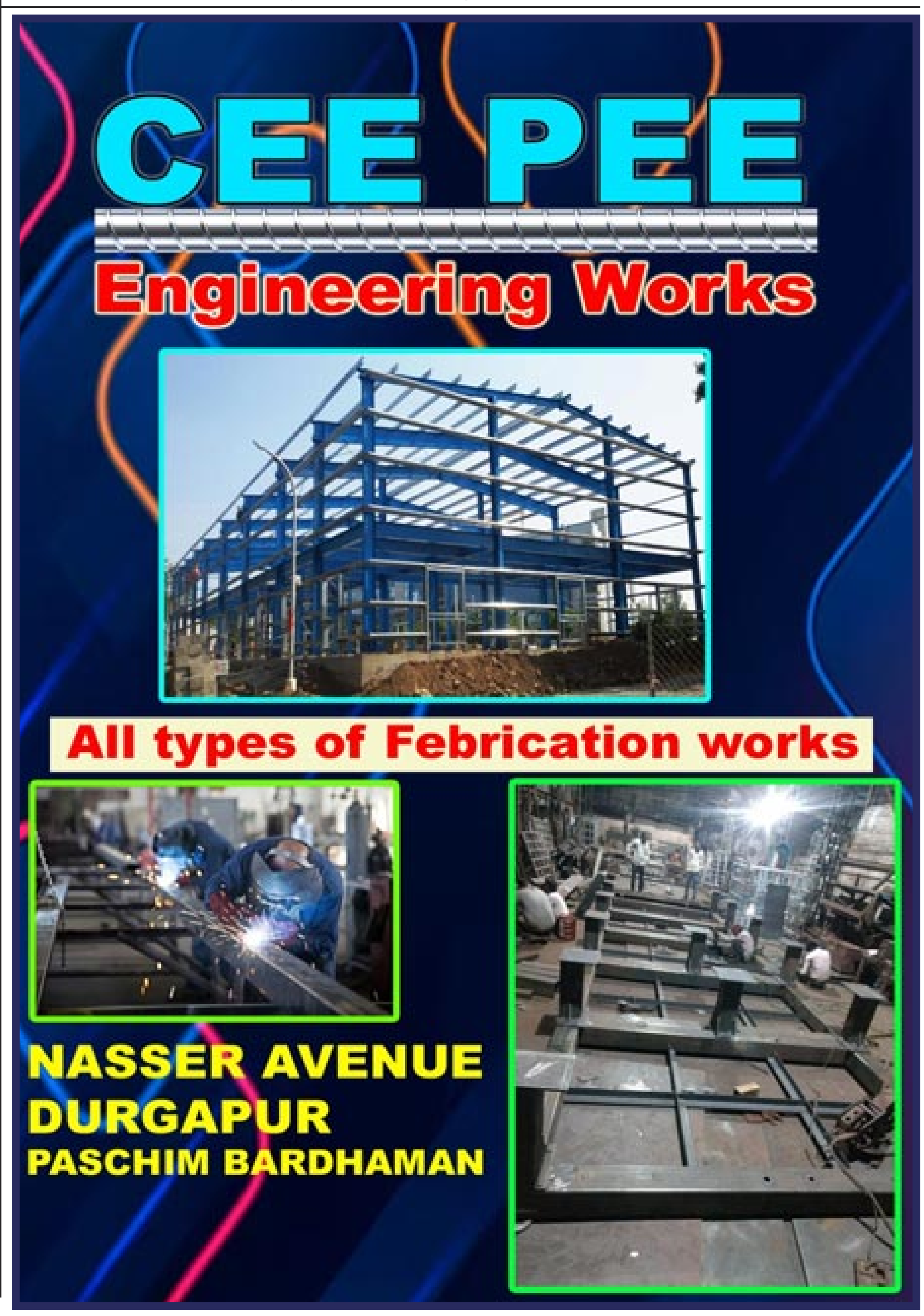

বাড়িতেই হোটেলের ধাঁচে নেশার ঠেক বানিয়ে কারবার! পুলিশি হানায় গ্রেপ্তার ৪

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

শুধু বিক্রিই নয়, রীতিমতো হোটেলের ধাঁচে বাড়িতেই ব্রাউন সুগার, গাঁজা, কাফ সিরাপ খাওয়ার জায়গা তৈরি করে ফেলেছিলেন মাঘপালার মনোজকুমার বিশ্বাস। আশপাশের এলাকা তো বটেই এমনকি দূরদূরান্ত থেকেও 'ক্রেতা' এসে ভিড় করতেন সেই বাড়ির ঠেকে। বেশ রমরমিয়ে চলছিল এই কারবার। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বুধবার রাতে জেলা পুলিশের এক বিশাল বাহিনী তাঁর বাড়িতে হানা দিতেই ঘটনার পর্দা ফাঁস হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট চারজনকে। খোদ পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সেই অভিযান হয়েছে। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'গাঁজা, ব্রাউন সুগার ও কাফ সিরাফ সন্দেহে বেশকিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঘপালা এলাকায় বরাবরই গাঁজা চাষ হয় বলে অভিযোগ। তবে প্রক্রিয়াজাত গাঁজা সহ ব্রাউন সুগার ও কাফ সিরাপ বিক্রির বড় ঠেকের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অবৈধ কারবারে যুক্ত থেকে খুব কম সময়ের মধ্যেই মোটা টাকার মালিক হয়ে গিয়েছিলেন মনোজ। কীভাবে চলত তাঁর কারবার?

পুলিশের একটি সূত্র বলছে, মনোজ দীর্ঘদিন ধরেই নেশার কারবারে যুক্ত। মালদা, কালিয়াচক থেকে কোচবিহারে ব্রাউন সুগার ঢোকার পর তা হাতবদল হয়ে মনোজের কাছে পৌঁছাত। ঘুরপথে কাফ সিরাপ সংগ্রহ করতেন তিনি। আর প্রক্রিয়াজাত গাঁজা স্থানীয় এলাকা থেকেই জোগাড় করতেন। সেগুলি পুরিয়া তৈরি করে বিক্রি করা হত। কোনওটার দাম ৩০০ টাকা, আবার কোনওটির দাম ৫০০ টাকা। বাড়িতেই নেশা করার ব্যবস্থা থাকায় সহজেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল ওই এলাকা। দূরদূরান্ত থেকে সেখানে ভিড় জমছিল। কমবয়সিদের আনাগোনা ছিল উল্লেখযোগ্য। বুধবার রাতে সেখানে হানা দিয়ে মনোজের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ সরকার, তাপস দাস ও সুভাষ হালদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকাগুলি তো বটেই সেইসঙ্গে প্রত্যন্ত জায়গাগুলিতেও ব্রাউন সুগারের মতো মাদকের রমরমা চলছে বলে অভিযোগ। পুলিশের তরফে ধরপাকড় চললেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ। ব্রাউন সুগারের নেশার পাশাপাশি কম সময়ে বেশি রোজগারের আশায় তা বিক্রির কাজেও জড়িয়ে পড়ছে কমবয়সিদের একাংশ। নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য একদল তরুণ এই কারবারে জড়িয়ে পড়ছেন। যা নিয়ে অভিভাবক মহলেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। দাবি উঠছে পুলিশের তরফে আরও কঠোর পদক্ষেপের। স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে শ্যালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা! আটক ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে মার খেলেন বাবা আলিপুরদুয়ার কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বিয়ের পর থেকে স্ত্রী সেভাবে স্বামীর বাড়িতে থাকতেন না বলে অভিযোগ।

'উচিত শিক্ষা' দিতে স্ত্রীর বাপের বাড়িতে গিয়ে স্বামী তাঁর শ্যালিকাকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে হুলুস্থুল বাধে।

ওই তরুণকে সেখানে আটকে রাখা হয়, মারধর করা হয়। ছেলেকে উদ্ধার করতে ওই তরুণের বাবা সেখানে গেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ব্যক্তির মাথায় আটটি সেলাই পড়েছে। বর্তমানে দুজনে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, তরুণের স্ত্রীর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য তাঁকে নিয়মিত চাপ দেওয়া হত। দুই তরফই একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' আলিপুরদুয়ার, ২ ব্লকের চাপরেরপার, ২ ব্লকের পূর্ব বড়চৌকি এলাকার ঘটনা। প্রেম করে দু'বছর আগে দুজনের বিয়ে। তবে অভিযোগ, বিয়ের কয়েক মাস পর থেকে স্ত্রী বেশিরভাগ সময়টা তাঁর বাপের বাড়িতে থাকা শুরু করেন। এনিয়ে স্বামী,স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে ঝগড়াঝাঁটি ছিল। ওই তরুণ ভিনরাজ্যে কাজ করেন। সম্প্রতি তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বুধবার তিনি শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে ফের বিবাদের সূত্রপাত। ওই তরুণ সেখানে শ্যালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তাঁকে আটক করে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে ওই তরুণের বাবা সেখানে যান। ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই ব্যক্তির ওপর সেখানে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই তরুণের স্ত্রীর অভিযোগ, 'বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য জোর করা হচ্ছিল। তারপর বাপের বাড়ি চলে যাই। বুধবার দিদি ঘরে একা ছিল। একা পেয়ে স্বামী ওকে জড়িয়ে ধরে। দিদির চিৎকার শুনে আমরা সেখানে ছুটে যাই। প্রতিবেশীরাও ছুটে যান। তারপরেই বিবাদ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।'

ওই তরুণ শ্যালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, 'বিয়ের পর স্ত্রী কয়েকটা মাসই আমার কাছে ছিল। আমাকে ডাকায় ওকে আনতে ওর বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে গেলে আমাকে আটকে রাখা হয়। মারধরও করা হয়। বাড়িতে ফোন করে ঘটনাটি জানালে বাবা প্রথমে প্রতিবেশীদের সহযোগিতা চান। তারপর বাবা সেখানে গেলে তাঁকে মারধর করা হয়।' ঘটনার দ্রুত বিহিত চেয়ে দুই পক্ষই সরব হয়েছে।

মেডিকেলে দালালরাজ, প্রাণ বাঁচাতে 'ঘুষ' চাই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কেন্দ্র হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। আর সেই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল চিত্র দিন-দিন প্রকট হচ্ছে। বর্তমানে কার্যত অভিভাবকহীন এই হাসপাতালে রোগী পরিষেবার অনেকটাই দালালদের হাতে চলে গিয়েছে। বহির্বিভাগ হোক বা অন্তর্বিভাগ, সর্বত্রই দালালদের রামরাজত্ব চলছে। মেডিকেলের করিডরজুড়ে আবার যেভাবে বাজার বসেছে তাতে করিডর দিয়ে হাঁটাই দুষ্কর হয়ে পড়ছে। করিডরজুড়ে কুকুরের দাপাদাপিও এতটুকু কমেনি। সেভাবে পৃথক ব্যবস্থা না থাকায় করিডরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে থাকছেন রোগী ও পরিজনরা। রোগী পরিষেবার এই বেহাল অবস্থা নিয়ে আমজনতার মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। অথচ এসব অব্যবস্থা দেখার কেউ নেই। কেননা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বর্তমানে কলেজ অধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করছেন। তিনি বেশিরভাগ সময় কলেজেই থাকছেন। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে নজরদারির জন্য অতিরিক্ত সুপার, ডেপুটি সুপার সহ অন্যরা রয়েছেন। রোগী পরিষেবায় ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে বড় চিকিৎসাকেন্দ্র। এখানে খাতায়-কলমে প্রচুর বিভাগ রয়েছে, যা উত্তরবঙ্গের অন্য কোনও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেই। ফলে মালদা থেকে কোচবিহার সব জায়গা থেকে এখানে রোগী রেফার হয়ে আসেন। কিন্তু চিকিত্সা পরিষেবা কতটা মেলে, সেটাই প্রশ্ন। অভিযোগ, গরিব মানুষ বাসে বা ট্রেনে চেপে মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য এসে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দালালদের খপ্পরে পড়ছেন। আল্ট্রাসনোগ্রাফিই হোক বা রক্ত পরীক্ষা, অপারেশন হোক বা রক্তের প্রয়োজন, সমস্ত ক্ষেত্রেই দালাল ছাড়া গতি নেই। আর দালাল মানেই ৫০০-৫০০০ টাকার ফাঁদ। একটি অপারেশন দ্রুত করানোর জন্য টাকা দিতে হয়, অপারেশন করে রোগীকে বের করার পরেই পরিবারের কাছে মোটা টাকা দাবি করেন সেখানকার কর্মীরা। সেই আবদার মেনে টাকা দিতে বাধ্য হন রোগীর পরিজনরা। ফাঁসিদেওয়ার চটেরহাট থেকে আসা এক রোগীর ছেলে বলেন, 'গত মাসে বাবার অপারেশন হয়েছিল। সেই সময় দুই ইউনিট রক্ত প্রয়োজন হয়েছিল। মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংক থেকে বলা হল, এভাবে রক্ত দেওয়া যাবে না। রক্তদাতা এনে তার পরেই রক্ত নিতে হবে। এই সময় ব্লাড ব্যাংকের বাইরে একজন আমাকে বললেন, ২৫০০ টাকা করে ইউনিট হিসাবে দুই ইউনিট রক্ত দিতে পারেন। তবে আগে ৫০০০ টাকা হাতে দিতে হবে। সেইমতো টাকার ব্যবস্থা করে রক্ত নিয়েছিলাম।' কয়েকদিন আগে দুর্ঘটনায় জখম তরুণের মেডিকেলে জরুরি অপারেশন হয়েছে। সেই তরুণের আত্মীয় মদন মণ্ডলের বক্তব্য, 'অপারেশন করে বেরিয়েই সেখানকার কর্মীদের হাতে ৬০০ টাকা দিতে হয়েছে। প্রত্যেকেই দিচ্ছে, তাই আমাকেও দিতে হয়েছে। এসব কথা আমরা কাকে বলব, কে ব্যবস্থা নেবে?' চিকিৎসকদের একাংশ থেকে শুরু করে বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষী কে নেই এই দালালচক্রে? এভাবে গরিব মানুষকে যে হয়রানি করা হচ্ছে সেটা হাসপাতালের প্রত্যেক আধিকারিকই জানেন। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। প্রবীণ এক চিকিৎসক বলছিলেন, 'মেডিকেলের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে আগেও বহু অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এত অব্যবস্থা এর আগে কোনওদিন দেখিনি। চারিদিকে শুধু দালাল আর দালাল।' কিছুদিন আগে মেডিকেলের বেআইনি বাজার তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু করিডরজুড়ে আবার দোকান গজিয়ে উঠেছে। প্রসূতি অন্তর্বিভাগ, ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ড থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যাওয়ার রাস্তাজুড়ে বাজার বসছে। ফলে ওই করিডর দিয়ে যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন রোগী এবং পরিজনরা। সুশ্রুতনগরের বাসিন্দা সনাতন দাস সুপারস্পেশালিটি ব্লকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলছিলেন, 'বড় বাজার তুলে দিল। আবার করিডর দখল করে বাজার বসছে। মানুষের যাতায়াতের পথই কার্যত আটকে দিয়েছে। কেউ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'এসব বিষয় হাসপাতালের আধিকারিকদের দেখার কথা। তাঁরা নিয়মিত নজরদারি করলেই এই বাজারগুলি বসতে পারে না।' কয়েকদিন আগেই একজন রোগীকে কুকুর খুবলে খেয়েছে। সেই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়েছিল। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক ডেকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মেয়র তথা সমিতির সদস্য গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য ছিল, কুকুর যাতে হাসপাতালে ঢুকতে না পারে সেই বিষয়টি নিরাপত্তারক্ষীরা দেখবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবারও মেডিকেলের বিভিন্ন ওয়ার্ড, করিডরে কুকুরের অবাধ বিচরণ দেখা গিয়েছে। চিকিৎসার জন্য আসা রোগী এবং পরিজনদের আশ্রয় নেওয়ার জায়গা না থাকায় তাঁরা বিভিন্ন করিডরেই বিছানা পেতে শুয়েবসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, এখানে রোগী ও পরিজনদের থাকার জন্য বেশকিছু ছাউনি তৈরি হয়েছিল। যার অনেকগুলি পরবর্তীতে ক্যান্টিন সহ অন্যান্য কাজের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ গরিব মানুষ চিকিৎসা করাতে এসে করিডরেই রাত কাটাচ্ছেন। যে ছাউনিগুলি বর্তমানে রয়েছে সেগুলিও মলমূত্র, আবর্জনায় ভরে রয়েছে। মশামাছির উৎপাতও বেড়েছে। ফলে সেখানেও মানুষ গিয়ে বসতে পারছেন না। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চান সাধারণ মানুষ।

লিজের আবেদন করেই ফের দখলদারি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাটাগুড়ি

কেউ দখল করেছে নদীর চর, কেউ আবার জঙ্গল লাগোয়া বন দপ্তরের জায়গা। খাসজমি দখল করে নিজেদের এলাকা বাড়িয়েছে লাটাগুড়ির একের পর এক রিসর্ট। গত বছর জুলাই মাসে এমন বেশ কয়েকটি রিসর্টের সীমানা প্রাচীর ও অবৈধ অংশ ভেঙে দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু তার পরেও সেই প্রবণতা কমেনি। বরং দখল করা জমির জন্য লিজের আবেদন করেই প্রশাসনের ভেঙে দেওয়া অংশে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে অনেক রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। কেউ নতুন করে প্রাচীর দিয়েছে, কেউ রিসর্টের ভাঙা ঘর মেরামতও করে ফেলেছেন। পুজোয় ব্যবসার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের কড়া বার্তাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে রিসর্টগুলি। প্রশ্ন উঠেছে, জলপাইগুড়ি রিসর্টগুলির অবৈধ অংশ ভাঙতে প্রশাসনের উদ্যোগটি কি শুধুই লোকদেখানো ছিল? পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি থেকে শুরু করে লাটাগুড়ির অনেকেরই অভিযোগ, দখল করা অংশ লিজ দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে রিসর্টগুলির অবৈধ কাজে ঘুরিয়ে মদত দিল প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেকে লিজের জন্য আবেদন করেছেন। সেগুলো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। যদি কেউ নতুন করে জায়গা দখল করে থাকে সেগুলো খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গত বছর জুলাই মাসে সরকারি জমি থেকে জবরদখল উচ্ছেদ করতে অভিযানে নামে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। মাল মহকুমার বিভিন্ন ব্লকেও সেই সময় অভিযান চালিয়েছিল প্রশাসন।

দেখা যায়, শুধু সরকারি খাসজমি নয়, অবৈধভাবে নেওড়া নদীর চর দখল করেও একাধিক রিসর্ট গড়ে উঠেছে।

স্কুলে নেই ডাইনিং হল! খোলা আকাশের নীচেই মিড-ডে মিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তুফানগঞ্জ

তুফানগঞ্জ-২ সার্কেলের অধিকাংশ প্রাইমারি স্কুলেই নেই ডাইনিং হল। ফলে খোলা আকাশের নীচেই মিড-ডে মিল খেতে হয় খুদেদের। জায়গা বলতে স্কুলের মাঠ কিংবা বারান্দা। অনেক স্কুলে আবার বারান্দাতে চাল নেই। গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে পড়ুয়া আশ্রয় নেয় গাছতলায়। বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের ক্ষোভ বাড়ছে। কোচবিহারের ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, 'প্রতিটি স্কুল থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করছি। এরপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠানো হবে। খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে।' তুফানগঞ্জ-১'এর বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং বলেন, 'ডাইনিং হল তৈরির প্রস্তাব পেলেই আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব।' তুফানগঞ্জ-২ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ংবদা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সাড়া মেলেনি। তুফানগঞ্জ-২ সার্কেলে প্রায় ১১০টি প্রাইমারি স্কুল। যার মধ্যে ৮০ শতাংশ স্কুলেই ডাইনিং হলের ব্যবস্থা নেই। মাঠে বা বারান্দায় পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল খাওয়ার সময় কুকুর ও গবাদিপশুদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাছাড়া ধুলোবালি তো রয়েছেই। উন্মুক্ত পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে খাওয়াদাওয়া করলে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে বলেও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন একাধিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ডাইনিং হলের পাশাপাশি স্কুলগুলোতে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। কোনও কোনও স্কুলে নেই সীমানা প্রাচীরও। চামটা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা যূথিকা রায় বলেন, 'স্কুলে ডাইনিং হল না থাকায় খোলা আকাশের নীচে খেতে দেওয়া হয়। পড়ুয়া রয়েছে ২০৪ জন। বারান্দায় সবাইকে একসঙ্গে বসানোর জায়গা হয় না। এভাবে খেতে দেওয়াটা সুরক্ষিত নয়। কিন্তু উপায় নেই।' ওই স্কুলেরই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র অপু

দেবনাথের কথায়, 'ডাইনিং হল না থাকায় খোলা আকাশের নীচে খেতে হয়। বৃষ্টি-বাদলের দিনে সমস্যা হয়।' একই বক্তব্য চতুর্থ শ্রেণির গোপাল দাসেরও। কামাতফুলবাড়ি কুঠিবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা সাহা চন্দ বলেন, 'প্রায় বছর তিনেক আগে বারান্দার টিনের চাল উড়ে গিয়েছে। মিড-ডে মিল খাওয়ানোর মতো জায়গা নেই। শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে পড়ুয়া সংখ্যা কমতে শুরু করেছে।' অন্দরানফুলবাড়ি নয়নেশ্বরী বিশেষ পর্যায় প্রাইমারি স্কুলে যেমন পরিকাঠামোর অভাবে পড়ুয়ার সংখ্যাটা তলানিতে ঠেকেছে। ওই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র শুভজিৎ দাস, চতুর্থ শ্রেণির প্রসেনজিৎ পাল, প্রিয়া দাসরাও ডাইনিং হলের দাবি তুলল। প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বলচন্দ্র সরকার বললেন, 'ডাইনিং হল ও সীমানা প্রাচীরের জন্য বহুবার আবেদন জানিয়েছি। কাজ হয়নি।' অন্দরানফুলবাড়ি যমেরডাঙ্গা চতুর্থ পর্যায় প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবিত্রী রায় সরকার, শিকারপুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক চম্পক ব্যাপারী জানালেন, তাঁরাও ডাইনিং হলের জন্য লিখিত আবেদন জানালেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

তৃণমূলের প্রচারের মুখ সাজেনুর?

চাঁচলের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম পিরোজাবাদ। যে গ্রামের বেশিরভাগ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। রাস্তার বেহাল দশা। ভোট ছাড়া জনপ্রতিনিধিদেরও তেমন দেখা মেলে না। কিন্তু বিগত কয়েকদিনে বদলে গেছে ছবিটা। তবে সেই বদল মানুষের জীবনযাত্রার বা রাস্তার নয়। পরিবর্তন বলতে, এলাকায় বেড়েছে পুলিশ প্রশাসন এবং নেতা মন্ত্রীদের আনাগোনা। নেপথ্যে, ওই এলাকারই মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক সাজেনুর খাতুন এবং তার নাবালক সন্তানকে মারধরের অভিযোগে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর টুইট। শুক্রবার দুপুরে যখন পুলিশ প্রশাসনের ঘেরাটোপে সাজেনুরদের নিয়ে মালদা থেকে আসা কনভয় এলাকায় ঢুকল, তখন স্থানীয়রা বেশ ভিড় জমিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বুধবারই সাজেনুর পারভীন এবং তাঁর স্বামী মুক্তার খান সন্তান ও শ্বশুড়-শাশুড়িদের নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন। সেখানে সাজেনুরকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তখনই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রের শাসক দলের সংঘাত বাড়বে। আর আজকের এই 'ছবি' নিয়ে রাজনৈতিক মহলের চর্চায় যে সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে তা হল, এই মহিলা শ্রমিক হয়তো ভোট প্রচারেরও মুখ হতে পারে রাজ্যের শাসক দলের। এদিন ওই পরিবার যখন গ্রামে ফিরল, তাদের সঙ্গে ছিল চাঁচলের মহকুমা শাসক শৌভিক মুখার্জি, চাঁচল ১ নং ব্লকের বিডিও থিনলে ফুনস্টক ভুটিয়া, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুন্ডু, স্থানীয় বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জামাকাপড় সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয় ওই পরিবারকে।

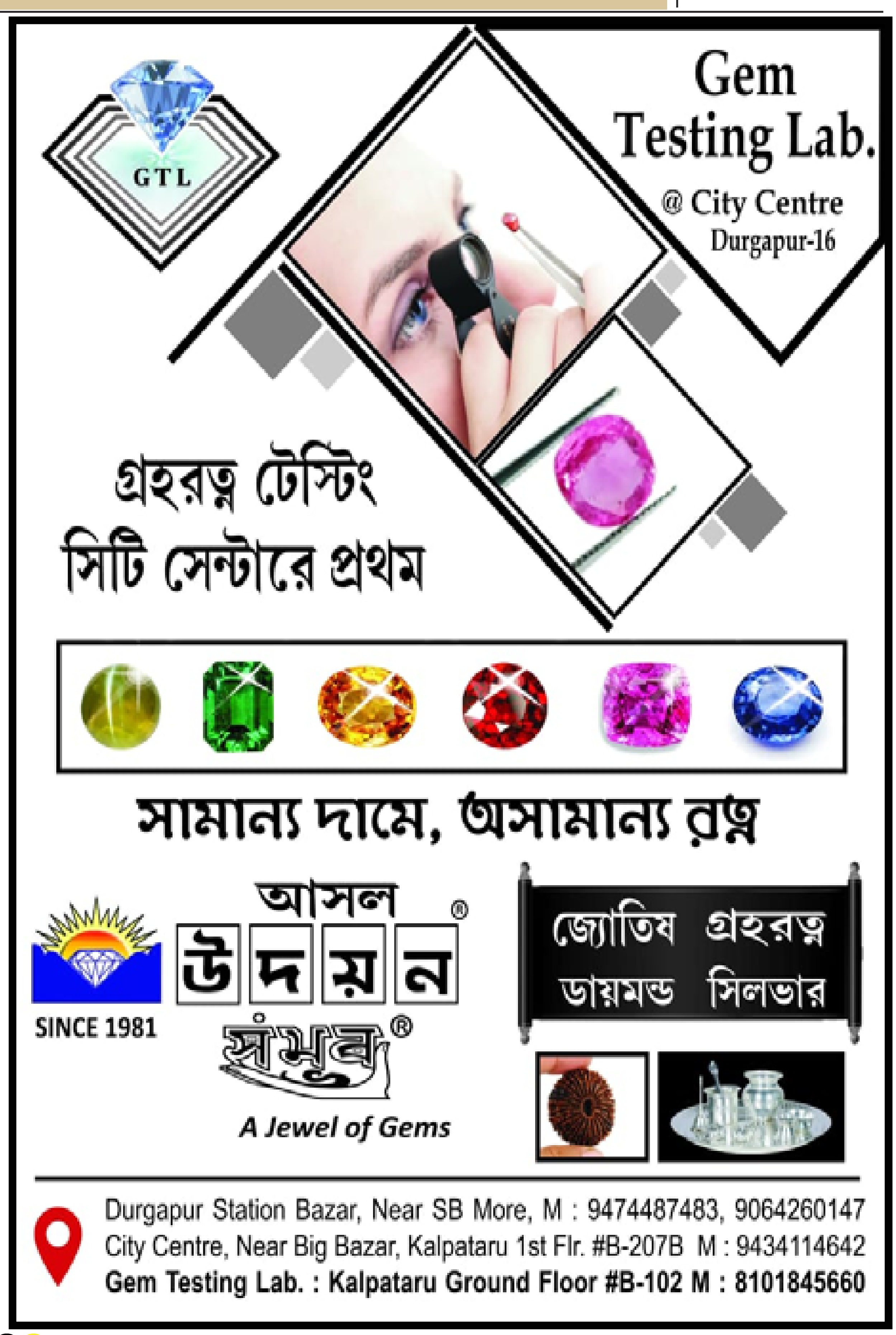

২৫ শতাংশ শুল্কের ধাক্কা ! GDP বৃদ্ধির হার নামবে ৬.২ শতাংশেরও নিচে, দাবি রিপোর্টের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। শুল্ক কাঠামো কার্যকর হলে কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেটাইজেশন হতে বাধ্য। এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ইতিমধ্যেই জানিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা। এবার এক রিপোর্টে উঠে এল অন্য আরেক ছবি।

সেখানে দাবি করা হয়েছে, যদি সেপ্টেম্বরের পরও ওই শুল্ক চাপানোই থাকে, সেক্ষেত্রে দেশের বৃদ্ধির হার নামবে ৬.২ শতাংশেরও নিচে। এসঅ্যান্ডপি মার্কেট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের দাবি এমনই। ওই সংস্থার দাবি, জুলাইয়ে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যা ছিল ৬.৫ শতাংশ। আমেরিকার চাপানো ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করা হলে এই পূর্বাভাসটি কমিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তা সেপ্টেম্বরের পরও লাগু থাকে। সেই সঙ্গেই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ভারত কোনওভাবেই কৃষি, দুগ্ধ-সহ খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র আমেরিকার হাতে দেবে না। কেননা সেক্ষেত্রে দেশের কৃষিজীবীরা ক্ষুণ্ণ হবে। ফলে আমেরিকাও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে তেমন সম্ভাবনা এখনই দেখা যাচ্ছে না। নানা জটিলতায় আটকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হয়নি ভারতের। উলটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, ভারত রাশিয়া থেকে প্রচুর তেল এবং অস্ত্র কেনে। সেকারণেই ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হল। প্রসঙ্গত, বছরের গোড়ায় আমেরিকা সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জানিয়ে দিয়েছিলেন ভারত আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে তেল ও গ্যাস কিনবে ওয়াশিংটনের থেকে। আসলে

শুল্কে ছাড়ের লক্ষ্যেই মোদির এই আশ্বাস- এমনটাই মনে করে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। কিন্তু এরপরও ভারতের তেলের প্রধান আমদানিকারী দেশ 'দীর্ঘদিনের বন্ধু' রাশিয়াই। এতেই চটেছে আমেরিকা। আর তাই তারা চাপিয়ে দিয়েছে ২৫ শতাংশ শুল্ক। আপাতত সেই আলোচনাই এদেশের কূটনৈতিক মহলের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এর মধ্যেই প্রকাশিত হল সাম্প্রতিক রিপোর্টটি।

বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ কমিশনের, সংসদে আলোচনার দাবি বিরোধীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শুক্রবার বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি, সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে সকল রাজনৈতিক দলগুলির হাতে। এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে খসড়া তালিকাটি প্রকাশ করেছে। তবে তার আগেই বিরোধীদের হট্টগোলে উত্তাল হয় সংসদ। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত এই খ সড়া তালিকা নিয়ে লোকসভায় আলোচনার জন্য স্পিকারকে চিঠি দিয়েছে বিরোধীরা। কমিশন জানিয়েছে, এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ৩৮ জন জেলাশাসকদের মাধ্যমে বিহারের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির হাতে খসড়া তালিকাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। তালিকায় রাজ্যের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৯০ হাজার ৮১৭টি বুথের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত খসড়া তালিকা এবং গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে সংসদে বিশেষ আলোচনার দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যেই তারা চিঠি দিয়েছে লোকসভার স্পিকারকে। সেখানে বলা হয়েছে, তবিধানসভা ভোটের আগে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।দ গোটা বিষয়টিকে নজিরবিহীন বলেও আখ্যা দিয়েছে তারা। বিরোধীদের এই চিঠিতে সই করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল, আরএসপি, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি (শরদ পাওয়ার), ডিএমকে, শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী), আরজেডি, এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি দল। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। আর এই খসড়া তালিকা সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। বিহারের পরে এক এক করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে আগেই প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, এর ফলে বহু বৈধ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বেন। বস্তুত কমিশনের এই ভোটার তালিকা সংশোধনীকে ঘুরপথে এনআরসি করার চেষ্টা হিসাবেও দেগে দিয়েছে বিরোধী শিবির। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে কমিশন। সেখানে জানানো হয়েছে, বর্তমান ভোটার তালিকা খসড়া মাত্র। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে তাঁরা এই বিষয়ে আবেদন করার জন্য এক মাস অবধি সময় পাবেন। আগামী ১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই আবেদন করা যাবে। এই সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রমাণ দিয়ে তাঁরা নিজেদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করার সুযোগ পাবেন। কমিশনের প্রশ্ন, এর পরেও রাজনৈতিক দলগুলি কেন শোরগোল করছে? কমিশনের অভিযোগ, এমন একটা ধারণা তৈরি করা হচ্ছে, যে খসড়া তালিকাই চূড়ান্ত তালিকা। যদিও কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী তা নয়। কমিশনের আরও প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলগুলি কেন বুথ স্তরের এজেন্টদের বলছে না যে ১ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজেদের দাবি এবং আপত্তির কথা জানাতে? রাজনৈতিক দলগুলির এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলেই মনে করে নির্বাচন কমিশন।

বন্যার প্রকোপে বিপর্যস্ত চিন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৬০ !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে চিনের বন্যা। একটানা ঝড়বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬০ জনের। কেবল বেজিংয়েই গত সপ্তাহ থেকে ধরলে ৪৪ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। বহু বছরের মধ্যে চিনকে এমনভাবে প্রকৃতির চোখরাঙানির মুখে পড়তে হয়নি বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তর চিনের বন্যায় যে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি বেজিংয়ের শহরতলিতে অবস্থিত এক বৃদ্ধাবাসের বাসিন্দা। এদিকে হেবেই প্রদেশে অন্তত ৩১ জনের খোঁজ মিলছে না। একটানা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকার নেমেছে ১৩৬টি গ্রামে। উদ্ধারকারী দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আটকে পড়া লোকজনকে বের করে আনছেন বলে জানা গিয়েছে।সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রসঙ্গত, বছরের এই সময়টায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় বেজিংয়ে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যায় ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যেটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। বেজিংয়ে এবং চিনের অন্য প্রদেশে দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-সহ সমস্ত জরুরি বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

'ট্রাম্পকে ওরা বোকা বানাচ্ছে, পাকিস্তানের কোনও তেল ভাণ্ডারই নেই !', দাবি বালোচ নেতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের উপর শুল্ক চাপিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানে যে তেলের ভাণ্ডার রয়েছে তার উন্নতিসাধনের জন্য দু'দেশ একসঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু ঘোষণার পরদিনই ট্রাম্পকে খে ঁচা বালোচ নেতার। তাঁর সাফ দাবি, পালোচ পাকিস্তান নয়। সুতরাং সেখ ানে তেল, গ্যাস-সহ প্রাকৃতিক সম্পদের যে ভাণ্ডার তা একান্তভাবেই বালোচদের। মির ইয়ার বালোচ নামের ওই নেতার এহেন উক্তি থেকে পরিষ্কার, আগামিদিনে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করবে। ফলে আখেরে আমেরিকার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হবে তা নিয়ে সন্দেহের সূচনা হয়ে গেল ঘোষণার পর থেকেই। এক্স হ্যান্ডলে 'বালোচ ইজ নট পাকিস্তান' শীর্ষক এক বিবৃতি পেশ করেছেন ওই বালোচ নেতা। তাঁর সাফ কথা, বালোচিস্তান বিক্রি করা যাবে না। চিন-আমেরিকা তো বটেই, এমনকী পাকিস্তানকে এখানে ধাতব খনিজের জন্য খনন করতে দেওয়া হবে না বালোচ নাগরিকদের অনুমতি ছাড়া। সেই সঙ্গেই তিনি কাঠগড়ায় তুলছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে। তাঁর দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে আমেরিকাকে ভুল বুঝিয়েছেন তিনি। তেল ও খনিজের পাক ভাণ্ডার সম্পর্কে যে দাবি করা হচ্ছে, সেটা রাজনৈতিক ও আর্থিক লাভের জন্য বেলুচিস্তানের সম্পদ আত্মসাৎ করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা। ট্রাম্পকে সাবধান করে দিয়ে তিনি দাবি করেছেন, এই চুক্তি একেবারেই ভুল কৌশল। এতে আইএসআই আরও বেশি করে শক্তিশালী হবে। ফলে পৃথিবীজুড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়বে। বলে রাখা ভালো, ট্রাম্প তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে লিখেছিলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই একটি চুক্তি সাক্ষর করেছি। পাকিস্তানে যে বিশাল তেলের ভাণ্ডার রয়েছে, তার উন্নতিসাধনের জন্য দু'দেশ একসঙ্গে কাজ করবে। তবে এখানে কোন তেল উত্তোলনকারী কাজ করবে, তা ঠিক করবে ওয়াশিংটন। কে জানে! হয়তো ইসলামাবাদ একদিন ভারতকে তেল বিক্রি করবে।' মূলত ভারতকে খোঁচা মারাই যে আমেরিকার উদ্দেশ্য তা নিশ্চিত।

৮ স্বামীকে ভয় দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা ! নবম বিয়ের সময় গ্রেফতার 'ঠগিনী' স্কুলশিক্ষিকা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পেশায় স্কুলশিক্ষিকা। তবে বাড়তি আয়ের উৎস ছিল বিয়ে! আট স্বামীকে আর্থিক প্রতারণা করার পরে নবম বার ছাঁদনাতলায় বসার তোড়জোড় করছিলেন মহারাষ্ট্রের নাগপুরের সমীরা ফতিমা। তার আগেই গ্রেফতার 'লুটেরি দুলহন।' অভিযোগ, আট জন স্বামীকে ব্ল্যাকমেল করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন নাগপুরের 'ঠগিনী।' 'ঠগিনী' বাংলা ছবিতে নায়িকা একের পর এক বিয়ে করতেন। ফুলশয্যার রাতে স্বামীর সর্বস্ব লুট করে পালাতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন এক জন। ফতিমাও একেবারে ওই ভাবে ছকে চলতেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর একটি দল ছিল। তাঁরা পাত্র দেখতেন। তাঁদের সঙ্গে ফেসবুক এবং ঘটকালির অ্যাপে ভাব জমাতেন ফতিমা। বিয়ে হলেই স্বামীর টাকাকড়ি হাতিয়ে পালাতেন। তার পর চলত নানা রকম ভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়। ফতিমার নবম 'বিবাহ অভিযান' সফল হতে দেয়নি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ফতিমা উচ্চশিক্ষিতা। একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। গত ১৫ বছর ধরে তিনি একের পর এক বিয়ে করেছেন এবং প্রত্যেক স্বামীকে প্রতারণা করেছেন। প্রথম দিকে লোকলজ্জা এবং সামাজিক সম্মান নষ্টের ভয়ে ওই যুবকদের কেউ পুলিশে অভিযোগ করেননি। তবে সম্প্রতি দু'জন পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

দেশ ছাড়তে পারেন অনিল ! ৩ হাজার কোটি টাকা দেনা মামলায় রিলায়্যান্স গ্রুপের চেয়ারম্যানের নামে লুক-আউট সার্কুলার জারি ইডির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

৩০০০ কোটি টাকা দেনার মামলায় আরও বিপাকে রিলায়্যান্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল অম্বানী। শুক্রবার ইডি সূত্র উদ্ধৃত করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, তাঁর বিরুদ্ধে লুক-আউট সার্কুলার জারি হয়েছে। গত মঙ্গলবার ইডির অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অনিলের। তার পরেই এই পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, মামলা এড়াতে যাতে কেউ দেশত্যাগ না করেন, সে জন্য লুক-আউট সার্কুলার জারি হয়। দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নৌবন্দরের প্রবেশ এবং প্রস্থানপথের জন্য ওই সার্কুলার দেওয়া থাকে সেখানকার আধিকারিক এবং কর্মীদের সাবধান করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সেখানে যান, তাঁকে আটক করতে হয়। ২০০৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনিলের সংস্থা রিলায়্যান্স গ্রুপ ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নেওয়ার সময় নিয়ম মানেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ইডি দেখছে, ঋণ মঞ্জুর হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কয়েক জন বড় অঙ্কের টাকা পেয়েছিলেন। এই নিয়ম বহির্ভূত 'বিনিময় ব্যবস্থা' সম্পর্কে অনিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। অন্য দিকে, দেনাগ্রস্ত রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্সের (আরকম) ঋণ অ্যাকাউন্টকে স্টেট ব্যাঙ্ক 'প্রতারক' হিসেবে চিহ্নিত করতে চলেছে বলে খবর। সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টর অনিলের নাম এই সংক্রান্ত রিপোর্টে যুক্ত করতে চলেছে তারা। যা জমা পড়বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। গত ২৩ জুন আরকম-কে এ ব্যাপারে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক। আরকম সেই চিঠির কথা শেয়ার বাজারকে জানানোর পরে আজ তা প্রকাশ্যে এসেছে। স্টেট ব্যাঙ্কের পরে আরকম-এর অন্যান্য ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলিও একই পদক্ষেপ করতে পারে। অনিলের আইনজীবীর দাবি, আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ব্যাঙ্ক এই চিঠি পাঠিয়েছে। শিল্পপতি আইনি রাস্তা খতিয়ে দেখছেন। এর আগে রিলায়্যান্স হোম ফিনান্সের ঋণের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল অনিলের বিরুদ্ধে। ২০১৯ সালে এরিকসন মামলায় ৪৫৮.৭৭ কোটি টাকা জরিমানা দিতে ব্যর্থ হয়ে কারাদণ্ডের মুখে পড়েছিলেন তিনি। সাহায্যে এগিয়ে আসেন দাদা মুকেশ। স্টেট ব্যাঙ্কের চিঠি অনুযায়ী, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ৩১,৫৮০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল আরকম এবং তার শাখা সংস্থাগুলি। এই অর্থ 'জটিল' পথে ঋণের শর্ত ভেঙে গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার কাছে পাঠানো হয়।

ভারতের উপরে বিরক্ত ট্রাম্প ! কারণ জানালেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের উপরে বিরক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনই দাবি মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর। তিনি জানিয়েছেন, 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার' ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে। যা ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে মস্কোকে রসদ জুগিয়ে গিয়েছে। তবে এটাই তাঁর বিরক্তির একমাত্র কারণ নয়। রুবিওর দাবি, কারণ আরও রয়েছে। ফক্স রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, অন্য দেশ থাকতেও রাশিয়ার থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে নয়াদিল্লি। যা পুতিনের দেশকে ইউক্রেনের সঙ্গে লড়াই জুগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তহবিল ভরাতে সাহায্য করেছে। রুবিওর কথায়, দভারতের প্রচুর জ্বালানি-চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তেল, কয়লা, গ্যাস এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতাও, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য দেশের মতোই প্রয়োজন। তারা রাশিয়া থেকে তেল কেনে, কারণ রাশিয়ার তেল অনুমোদিত এবং সস্তা।

বহিষ্কার নয়, অন্তর্ভুক্তি

বাঙালি জাতিসত্তার পরিচিতিকে ঘিরে সফল রাজনীতি তৈরি করা যায় কি না, বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে সওয়া শতাব্দী ধরে বাংলার হাওয়ায় এই প্রশ্নটা ঘুরছে। বিভিন্ন মুহূর্তে, বিভিন্ন আঙ্গিকে ফিরে এসেছে প্রশ্নটা, এবং প্রতি বারই তার উপরে পড়েছে নতুনতর প্রলেপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালি অস্মিতার রাজনীতি সেই ঐতিহাসিক ধারার একটা নতুন অধ্যায়; যার মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক সম্ভাবনা, এবং প্রায় অনতিক্রম্য জটিলতা।যে কোনও অস্মিতার আখ্যানেই প্রয়োজন দুটো জিনিসের। এক দিকে একটি (তথাকথিত) সমসত্ত্ব গোষ্ঠী বা জাতি; যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সবাই কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতিতে এক রকম; আর অন্য দিকে চাই সেই সমসত্ত্ব জাতির একটি 'অপর'; অর্থাৎ, এমন একটি গোষ্ঠী, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতিতে সেই সমসত্ত্ব গোষ্ঠীর উল্টো দিকে আছে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে, অথবা মহারাষ্ট্র, গুজরাতে যে অস্মিতার রাজনীতি তৈরি হয়েছিল, সেখ ানে সমসত্ত্ব গোষ্ঠীটি ছিল ভাষাগত, অথবা ভাষানির্ভর জাতিপরিচিতিগত; আর, 'অপর' ছিল ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী।পশ্চিমবঙ্গেও কি তা হলে বাংলা ভাষাভাষী, 'বাঙালি', পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় অস্মিতার রাজনীতি? এখানেই নিহিত রয়েছে সেই 'প্রায় অনতিক্রম্য জটিলতা'। প্রথমত, এ রাজ্যে 'অপর' হিসাবে চিহ্নিত করার মতো ভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী তেমন প্রবল নয়। অতীতেও ছিল না। ফলে, মহারাষ্ট্রে বিহারি নিগ্রহের, অথবা অসমে বাঙালি খেদানোর মতো রাজনীতি বাংলায় তেমন দানা বাঁধেনি কখনও। আর একটা বড় কারণ হল, বাংলার ভাষা-অস্মিতার রাজনীতির রাশ বিবিধ কারণে থেকেছে 'নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোক' শ্রেণির হাতে। সেই শ্রেণির মূল্যবোধ প্রভাবিত করেছে বাঙালি অস্মিতার সীমাকে। মহারাষ্ট্রের অনুকরণে ইদানীং যে ভিন্ন ভাষাভাষী খেদানোর রাজনীতি এ রাজ্যে চালু করার যে প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, সেটা বাংলার চেনা রাজনৈতিক সংস্কৃতি নয়।তার চেয়েও বড় কথা, হিন্দু বাঙালির 'অপর' তার বাঙালি পরিচিতির মধ্যেই ঢুকে আছে মুসলমান বাঙালি। মহারাষ্ট্র বা গুজরাতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের; এবং, অসমের; একটা মস্ত ফারাক রয়েছে। ২০১১ সালের জনশুমারি অনুসারে, এই দুই রাজ্যের জনসংখ্যায় মুসলমানদের অনুপাত যথাক্রমে ২৭ এবং ৩৪ শতাংশ। মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে জনসংখ্যায় মুসলমানদের অনুপাত যথাক্রমে সাড়ে এগারো এবং সাড়ে নয় শতাংশ। কাজেই, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ভাষাগত পরিচিতির উল্টো দিকে রয়েছে ধর্মীয় পরিচিতি; ধর্মীয় পরিচয়ের 'অপর'-কে সঙ্গে নিয়ে ভাষাগত পরিচয়ের সমসত্ত্ব জাতি তৈরি করার দুরূহ প্রকল্প।এই জটিলতাটি কার্যত পশ্চিমবঙ্গের একার। কারণ, অসমের মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই বাংলাভাষী; হিন্দু অহমিয়ার কাছে তাঁরা একই সঙ্গে ভাষাগত এবং ধর্মগত অপর। সে রাজ্যে বাঙালি বিদ্বেষ এবং মুসলমান বিদ্বেষ শেষ অবধি কী ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করেছে, খবরের কাগজের পাতায় তার প্রমাণ খুব নিয়মিত চোখে পড়ে। উল্টো দিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই বাংলাভাষী। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণ করতে হলে অনিবার্য ভাবে দাঁড়াতেই হবে ধর্মীয় বিভাজিকাটির সামনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এবং সংখ্যালঘু মুসলমান, উভয় পক্ষকেই সম্মত হতে হবে ধর্মীয় পরিচিতিকে তুলনায় গৌণ বিবেচনা করে বাঙালি পরিচিতিকে প্রাধান্য দিতে। সওয়াশো বছরের বাঙালি পরিচিতির রাজনীতি বারে বারে ধাক্কা খেয়েছে এখানেই।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক এই জায়গাটাকেই বেছে নিয়েছেন ২০২৬-এর রাজনৈতিক যুদ্ধের কেন্দ্র হিসাবে; বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর অস্ত্র বাঙালি অস্মিতা। অর্থাৎ, ধর্মীয় বিভাজনকে পাশে সরিয়ে রেখে বাঙালি পরিচয়ে একত্রিত হতে পারা এক দিকে যেমন তাঁর এই রাজনীতির সাফল্যের আবশ্যিক শর্ত, অন্য দিকে সেটা এই রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যও বটে। তাঁর এই অবস্থানকে বলতেই হবে কৌশলগত, আদর্শগত নয়। তিনি উত্তর-আদর্শবাদী রাজনীতির কারবারি; ভিন্ন প্রেক্ষিতে ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনীতির উপাদান হিসাবে স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি নেই; যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন তিনি জগন্নাথ মন্দিরেও আছেন, রমজানেও আছেন। ভাষাগত বহুত্বকে স্বীকার করতে, এমনকি ভোটের হিসাব মাথায় রেখে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষাকে তোল্লাই দিতেও তিনি পিছপা হননি। তবে এই মুহূর্তে মমতা যে রাজনৈতিক কৌশলের পথে হাঁটছেন, তা বহিষ্কারের নয়, অন্তর্ভুক্তির; বর্জনের নয়, গ্রহণের। কৌশলগত অবস্থান থেকেই গৈরিক রাজনীতির মতো তিনি কোনও একটি ধর্মীয় পরিচিতিকে 'একমাত্র' হিসাবে বিবেচনা করতে নারাজ; আবার, বামপন্থীদের মতো শ্রেণি ছাড়া অন্য সব বিভাজনকে দেখতে অস্বীকার করতেও নারাজ। এখানেই তাঁর রাজনীতির 'ঐতিহাসিক সম্ভাবনা'; ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে একটি গ্রহণমূলক পরিচিতির রাজনীতি গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে।প্রশ্ন হল, সেটা কি আদৌ সম্ভব? বাংলা ভাষা যে আদৌ 'কাজের ভাষা' নয়, অর্থাৎ এ ভাষা শিখে রোজগারের বিশেষ সুবিধা হবে না, তা এত দিনে সন্দেহাতীত রকম স্পষ্ট। রাজ্যের অর্থনীতির সে সামর্থ্যও নেই, যা নিয়ে অহঙ্কার বা ভরসা করা যায়। পাশাপাশি, বাঙালি জাতিসত্তার রাজনীতি বারে বারেই ধাক্কা খেয়েছে ধর্মীয় পরিচিতির অমোঘ দেওয়ালে। হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় দিক থেকেই। এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গত এক দশকে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে ধর্মীয় বিভাজিকা অনুসারে আড়াআড়ি ভেঙে ফেলতে বহুলাংশে সক্ষম হয়েছে। বাঙালি হিন্দুর কাছে বাঙালি পরিচিতির তুলনায় হিন্দু পরিচিতি আগে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখন তার চেয়েও বেশি হয়ে উঠেছে কি না, সে প্রশ্নটি থাকছে। এই কথাগুলো গৈরিক রাজনীতির কারবারিরাও বিলক্ষণ জানেন; ফলে, হিন্দু বাঙালি আর মুসলমান বাঙালি যে কোনও মতেই এক নয়, এমন একটি কথা খ ুব জোরের সঙ্গে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার সচেতন চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।কিন্তু, এখানেই আবার তৈরি হয়েছে একটি অন্য সম্ভাবনা। হিন্দুত্ববাদের বাড়বাড়ন্তে মুসলমানরা এমনিতেই কোণঠাসা। সওয়াশো বছরের ইতিহাসের চেয়ে বর্তমান মুহূর্তটি একটি বিশেষ কারণে আলাদা; দেশভাগের মুহূর্ত ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় পরিচিতির বদলে বাঙালি পরিচিতিকে আঁকড়ে ধরার কারণ এবং প্রয়োজন আর কখনও এতখানি তীব্র হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাঙালি বিদ্বেষ

ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতকতা ও বামপন্থার দায়

লিখেছেন তন্ময় ইব্রাহিম

১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যে সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, স্বীকার করে। সিপিআই (এম-এল) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যার কর্মসূচী হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার, হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আর এর মূল কান্ডারি হন বাংলার কৃষক নেতা চারু মজুমদার। আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মেকি বাম-হিন্দুত্ব চক্রান্ত ব্যর্থ করা একটি গুরু দায়িত্ব। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সাম্য আন্দোলন গড়ে তোলাও আজ জরুরী। অনেক দশক পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বাঙালি পরিচয় একটি জ্বলন্ত ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। বিগত কয়েক মাসে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী শ্রমজীবী মানুষের উপর যে পুলিশি সন্ত্রাসের খাঁড়া নেমে এসেছে, তা শুধু রাজনৈতিক সংকট নয়, বরং এক গভীর ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার ফসল।

১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যে সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, স্বীকার করে। সিপিআই (এম-এল) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যার কর্মসূচী হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার, হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আর এর মূল কান্ডারি হন বাংলার কৃষক নেতা চারু মজুমদার। আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মেকি বাম-হিন্দুত্ব চক্রান্ত ব্যর্থ করা একটি গুরু দায়িত্ব। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সাম্য আন্দোলন গড়ে তোলাও আজ জরুরী।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অনেক দশক পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বাঙালি পরিচয় একটি জ্বলন্ত ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। বিগত কয়েক মাসে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী শ্রমজীবী মানুষের উপর যে পুলিশি সন্ত্রাসের খাঁড়া নেমে এসেছে, তা শুধু রাজনৈতিক সংকট নয়, বরং এক গভীর ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার ফসল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজের সন্ধানে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষ্মবাংলাদেশিক্ষ্ম তকমা লাগিয়ে আইনের তোয়াক্কা না করে সোজা বাংলাদেশে পুশব্যাক করার ঘটনা আসলে ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গের দীর্ঘ ছায়া। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক অক্সিজেন পেলেও, বাম শক্তির সামনে হিন্দুত্ববাদী ও হিন্দি আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখছি? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) র রাজ্য কমিটির নেতা মহম্মদ সেলিম এই সংকটকে নিছক ক্ষ্মবিজেপি ও তৃণমূলের নাটকক্ষ্ম বলে খারিজ করে দিচ্ছেন। এই মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা নয়, বরং বামপন্থার ঐতিহাসিক দেউলিয়াপনার প্রতিফলন।

ভারতীয় বামপন্থার মৌলিক সংকট

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হলো বিদেশি মত ও পথের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং দেশীয় ইতিহাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীনতা। বামপন্থী ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতের শাসকশ্রেণীকে ৫,০০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারত স্বাধীন হওয়ার ২০০ বছর আগে কি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বা বেলুচিস্তান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত উপমহাদেশের মানুষ নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতেন? এই কৃত্রিম ভারতীয় সভ্যতাক্ষ্ম তত্ত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে বামেরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) হিন্দু সভ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় গঠনের প্রকল্পকে তাত্ত্বিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা নিজেরাই সেই একই ক্ষ্মসভ্যতাক্ষ্ম তত্ত্বের বাহক।

কলকাতার সাবর্ণ ভদ্রলোক ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান

দেড়শো বছরের ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী হওয়ায় নিজেদের করণিকের যোগানের স্বার্থে ব্রিটিশেরা কোম্পানির আমল থেকেই কলকাতা শহরে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে উদ্যোগী হয়। যার ফলে, ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করে স্থায়ী উপার্জন করতে ও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার তাগিদ থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হন। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে, ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থেই হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ভাঙার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে বঙ্গীয় রেনেসাঁ জন্ম নেয়, যা মূলত কলকাতার সাবর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সাবর্ণ সমাজই উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। এরাই 'ভারত' দর্শনের প্রবক্তা হয়। এরাই চরম ইসলাম বিদ্বেষ থেকে চালিত হয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কাছাকাছি থেকে সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভাগিদারী চাইলো। প্রথমে নতজানু হয়ে, তারপর কংগ্রেসের মতন প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে আর শেষ পর্যন্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে। এই সম্প্রদায়ই কিন্তু উত্তর আর পশ্চিম ভারতে হিন্দুত্বের জিগির ওঠার অনেক আগেই ক্ষ্মআনন্দমঠক্ষ্ম লিখে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে এক আদিম সভ্যতার জয়গান শুরু করে। এই সম্প্রদায়ই কিন্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল। বঙ্গ ভঙ্গ করার ব্রিটিশ অভিপ্রায় নিয়ে এরাই প্রশ্ন তোলে, জানতে চায় হিন্দু পশ্চিমের সাথে মুসলিম পূর্বের বিচ্ছেদ ঘটানোই কি এই বিভাজনের আসল কারণ? ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায়, বঙ্গ ভঙ্গ আটকাতে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। কিন্তু সেটা কি সত্যিই স্বাধীনতার জন্যে? কোন দেশের স্বাধীনতার জন্যে? বঙ্গের না পঞ্জাবের? ১৯০৫ সালের আন্দোলনে সাবর্ণ ভদ্রলোকদের যোগদানের মূলে ছিল পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারি হাতছাড়া হওয়ার ভয়। এই জমিদারিগুলো পূর্ব বাংলায় হলেও, জমিদারেরা অধিকাংশই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে থাকতেন। আর এই জমিদারি রক্ষার তাগিদ থেকে যে ভদ্রলোকেরা একদিন বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে ধরলেন, ৪২ বছর পরেই তারা কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গ নিয়ে টু শব্দটিও করেনি।

বামপন্থী আন্দোলনে সাবর্ণ আধিপত্য

অনুশীলন ও যুগান্তর দলের ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত প্রায় সকলেই ছিলেন সাবর্ণ হিন্দু। মুসলিম তো দূরের কথা, দলিত বা নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও কখনো অংশ নিতে দেখা যায়নি। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আশরাফ মুসলিমেরা, অর্থাৎ উচ্চ জাতির মুসলিমরা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পরে বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নেতৃত্বে আধিপত্য বিস্তার করে সাবর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা। কাকাবাবুর মতন দুই একজন টিম টিম করে জ্বলতে থাকেন। এই কারণেই সাবর্ণ হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা, জাতি-শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সংগ্রাম গড়তে ব্যর্থ হয়। আর ব্যর্থ হয় বঙ্গীয় জাতির মানুষদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে। ব্যর্থ হয় কারণ সে সর্বভারতীয় স্বার্থ কে বঙ্গের স্বার্থের জায়গায় অগ্রাধিকার দেয়। সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে গত শতকের চারের দশক থেকে রুখতেও তারা ব্যর্থ হয়। বাংলার মধ্যেই যে কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, সেই কমিউনিস্ট পার্টির চোখের সামনেই তেভাগা আন্দোলনে ব্যাপক কৃষকদের জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই কে আত্মসাৎ করে মুসলিম লীগ। বাংলার কমিউনিস্ট সংগঠকেরা যেখানে গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলিম কৃষকের শ্রেণী ঐক্য গড়ে তোলে জমিদারদের বিরুদ্ধে, মুসলিম লীগ সেই আন্দোলনে নেপোয় মারে দই করে ; আপামর পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকের লড়াইকে সে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই বলে চালিয়ে দেয়। সেদিন কমিউনিস্ট নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। তাঁরা হতভম্ব হয়ে দেখেন পাকিস্তান আন্দোলন কে। বাংলার কমিউনিস্ট নেতারা সেদিন বাংলা ভাগের চক্রান্ত কে দেখেও চুপ থাকেন।

বঙ্গভঙ্গ ও বামপন্থার বিশ্বাসঘাতকতা

বর্তমান বিজেপির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী যখ ন বাংলা ভাগের পক্ষে, হিন্দু বাঙালি হোমল্যান্ড বানানোর দাবি নিয়ে হৈচৈ শুরু করেন, হিন্দু মহাসভার খুবই স্বল্প সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির ভদ্রলোক নেতৃত্ব কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে না। তাঁরা সেই সময়ে, যখন বাংলার অধিকাংশ দলিত, আদিবাসী, শূদ্র-নমঃশূদ্র মানুষ এবং মুসলিমের লেখা পড়া জানতেন না, নিজেদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতিকে আবদ্ধ রাখেন দিস্তা দিস্তা কাগজ ছাপানো ও মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে, যা সাধারণ হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে অবিশ্বাস কে ভাঙার কাজ করতে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস, লীগ আর মহাসভা যখন বিভেদের রাজনীতি করছে, হিন্দু সাবর্ণ জমিদারদের একটা অংশ আর মাড়োয়ারি পুঁজিপতিরা যখন মুখার্জীকে চাঁদা দিচ্ছে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ কে ইন্ডিয়ার অধীনে রাখার, তখ ন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। তাঁরা লেনিনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ বাংলার সমর্থনে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু সেটা তাঁরা করেননি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুজ শরৎ চন্দ্র বসু, হুসেইন সোহরাওয়ার্দী ও কিরণ শঙ্কর রায় সেই বিভেদের দিনে, ১৯৪৬ সালের হানাহানির পরেও, এক সাথে বসে তৈরি করলেন স্বাধীন বাংলার রূপরেখা। যে বাংলার নাম তাঁরা দিলেন ঐক্যবদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক বাংলা। যে বাংলায় কৃষকের-শ্রমিকের অধিকারের কথা তাঁরা বললেন, সেই বাংলার প্রস্তাব কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও মেনে নিয়েছিলেন। যখন তিনি বুঝেছিলেন যে পাকিস্তান বানানো মানে একই দেশে দুই ব্যবস্থা চালানো কোনো মতেই সম্ভব না আর পূর্ব পাকিস্তান গড়লে তাতে শিল্পোন্নত কলকাতা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলকে কংগ্রেস বা মাড়োয়ারি পুঁজি কোনো ভাবেই হাত ছাড়া করবে না, তখন জিন্নাহ বলেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলা হলে তিনি খুশি হবেন এবং সেই বাংলা পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে বলেও তিনি জানান। কিন্তু এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের ভিতরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেই আলোড়ন সৃষ্টি হয় কারণ মাড়োয়ারি আর হিন্দু জমিদারদের প্রতিনিধি মুখার্জীর মহাসভা এই বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে। মুখার্জী বড়লাট কে লেখেন যে ভারত ভাগ হোক বা না হোক, বাংলা ভাগ চাই। এই সময়ে দাঁড়িয়ে, বাংলার শ্রমিক কৃষকের ঐক্যের স্বার্থে, মাড়োয়ারি আর হিন্দি পুঁজির থেকে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের মুক্তির প্রশ্নে কমিউনিস্টদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ ছিল ঐক্যবদ্ধ বাংলার স্বার্থে লড়াই গড়ে তোলার, লীগকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার ও কংগ্রেসের দেশপ্রেমী অংশ কে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার।কিন্তু সেই কাজ না করে কমিউনিস্টরা পাকিস্তান তৈরির পিছনে তত্ত্বের জাল বোনা শুরু করেন। দিস্তা দিস্তা লেখা ছাপান আর সেগুলো নিজেরাই পড়েন, সেগুলো নিয়ে নিজেরাই আলোচনা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সাবর্ণ ভদ্রলোক নেতৃত্বের কাছে সেদিন অসুবিধার ব্যাপার ছিল যে মুসলিম সংখ ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশে তাঁদের পক্ষে থাকা ও রাজনীতি করা সম্ভব হবে না। তাঁরা সেই তভারতীয় দর্শনেরদ তাড়নায় সেদিনও বাংলার জায়গায় ভারতকে রাখলেন। ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় তথাকথিত ভদ্রলোক-চালিত বামপন্থী শক্তি এক লহমায় তেভাগা আন্দোলনকে শিকেয় তুলে হিন্দুত্বের, হিন্দি আধিপত্যের পতাকা তুলে ধরে। অনেকের না জানা থাকলেও, ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিআই (এম) তৈরির আগেই, ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিপিআই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে, যেখানে বিটি রণদিভে তাঁর পূর্বসূরি পিসি যোশী সহ পুরো কেন্দ্রীয় কমিটির ভুল লাইনের সমালোচনা করেন, পার্টির প্রথম বড় ভাগ হয় ; ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে। এই পার্টি ভাগ কিন্তু সেইদিন বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পাঞ্জাবি, মারাঠি, প্রভৃতি নেতৃত্বের সিলমোহর লাগানোর কাজ করে। এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে একদিকে যেমন রণদিভের তঁয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়দ স্লোগান ঘিরে হঠকারী লাইন গৃহীত হয়, তেমনি সেই ঝুটা স্বাধীনতার সাচ্চা বাংলা ভাগের পক্ষে সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব তাত্ত্বিক যুক্তি হাজির করে। যেখানে বামেদের উচিত ছিল বসু-সোহরাওয়ার্দীদের দাবি কে নিজের আওতায় এনে আরও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার, কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই কে তীব্র করে মুখার্জীর লবি কে হারানো, সেই জায়গায় তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্বাস্তু আন্দোলন করতে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হওয়া মানুষদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ভিত্তিতে বসবাসের কলোনি গড়ে তোলার লড়াইয়ে তাঁরা যোগ দেন। এ যেন মুখার্জীর হিন্দুত্ব আন্দোলনের সাপ্লিমেন্টারি একটি শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রয়াস ছিল বাংলার ভদ্রলোক কমিউনিস্ট নেতাদের।

হিন্দি আগ্রাসনের মুখে নিশ্চুপ কমিউনিস্টরা

ভারত আর পাকিস্তান সৃষ্টি করার পরে দুই দেশের শাসকের কাছেই জরুরী হয়ে ওঠে ভাষার প্রশ্নটি। হিন্দুস্তানী ভাষার থেকে সৃষ্ট উর্দু আর হিন্দিকে তারা আরও বেশি করে ধর্মীয় ভাবে ঘষে মেজে নিতে থাকে। এরই ফল স্বরূপ ভাষা আন্দোলন তীব্র হয় পূর্ব পাকিস্তানে। অন্যদিকে ভারতে হিন্দি কে রাষ্ট্র ভাষা করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পরে দ্রাবিড় জনগণ, বিশেষ করে তামিল নাড়ুর জনগণ। অসংখ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে আটকানো হয় কংগ্রেসের হিন্দি চাপানোর ষড়যন্ত্র। এই লড়াইয়েও বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কে দেখতে পাওয়া যায়নি। যদিও ভারত সরকার হিন্দি চাপানোর সিদ্ধান্ত কে গত শতকের ছয়ের দশকে স্থগিত করে, সংবিধানের হিসাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে ইংরাজি কে অবলুপ্ত করে হিন্দি কে চাপাতে বাধ্য, যদি না সংবিধান সংশোধন হয়। হিন্দি বা উর্দুর মতন কৃত্রিম ভাষাগুলো যে শুধুই ভাষাগত হামলা করে তাই নয় বরং সাংস্কৃতিক হামলাও চালায়, ক্ষুদ্র ভাষা গোষ্ঠীগুলোকে, জাতিগুলোকে সাংস্কৃতিক ভাবে উপনিবেশে পরিণত করে, সেই ব্যাপারেও কমিউনিস্ট পার্টি কোথাও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেনি। ভদ্রলোক শ্রেণীও আসামের বরাক উপত্যকায় অহমীয় চাপানোর বিরোধিতা করে গুলি খায় কিন্তু কোথাও, পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলিমেরা যে ভাবে উর্দুর বিরুদ্ধে লড়ে গুলি খেয়ে প্রাণ দিলেন, সেভাবে হিন্দির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকেননি। বরং হিন্দি সাম্রাজ্যের তিনটি থাবাকে;সেনা বাহিনী, বলিউড ও ক্রিকেট দলের প্রতি সে আনুগত্য দেখিয়েছে এবং এদের মধ্যে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক বামেদের মুখে ঝামা ঘষে দেয় তাদেরই স্বজাতির এক কমিউনিস্ট নেতা।

বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ

১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যে সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, স্বীকার করে। সিপিআই (এম-এল) প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি যার কর্মসূচী হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার, হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আর এর মূল কান্ডারি হন বাংলার কৃষক নেতা চারু মজুমদার। তাঁর তিন বছরের নেতৃত্বে চারু মজুমদার শুধু সিপিআই (এম-এল) কে ভারতের শাসক শ্রেণীর এন্টিডোট হিসাবেই গড়ে তোলেননি, এই দলটিকে তিনি ভারতের শোষিত জাতির মানুষের কাছেও একটি বন্ধু হিসাবে উপস্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাও এর ফলে সাহস পান। কিন্তু চারু মজুমদার পরবর্তী সময়ে নানা রাজ্যে বেড়ে ওঠার স্বার্থে, বিশেষ করে হিন্দি বেল্টে সংগঠন বাড়ানোর তাগিদে, সিপিআই(এম-এল) দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী হিন্দির বিরুদ্ধে অবস্থান থেকে সরে আসে ধীরে ধীরে।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও বামপন্থার ভূমিকা

যখন তৎকালীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট শক্তি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে, তখন দিল্লি প্রমাদ গোনে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ির আন্দোলন আর পাশে পূর্ব বাংলায় একই আন্দোলন হলে অচিরেই দুটো মিলে যেতে পারে ভেবে শুধু দিল্লী না, মস্কোও প্রমাদ গোনে। ইন্দিরা গান্ধী আর মস্কোর লিওনিদ ব্রেজনেভ তাদের দুটো গুটিকে কাজে লাগায় বাংলার পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে। একদিকে মস্কোর অনুগত কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ এবং অন্যদিকে অতীতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী শেখ মুজিবুর রহমান। যে মুক্তিযুদ্ধ কমিউনিস্টরা শুরু করলো, সেটার নেতৃত্বে বসানো হলো মুজিব কে। মার্কিন অর্থে চলা পাকিস্তানী বাহিনীর বাঙালি অংশ যোগ দিল আওয়ামী সাথে। মস্কোর হুকুমে সিংহ নিজের দলের কর্মকান্ড সীমিত করে ফেলেন আওয়ামীকে সাহায্য করার মধ্যে। তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কমিউনিস্টদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়নি মস্কো আর দিল্লির হুকুমে। কমিউনিস্টরা আওয়ামীদের হয়ে প্রচার করেছে, মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছে আর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করেছে, কিন্তু যুদ্ধ করেনি। বাংলাদেশ গঠনের সাথেই সিংহ যে শেখের সাথে ঐক্য করে মস্কোর হুকুমে নিজের দল কে আওয়ামী লীগে বিলীন করে বাকশাল গঠন করেন ও যে ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি শেখের সমস্ত অপকর্মের সময় তার জোটসঙ্গী হিসাবে নীরব থাকে তার ফল দলটিকে আজও বাংলাদেশে ভুগতে হচ্ছে। একটি বৃহৎ সংগ্রামী দল থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আজ শুধুই বিবৃতি প্রকাশ করার পার্টিতে পরিণত হয়েছে। এই ১৯৭১ সালে যখন চারু মজুমদার ও সিপিআই(এম-এল) কংগ্রেসি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা জায়গায় লড়ছে, তখনই কিন্তু কংগ্রেসীদের সাথে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভদ্রলোক নেতৃত্ব শ্রীমতি গান্ধীকে এশিয়ার মুক্তি সূর্য আখ্যা দেন।

বর্তমান সংকট ও ভদ্রলোক বামপন্থার দায়

আজ ৮০ বছর ধরে ভারতের বামেরা শাসকদের ক্ষ্ম৫, ০০০ বছরেরক্ষ্ম ভারত সভ্যতার ইতিহাসের ওকালতি করে, নিজেদের দলগুলোকে দিল্লির দলে পরিণত করে সেই দিল্লির আধিপত্যের পক্ষে সাফাই গাইছে।কলকাতার খেতে-পরতে পারা ভদ্রলোকের সন্তানদের মধ্যেই বাম মনোভাব বেশি দেখা যায়, আর তারা বঙ্গীয় আত্মপরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ ভাবলেই তারা শিউরে ওঠে পারিবারিকভাবে লালিত-পালিত ইসলাম বিদ্বেষের কারণে। তারা মনে করে হিন্দি ভারতের রাষ্ট্র ভাষা। তাই মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় থেকে সেলিম সাহেব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মতন তাঁরাও যে কোনো সময় হঠাৎ হিন্দি সংলাপ বলে আসর গরম করার চেষ্টা করেন। তাঁরাও বলিউড, ক্রিকেট আর সেনাবাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াসে তৈরি ভারত দর্শনে বিশ্বাসী। অথচ তারা জানে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার ততদিন থাকবে যতদিন বাঙালি মুসলিম থাকবে। কারণ শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে বিজেপির সাথে লড়াই করার কাজ এই সম্প্রদায়ই করবে। এই সম্প্রদায়কেই নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বাংলা ভাষা ও নিজের অস্তিত্ব কে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবুও তারা বাংলার আপামর দলিত, আদিবাসী ও মুসলিমদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়েই রাখবে।

বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা

বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে আজ বাঙালির কথা বলা ধৃষ্টতা। আবার বঙ্গের নানা শোষিত জাতি;গোর্খা, কামতাপুরি, রাভা, সাঁওতাল, চাকমাদের কথা বাদ দিয়ে শুধু বাঙালি জাতীয়তার কথা বলাও উচ্চবিত্তের বিলাসিতার জাতীয়তাবাদ।আজ নানা রাজ্যে বাঙালির উপর হওয়া উৎপীড়নের বীজ লুকানো আছে এই মাটির তলায়। সেই বীজ একা মুখার্জী রোপন করেননি। তাতে কমিউনিস্ট নেতাদেরও দায় আছে। যদিও সিপিআই(এম-এল) একবার চেষ্টা করেছিল, তবুও ব্যাপক ভাবে ভারতে আগ্রাসী হিন্দির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারাও বর্তমানে রাজনৈতিক বাধ্যকতার কারণে পিছিয়ে গেছে।বাঙালি নিপীড়ণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায় বিশ্বাসের অযোগ্য তাদের ইসলাম বিদ্বেষের কারণে। বাংলার কমিউনিস্টরাও ভরসার অযোগ্য তাদের দিল্লী প্রীতির কারণে। তবুও বঙ্গীয় জাতির মুসলিমরা ধর্মীয় মৌলবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকবেন। তাঁরা উর্দুর বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, হিন্দির বিরুদ্ধেও দেবেন। ভদ্রলোক সম্প্রদায় দেবে না। সৌজন্যে ঃ সহমন।

জলমগ্ন কামারপুকুর-বদনগঞ্জ রাজ্যসড়ক

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

টানা নিম্নচাপের ফলে ফের জলমগ্ন হল কামারপুকুর-বদনগঞ্জ রাজ্যসড়ক। এটি পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার সংযোগকারী রাস্তা। গোঘাটের সাতবেড়িয়ায় এই রাস্তায় হুহু করে বইছে জল। দামোদর নদের জল উপচে মূল রাস্তার উপর দিয়ে বইছে। রাজ্য সড়কে উপর দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলাচল যানবাহনের। বেলা বাড়লে জল বাড়বে এমনটাই আশঙ্কা করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। হুগলির কামারপুকুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক এটি। জল যেভাবে বাড়ছে তাতে রাতের দিকে আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, হুগলির আরামবাগ ব্লকের মায়াপুর ২ নং অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা জলমগ্ন অবস্থায়। টানা বৃষ্টির কারণে মাঠঘাট ও খালের জল উপচে পড়ার কারণে একাধিক গ্রামের মানুষ তারা অন্যত্র চলে যেতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন খালগুলো সংস্কার না হওয়ার কারণে গ্রামের একাধিক জায়গা জলমগ্ন অবস্থায়। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য, বলুন্ডি গ্রামের একাধিক এলাকা যেমন জলমগ্ন সেইসাথে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে জল, পাশাপাশি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকছে।

সেই কারণেই মানুষ অন্যত্র পরিবার নিয়ে চলে যাচ্ছে। বলুন্ডি ছাড়াও বাতানল অঞ্চলের তেলুয়া, ভালিয়া, নারায়ণপুর সহ একাধিক গ্রাম গুলিতে মানুষ জল যন্ত্রণায় ভুগছে। সেই সাথে বিঘের পর বিঘে চাষ জমি জলের তলায়। দেখা নেই স্থানীয় প্রশাসনের এমনটাই দাবি গ্রামবাসীদের। গ্রাম জলমগ্ন হবার কারণে মাথায় করে গ্রামবাসীরা তারা তাদের আসবাবপত্র সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতিকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা দিয়ে দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে রাজ্যপাল

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস দুর্গাপুরে এসে একেবারে সাধারণ মানুষের মাঝে মিশে গেলেন। দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে সবজি, মাছের দাম জানলেন, এক মাছ বিক্রেতা তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন রজনীগন্ধার মালা। কিনলেন সবজি, চায়ের দোকানে গিয়ে চাও খেলেন। শুক্রবার অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে ধানবাদের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য পৌঁছন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আকাশ পথে ঝাড়খন্ডের ধানবাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রওনা দেন। আর রাজ্যপাল সড়কপথে এসে আচমকা পৌঁছে যান দুর্গাপুরের বেনাচিতির সবজি বাজারে। প্রথমে সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। ফলের বাজারে জেনে নেন ফলের দাম। তারপরে ঘোষ মার্কেটে ঢুকে পড়েন। রাজ্যপাল এদিন একের পর এক সবজি বিক্রেতা ও ক্রেতাদের সাথে কথা বলেন। তারপর চায়ের দোকানে চা পান করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, বাজারটি নিজের চোখে দেখতে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা, ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতি বুঝতে এসেছি। ছোট বিক্রেতাদের সমস্যার কথা সরাসরি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে এসেছি।

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাসপুর

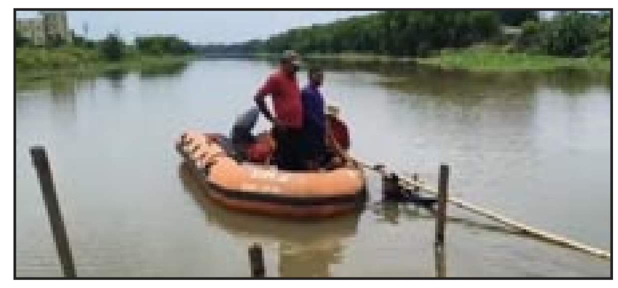

বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের চন্দ্রেশ্বর খালে মাছ ধরতে নেমে নিখোঁজ হয়েছিলো উত্তম নায়েক(১৯) নামে এক যুবক। তার বাড়ি দাসপুর থানার আরিট গ্রামে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সম্পর্কে কাকা সুকুমার মালের সঙ্গে চাঁইপাট-তেঁতুলতলা এলাকায় চন্দ্রেশ্বর খালে মাছ ধরতে নামেন তিনি। টানা বৃষ্টির কারণে খালের জল এখন গভীর। কাকা উঠে গেলেও উঠতে পারেন নি ভাইপো। খবর পেয়ে আসে দাসপুর থানার ওসি অঞ্জনি কুমার তেওয়ারি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। স্পিড বোট এবং ডুবুরি নামিয়ে ৫ ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালিয়েও বৃহস্পতিবার তাঁর কোনো খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার সকাল থেকে ফের উদ্ধারের কাজ শুরু করা হয়।

অবশেষে শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ও দাসপুর থানার পুলিশ কর্মীরা ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

প্রায় ২৭ ঘন্টা পর ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার বিয়ের দিন পাকা হয়েছিল, আগামী সপ্তাহে ছিল ওই যুবকের বিয়ে। তার আগে মর্মান্তিক এই ঘটনায় তার পরিবারের পাশাপাশি গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। দাসপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। ওসি অঞ্জনী কুমার তেওয়ারী জানান, মাছ ধরতে নেমে চন্দ্রেশ্বর খালে তলিয়ে যাওয়া যুবকের মৃতদের উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

বিনা নোটিশে ১৭০ জন শ্রমিককে কাজ থেকে বরখাস্ত, তৃণমূলের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

শুক্রবার সকাল নাগাদ জামুড়িয়ার সপ্তম নামক এক বেসরকারি কারখানা থেকে প্রায় ১৭০ জন শ্রমিককে তাঁদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় বলে সূত্র মারফত জানা যায়। তারই প্রতিবাদে আজ(শুক্রবার) বেলা বারোটা নাগাদ জামুড়িয়া তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সপ্তম কারখানার গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সামনে বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো, তার আগে শ্রমিকদের এইভাবে কোনরকম নোটিশ না দিয়ে ছাঁটাই করে দেওয়ার কি মানে ? শ্রমিকরা এখন কি করবে ? পাশাপাশি সেইসব শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল পরিবারদের কি হবে ? এমনই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। তাদের মূল দাবি, যত শীঘ্র সম্ভব শ্রমিকদের আবার কাজে নিয়োগ দিতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। যদিও এই ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

৫ আগস্ট ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

আগামী ৫ আগস্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হুগলির আরামবাগ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসার কথা রয়েছে। আরামবাগের বিস্তীর্ণ এলাকার প্লাবিত এলাকাগুলির পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখার পাশাপাশি আরামবাগে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলেও কথা রয়েছে। আরামবাগের কর্মসূচি শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ৫ আগস্ট মঙ্গলবার ঘাটালে আসতে পারে বলে বিশেষ সূত্র জানা গিয়েছে। ঐদিন তিনি ঘাটালে বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন এবং দূর্গত মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

ঘাটালের বন্যা কবলিত এলাকা পরিবেশন করার পর তিনি মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে এসে রাত্রি যাপন করবেন বলেও জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে পারেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুক্রবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। তবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘাটালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি নিয়ে কোন কিছুই জানানো হয়নি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটালের বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎপরতা শুরু করা হয়েছে।

পুরশুড়া পুলিশের নাকা চেকিং

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

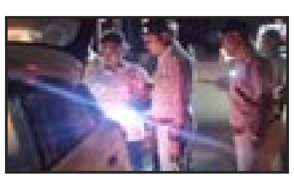

গাড়ির বৈধ নথিপত্র আছে কিনা তার পাশাপাশি মদ্যপ গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে আইনিগত ব্যবস্থা নেওয়া। এই নিয়ে আরামবাগ এসডিপিও ও পুরশুড়ার থানার পুলিশ নাকা চেকিং করতে রাস্তায় নামলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুরশুড়া এলাকায় নাকা চেকিং করলেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে। এদিন হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, সিটবেল্ট না পড়া। প্রতিটি গাড়ি ও মোটর বাইকের বৈধ্য কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ইন্সুরেন্স, পলিউশন সার্টিফিকেট যাচাই করে পুলিশ। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা কবলে পড়তে হয়, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। এদিন ট্রাফিক আইন মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ বিচারপতি সিনহা'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়গপুর

রাজ্য সরকারের কোম্পানি বিষয়ক দপ্তরের সমস্ত রকমের ছাড় পত্র থাকা সত্বেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুরের গ্রামীণ এলাকায় রশ্মি মেটালিক্স কে তাদের নতুন কারখানা স্থাপন করতে বাধা দিয়ে আসছিলেন স্থানীয় লোকজন। রশ্মি মেটালিকস কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন থেকে সরকারের কাছে নালিশ করা হয়। এতেও কাজ না হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে তারা। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ২৫ জুলাই এই মামলার রায় ঘোষণা করে জানান, যাঁরা বাধা দান করেছেন তাঁরা দাবি করেছেন, নতুন কারখানা গড়ে উঠলে দূষণ ছড়াবে। ভূগর্ভস্থ জল কমে যাবে। এই দাবি তুলে তাঁরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয় তাঁদের কর্মীদের কাজ করতে বা প্রকল্পের এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্য সরকারের আইনজীবী কে জানান, অবিলম্বে কারখানার কাজ শুরু করতে যাতে কোনো রকম বাধার সম্মুখীন হতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কেউ বাধা দেন পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে শুরু হওয়া কোনো কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এভাবে বাধা দেওয়া যায় না। এবিষয়ে রশ্মি মেটালিক্সের ডিরেক্টর (মানব সম্পদ) অভিজিৎ রায় জানান, বিচারপতি সরকার পক্ষ, বাদী-বিবাদী সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এই রায় ঘোষণা করেছেন। এর ফলে তাঁরা খুব দ্রুত ওই নতুন কারখানার কাজ শুরু করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ ও তিথি ভোজন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রাম ওড়িশা সীমান্তে শালমহুয়ায় ঘেরা, লাল মোরামের দেশ সুবর্ণরৈখিক অঞ্চল সোনারীমারা, আদিবাসী অধ্যুষিত একটি গ্রাম। সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র হাইস্কুল মিলিয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। রোদবৃষ্টিতে গ্রামগুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধে হয় ছাতা ছাড়া। তাই সোনারীমারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে রঙিন ছাতা এবং কিছু শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন গোপীবল্লভপুর মানবিক সংগঠন এবং দিগন্তের দিশারী সামাজিক সংগঠন। সাথে উনারা, তিথি ভোজনের আয়োজন করেন, মাংস, ডাল, সবজি তরকারি সহযোগে। সোনারীমারা জুনিয়র হাইস্কুলে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে মশারী তুলে দেন দুটি সংগঠনের সদস্যরা। এখানেও তিথি ভোজনের আয়োজন করা হয়। মানবিক সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিবশংকর বেরা, দীপক কুমার বাড়ী, সুমন বেরা, রঞ্জিত দাস, রাজীব পট্টনায়ক এবং দিগন্তের দিশারী সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ধ্রুবেন্দু মাহাত এবং পূর্ণচন্দ্র টুডু।

শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা শ্রমিকদের

সকালের শিরোনাম
বাইজিদ মন্ডল
ডায়মন্ড হারবার

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন নুরপুর দুর্গাপুর আইএফবি এগ্রো কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস ১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আইএফবি এগ্রো অফিসের সামনে তৃণমূলের দলীয় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও স্মারক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি তথা এই সভাপতি অরুময় গায়েন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২ নম্বর ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হাসিবুল মোল্লা, ব্লকের কৃষাণ সেলের সভাপতি নীতিস মদক, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রফিক মোল্লা, জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য, দুর্গাপুর আইএফবি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্ণধার তথা সভার সঞ্চালক আতিকুর রহমান ও নাসির কয়াল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গৌতম ঘোষ, স্বপন আদক, অরিন্দম ঘোষ, আব্দুল মান্নান, দুখু, নুর মোহাম্মদ সহ নুরপুর অঞ্চলের সদস্যবৃন্দ। সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও তাদের পাশে সর্বদা থাকার জন্য এই সংগঠন বলে জানান সংগঠনের কর্ণধার আতিকুর ও রহমান নাসির কয়াল। শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হাসিবুল মোল্লা জানান, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ যেভাবে একটার পর একটা প্রত্যেক শ্রমিকের উপর যে চিন্তা ধারা ও তার মনোভিত্তিক, সেই নির্দেশ মতো আমরা কাজ করে চলছি আনন্দের সঙ্গে। আজও সেরকম কোনো সমস্যা নেই। জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য জানান, আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের একজন যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদের যোগ্য নেতৃত্বে এলাকার সকল শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দলের ও এলাকার প্রত্যেকটা মানুষদের সঙ্গে নিয়ে যাদের যোগ্য সম্মান প্রাপ্য, তাদের প্রত্যেকের সেই সম্মান দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, তা ডায়মন্ড হারবার মডেলে পরিণত করেছে। ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন বলেন, তৃণমূল দল আমাদের এই সংগঠনের সঙ্গে আছে এবং পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ প্রত্যেকটা কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে প্রত্যেকটা শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে। এদিন প্রত্যেক শ্রমিকের উদ্যেশে বার্তা দেন, তারা সঙ্গ বদ্ধ হয়ে দলের সঙ্গে থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না, দল তাদের সর্বদা পাশে আছে। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে, এর মধ্যেও আরও কিছু শ্রমিকদের দাবি-দাবা আছে, পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে আগামীতে যাতে সেই সব পূরণ হয় সেই আশ্বাস দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে সকল শ্রমিকরা উৎফলিত ও খুশি।

গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোলাঘাট

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের বরদাবাড় ও জিঞ্জাদা বাজারের মধ্যবর্তী সিদ্ধা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীধরবসান মৌজায় মুম্বাই রোড পার্শ্ববর্তী স্থানে নূতন করে সরকারী মদ দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগের প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মদ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসক ও আবগারী দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট এবং কোলাঘাট সার্কেলের ওসি'র নিকট স্থানীয় মানুষজনদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্থানীয় আবগারি দপ্তরের কোলাঘাট সার্কেলে ওসি রাহুল দাসকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মুম্বাই রোড পার্শ্বস্থ শ্রীধরবসান এলাকায় একজনকে ওই দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে আবগারি দপ্তর, অথচ পাশেই ঘনবসতিপূর্ণ পাড়া রয়েছে। স্থানীয় শ্রীধরবসান, উত্তর জিঞ্জাদা, দেউলবাড় এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনকে দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছেন, কোনভাবেই ওই স্থানে সরকারিভাবে মদের দোকান খুলতে দেওয়া যাবে না। এমনিতেই ওই স্থান এলাকায় গত কয়েক বছরে খুন-ছিনতাই-বেআইনি তেল কাটিং-নামি দামি জিনিসপত্র পাচার সহ নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটছে। তার উপর ওই জায়গায় নূতন করে মদ দোকান খোলা হলে আরো ওই ধরনের উৎপাত বাড়বে। সেজন্যে এলাকার সর্বস্তরের মানুষজনদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। এতৎসত্বেও দপ্তর ওই উদ্যোগ থেকে বিরত না হলে কমিটি সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে যুক্ত করে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি সনদ পাঠালো জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

শুক্রবার জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতোর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা শাসকের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট জঙ্গলমহল ও ঝাড়গ্রাম জেলার দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং অবহেলিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য এক জরুরি স্মারকলিপি জমা দেন। এই স্মারকলিপিতে মোট ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ১) জঙ্গলমহলে এইমস স্থাপন উন্নত ও সুলভ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় জঙ্গলমহলে একটি এইমস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। ২) ইংরেজি মাধ্যম সরকারি স্কুলে পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট স্কুলগুলিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা বজায় রাখতে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো। ৩) মানুষ-হাতি সংঘাতের স্থায়ী সমাধান ও ক্ষতিপূরণ ময়ূরঝর্ণা হাতি প্রকল্পকে সম্পূর্ণ কার্যকর করা, হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের বাজারদরে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং জরুরি সেবার জন্য ২৪অ৭ হেল্পলাইন চালু করা। ৪) ঝাড়গ্রাম শহরে সরকারি যুবাবাস (হোস্টেল) নির্মাণ চিকিৎসা বা জরুরি পরিষেবার জন্য দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত রোগী ও পরিবারের জন্য সরকার পরিচালিত যুব হোস্টেল নির্মাণ। ৫) শহরের ভূমিহীন দরিদ্রদের জমির পট্টা প্রদান সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতায় ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ভূমিহীন পরিবারদের জমির মালিকানা প্রদান। ৬) বর্ষাকালে নিম্নভূমি রাস্তায় জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান চিলকিগড় সহ অন্যান্য নিম্নভূমি রাস্তার স্থায়ী সংস্কার ও উন্নয়ন। ৭) আদিবাসী উন্নয়নে ল্যাম্পস কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা বৃহদ আকারের আদিবাসী বহু-উদ্দেশ্য সমবায় সমিতিগুলিকে আরও সক্রিয়, স্বচ্ছ ও সম্পদসমৃদ্ধ করা। ৮) 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহায়তা অন্তত ১,০০০ বেকার যুবক-যুবতীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে স্বনির্ভরতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা করা। ৯) শিল্পোন্নয়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয়দের অগ্রাধিকারভিত্তিক চাকরি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা এবং স্থানীয় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের অগ্রাধিকার। ১০) সরকারি জমিতে অবৈধ দখল রোধ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, সরকারি পরিষেবা এবং পরিকাঠামো প্রকল্পের স্বার্থে সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল বন্ধে আইনি পদক্ষেপ। ১১) পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি নিবন্ধনের অভাবে বঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য সচেতনতা অভিযান বৃদ্ধি ও সহজ নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু। ১২) পর্যটন এলাকায় রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত ঝাড়গ্রাম জেলার রাস্তাগুলির নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ১৩) চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের বকেয়া মজুরি দ্রুত পরিশোধ স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা কর্মীদের সময়মতো মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা মনে করে, উপরোক্ত দাবিগুলি পূরণ হলে জঙ্গলমহল ও ঝাড়গ্রাম জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ও সার্বিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম জেলা সফরে আসছেন। আশা করি, জঙ্গলমহল ও ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে উনি এই দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন'।

ট্রেনে সন্তান প্রসব করলেন গৃহবধূ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলদা

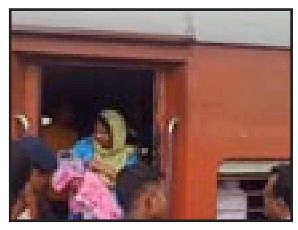

আসামের মেনকাশোল এলাকার বাসিন্দা ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ২১ বছর বয়সী সাহাবানু বিবি ব্যাঙ্গালোর থেকে আসাম যাচ্ছিল। ব্যাঙ্গালোর-গোহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনে ৩১ জুলাই ব্যাঙ্গালোর থেকে আসাম যাওয়ার জন্য ট্রেনে ওঠেন সাহাবানু বিবি। তিনি ৯ মাসের অন্তঃসত্তা ছিলেন। তার ভাইয়ের সাথে তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে আসামের মেনকাশোল গ্রামে ফিরছিলেন। শুক্রবার বালেশ্বর স্টেশনের কাছে ওই প্রসূতির প্রসব যন্ত্রনা শুরু হয়। তখন সে বিষয়টি ট্রেনের টিকিট পরীক্ষককে জানান। ট্রেনের টিকিট পরীক্ষক বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর ওই ট্রেনটিকে যখন বেলদা স্টেশনে দাঁড় করানো হয় তখন শুক্রবার প্রায় সকাল ৮ টার সময় ট্রেনের মধ্যেই সাহবানু বিবি একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। বেলদা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানোর পর ওই প্রসূতি ও তার সদ্যোজাত শিশু কন্যাকে রেলের পক্ষ থেকে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। প্রসূতি ও তার সদ্যোজাত কন্যা সন্তান ভালো রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। আপাতত দু'দিন বেলদা সুপার স্পেশালটি হাসপাতালে রাখা হবে ওই প্রসূতি ও তার শিশু কন্যাকে। এরপর তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বৃষ্টির দিনে 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস' দর্শন, মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

টানা বৃষ্টির কারণে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কম হলেও, পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার দিন ছিলো। শুরু হচ্ছে পরীক্ষা, তার আগেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত হয় অ্যানিমেশন ছায়াছবি 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস' প্রদর্শনী। বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক দীপ্তসুন্দর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই অ্যানিমেশন ছবিতে ওরা মুগ্ধ। দেখল, কত প্রতিকূলতার মধ্যেও কলম্বাস কীভাবে স্পেনের রাজাকে রাজি করিয়ে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি পেলেন, জাহাজ প্রস্তুত করলেন, আর শেষ পর্যন্ত আমেরিকা আবিষ্কার করলেন'। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, 'অভিযান জীবনের অঙ্গ। পড়াশোনা, খেলা, ছবি আঁকা, গান, নাচ ; এই সবকিছুর মধ্যেই এখনকার ছোটদের কাছে জীবন এক অচেনার অভিযান। সবাই হয়তো আমেরিকা আবিষ্কার করবে না, কিন্তু জীবনের প্রতিটি ছোট অভিযান উপভোগ করতে পারলেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবে'। বর্ষার দিনের এই বিশেষ আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের মনে রেখে গেলো অভিযান ও আবিষ্কারের প্রেরণা।

রাস্তায় আলু ছড়িয়ে অবরোধ কৃষক ও সিপিআইএমের

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টপাধ্যায়
জামালপুর

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। দু'বেলা দুমুঠো অন্ন যোগাতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের। এমত অবস্থায় কৃষকদের বহু কষ্টেব ফলানো আলুর দাম নিম্নমুখী। তারই প্রতিবাদে আলুর দাম বৃদ্ধির দাবিতে রাস্তায় বস্তা বস্তা আলু ফেলে, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় সিপিআইএমের কৃষক সভার সদস্যরা। এদিন পূর্ব বর্ধমানের মেমারী-তারকেশ্বর রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। বহু কৃষক ঋণ নিয়ে আলু চাষ করেছেন, কিন্তু আলুর দাম না পাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যই এই আন্দোলন বলে দাবি। বিক্ষোভকারীদের দাবি আলুর দাম বৃদ্ধি করতে হবে, কৃষকদের বাঁচাতে হবে। এদিন অবরোধের জেরে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় জামালপুর থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। তারপরই রাস্তা অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। আগামী দিনে আলুর দাম বৃদ্ধি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো প্রাচীন বাড়ির অংশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বর্ধমান পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত অগ্রদূত ক্লাবের বিপরীতে প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো প্রাচীন একটি বাড়ি দীর্ঘদিন ধরে জল বৃষ্টি হওয়ার কারণে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে যায় বাড়ির একটি অংশ। বাড়ির চারিদিক থেকে গজিয়ে রয়েছে গাছগাছালি। জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটিতে লোকজন বাস করতেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটার সময় বাড়িতে লোকজন ছিলেন না। তারা বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই ঘটে এই বিপত্তি। এলাকাবাসীরা চাক্ষুষ দেখতে পান সেই বাড়ির একটি অংশ হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। সেই অবস্থাতেই তারা খবর দেন বাড়ির লোকজনদের। এবং পরবর্তী সময়ে তারা ফিরে এসে ঘরের মধ্যে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র, জিনিস বের করেন। পাশ্ববর্তী বাড়ির লোকেরা অভিযোগ করেন বহু প্রাচীন এই বাড়ির চারজন মালিকানা রয়েছে, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই বাড়ির মেরামতের জন্য তাদের বলা হলেও তারা সেই ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করেননি। এমনকি সেই বাড়ির বেশকিছু অংশ ভেঙে পড়ে পাশ্ববর্তী বাড়িতে, সেই বাড়ির পাইপ লাইন ভেঙে যায়। এবং জল চলাচল বন্ধ হয়। তারা এই বাড়ির দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়েছেন। এবং তারা আরো জানান, স্থানীয় কাউন্সিলরকেও তারা এই বিষয়ে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ভেঙে পড়া বাড়ির দুই সদস্য জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে টানা বৃষ্টির প্রভাবেই এই বাড়ির কিছু অংশ এইভাবে ভেঙে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই বাড়ির মালিকানা রয়েছে চারজন। তাই তারা সকলেই যতক্ষণ না একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে এই বাড়ির মেরামত কাজ করা হবে, ততক্ষণ তাদের পক্ষে কোনকিছুই বলা সম্ভব নয়। আপাতত তারা এই বাড়ি থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করার চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন।

দুই দেশের নাগরিক, বসবাস ভারতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

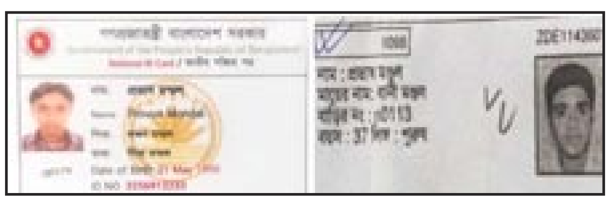

অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে বসবাস। মাত্র তিন বছরের মধ্যে আধার কার্ড থেকে শুরু করে ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন নথি বানিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি এই ঘটনার কথা চাউর হতেই সীমান্তবর্তী হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়া এলাকায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। এই এলাকায় জায়গা কিনে বাড়িও তৈরি করে ফেলেছেন বাংলাদেশী প্রভাস মন্ডল। এই প্রভাস মন্ডলের বাংলাদেশে বাড়ি রয়েছে। বাংলাদেশের ভোটার কার্ডের ঠিকানা। প্রভাস মন্ডল, বাবা-লক্ষণ মন্ডল, মা-গীতা মন্ডল, গ্রাম-চাকদহ, ডাকঘর-বসন্তপুর, থানা-কালিঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা (বাংলাদেশের ভোটার কার্ডের ছবি আছে)। এই প্রভাস মন্ডল গত তিন বছর আগে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়া এলাকায় প্রায় এক বিঘে জায়গা কিনে বাড়ি ও বাগান তৈরি করেছে। হিঙ্গলগঞ্জের ঠিকানায় রয়েছে-প্রভাস মন্ডল, মায়ের নাম বাণী মন্ডল।(ভারতের ভোটার লিস্টের ছবি আছে)। সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে বাংলাদেশীদের এ দেশে বসবাস নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। বাংলাদেশী ভোটাররা রাজ্যে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক হয়ে কাজ করছে। আর এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের জন্য রাজ্যে চালু হচ্ছে এসআইআর। আর এর মধ্যেই এই অনুপ্রবেশকারীকে নিয়ে এই সীমান্তবর্তী হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় তৈরি হয়েছে নানান প্রশ্ন। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি এই সমস্ত নথি তৈরি করল এই বাংলাদেশি তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। এই ঘটনা নিয়ে বসিরহাট বিজেপি সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চা সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, এই রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে তাদের ভোটব্যাংক বাড়ানোর জন্য অনুপ্রবেশকারীদের কে ভোটার তালিকায় নাম তুলে দিচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে, তারই বাস্তব উদাহরণ একের পর এক বেরিয়ে আসছে এখন।

ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক মানস ভুঁইয়ার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা, পিংলার বিধায়ক তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজিত মাইতি, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশেদ আলী কাদেরী ও পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। শুক্রবার ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে রাজ্যের সেচমন্ত্রী বিরোধীদের পক্ষ থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ওঠা অভিযোগ ও বিদ্রুপের জবাব দেন এবং ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ কখন শেষ হবে, সে বিষয়েও ঘোষণা করেন। সেচমন্ত্রী বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, 'বিরোধীদের যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনো পরামর্শ থাকে, তবে দিন। কিন্তু আমি বিজেপি এবং সিপিএমকে বলব;আপনারা হোয়াইট পেপার ছাপান। সিপিএম আমলে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, আর ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি কত টাকা দিয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য;দেখান। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা সিপিএম;এক টাকাও দেয়নি'। বৈঠকের পর সেচমন্ত্রী আবারও কেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এখনো বাংলাকে এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার কোটি টাকা দেয়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। তবুও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা থামব না'। কয়েকদিন আগেই ঘাটালে এসেছিলেন ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে অভিনেতা দেব। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। দেব ঘাটালে আসার আগে বিজেপি ঘাটাল শহর জুড়ে দেব ও সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে একাধিক পোস্টার লাগিয়েছিল। এ বিষয়ে শুক্রবার বৈঠকের পর এক প্রেস কনফারেন্সে সেচমন্ত্রী জবাব দেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি নেতারা আমাকে ও সাংসদকে নিয়ে হাস্যকরভাবে ব্যঙ্গ করছে। দেব এখানে এসে কী করবেন? দেব কি ঘাটালে গ্লাভস পরে বক্সিং করবেন? তিনি সংসদে ২০ বারের বেশি এই বিষয়টি তুলেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন;এটা করতেই হবে, আর মুখ্যমন্ত্রী সেটা করেছেন। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চারবার বৈঠক করেছেন, তিনিও বলেছেন;এই মাস্টার প্ল্যান করবেন'।

সেচমন্ত্রী ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শেষ হওয়ার সময় নিয়েও জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে'। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ঘাটালের বন্যা কবলিত এলাকার দুর্গত মানুষের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে, জেলা প্রশাসন রয়েছে, ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন রয়েছে। দুর্গত মানুষদের খাবার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে এক হাঁটু জল

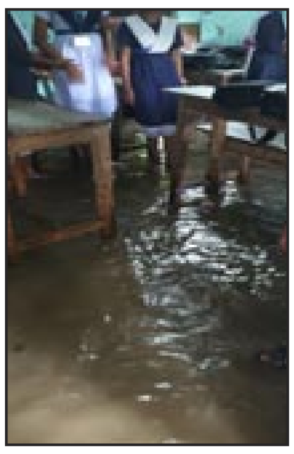

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দেশপ্রাণ

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের বিচুনিয়া জগন্নাথ বিদ্যামন্দিরের ক্লাস রুম থেকে স্টাফ রুম, আবার অফিস রুম থেকে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি রুমগুলো যেন জলে ভাসছে। সাপ, মাছ, কেঁচো অবাধে ঘোরাফেরা করছে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ থেকে জিমকক্ষে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ক্লাসে যেতে ভয় পাচ্ছেন। তার উপর নাকের ডোগায় হাজির বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে সহ-শিক্ষকশিক্ষিকারা। একে সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় নিচু জায়গা। তার উপর স্থানীয় পঞ্চায়েতের জল ড্রেনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পুকুরে এসে পড়ছে। আর সেই জল উপচে প্লাবিত হয়েছে এই হাইস্কুল। সামনেই পরীক্ষা। এমন সময়ে জমা জলের ঠেলায় জ্বরে পড়লে দায়িত্ব কে নেবে? এটা ভেবেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা রীতিমতো শঙ্কিত।

ত্রিনয়নী মহিলা সংঘের খুঁটি পুজা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

খুঁটি পুজো হল দুর্গাপুজোর একটি আচার। এটি মূলত দুর্গাপুজোর সূচনা হিসেবে ধরা হয় এবং প্যাণ্ডেল তৈরির জন্য খুঁটি পোঁতার আগে এই পুজো করা হয়। এই দিনটিকে দুর্গাপূজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবেও ধরা হয়। এই পুজো দেবীর মূর্তি প্রতীককে মণ্ডপে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। খুঁটি পুজোর মাধ্যমে মণ্ডপ এবং দেবী মূর্তিকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়, যাতে কোনও অশুভ শক্তি তাদের ক্ষতি করতে না পারে। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ ব্লকের নেগুয়া ত্রিনয়নী মহিলা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজো উপলক্ষে খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়। এবার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল এই মহিলা সংঘের দুর্গাপুজো। এদিন নেগুয়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ঘটা করে এবং সাড়ম্বরে ও পূজার্চনার মাধ্যমে খুঁটি পুজো করা হয়। এবার থাকবে নজরকাড়া থিম এবং সাবেকিয়ানায় পুজো। এদিন অনুষ্ঠানে সংঘের শতাধিক মহিলা হাজির ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রতিভা দাস, আয়োজক সংস্থার সম্পাদক দোলন সাহু, সভাপতি পূর্ণিমা জানা, কোষাধ্যক্ষ রাজর্ষী প্রধান, সহ-সভাপতি নিলীমা ঘোড়াই সহ-সম্পাদিকা পূর্ণিমা দাস, স্নেহা প্রধান প্রমুখ।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আগুন, ভস্মীভূত ট্রাক

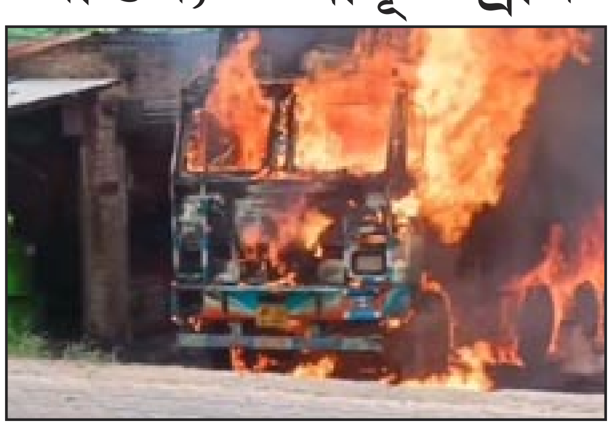

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মাটিয়া

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার অন্তর্গত খোলাপোতা এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় খোলাপোতা এলাকার একটি গ্যারেজে একটি ট্রাক মেরামতের কাজ চলছিল। ঠিক সেই সময় ঝালাইয়ের মেশিন থেকে আগুন লেগে যায় ট্রাকটিতে। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ট্রাকে, দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে ট্র্যাকটি। এক প্রকার ট্রাকটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এলাকার মানুষ জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলেও বিফলে যায় সেই চেষ্টা। পরবর্তীতে খবর পেয়ে বসিরহাট থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ট্রাককটিতে কিভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখে দমকল বিভাগ।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ, গ্রেফতার তিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
স্বরূপনগর

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরুপনগর থানার বিথারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত ও বাংলাদেশ তারালি সীমান্তে ঘটনা। বাংলাদেশ থেকে তিনজন অবৈধভাবে কাঁটাতার পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা করে। সেই সময় ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাদেরকে তাড়া করে ধরে ফেলে। তারা কোন বৈধ কাগজ দেখাতে পারিনি। পিংকি কয়েল বাড়ি নদিয়া, স্বপন মন্ডল বাড়ি দমদম, দেবদাস সরকার বাড়ি মালদা, এই তিনজন বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের প্রবেশ করাতে প্রথমে বিএসএফ তাদেরকে আটক করে। তারপরে তাদের স্বরূপনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ওই তিনজনকে গ্রেফতার করে স্বরূপনগর থানা পুলিশ। ধৃত তিনজনকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর সঙ্গে কোন আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের জড়িত আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং স্বরূপনগর থানা পুলিশ।

কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে আসানসোল পুরনিগম

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

গত এক বছরের বেশি সময় ধরে আসানসোল পুরনিগমের জামুড়িয়া এবং রানিগঞ্জ শিল্পতালুকে একাধিক বেসরকারি কারখানার বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। আসানসোল পুরনিগম কতৃপক্ষ এই ব্যাপারে সতর্ক করেছিলো। এই কারখানাগুলি কিন্তু এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। পরবর্তী সময়ে আসানসোল পুরনিগম বেআইনি নির্মাণের জন্য কারখানাগুলির বিরুদ্ধে জরিমানা করে। কিন্তু এক বছর কেটে গেলেও জরিমানাও পরিশোধ করা হয়নি বা অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়নি। বেশ কয়েকদিন আগে, জামুড়িয়া শিল্পতালুকে একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য আসানসোল পুরনিগম বুলডোজার নিয়ে অভিযান যায়। ঐ কারখানাকে কোটি টাকারও বেশি জরিমানা করা হয়েছিলো। সেই সময় জরিমানার একটা অংশ হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। পাশাপাশি তারা লিখিত ভাবে জানায় যে, পরের সাতদিনের মধ্যে বাকি টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু এরপর সেই কারখানার মালিক টাকা না দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। জানা গেছে, শুক্রবার সেই মামলার প্রেক্ষিতে, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারক গৌরাঙ্গ কান্ত আসানসোল পুরনিগমের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য ও ভৎসনা করেন। আসানসোল পুরনিগম কতৃপক্ষ জামুড়িয়া এবং রানিগঞ্জ শিল্পতালুক এলাকার বেসরকারি কারখানাগুলিকে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি জরিমানা করেছে। কিন্তু আজ(শুক্রবার) হাইকোর্টের বিচারক প্রশ্ন তোলেন যে নির্মাণ যদি সত্যিই অবৈধ হয়, তাহলে জরিমানা পরিশোধ করলে কি নির্মাণ বৈধ হবে? আসানসোল পুরনিগমের তরফে জরিমানা আদায় করা নিয়ে দেরি প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দল। শুক্রবার মেয়র বিধান উপাধ্যায় গোটা বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেন পুর কমিশনার অদিতি চৌধুরীর সঙ্গে। ছিলেন পুরনিগমের আইনী উপদেষ্টা আইনজীবী সুদীপ্ত ঘটক। তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষন আলোচনা হয়েছে। হাইকোর্টে হওয়া মামলা নিয়ে কি করা হবে তা আলোচনা করা হয়। জানা যায়, আগামী সোমবার আসানসোল পুরনিগমের আইনজীবী ঐ কারখানা সংক্রান্ত সব কাগজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যাবেন ও শুনানিতে অংশ নেবেন। এদিকে, এদিন পরে জামুড়িয়ার ঐ কারখানার কতৃপক্ষের তরফে আধিকারিকরা আসানসোল পুরনিগমে আসেন ও মেয়রের সঙ্গে দেখা করেন। এই প্রসঙ্গে মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, সংবাদ মাধ্যমে হাইকোর্টের বিচারকের নির্দেশের কথা শুনেছি। আমরা হাইকোর্টের কোন নির্দেশের অর্ডার এদিন পর্যন্ত পাইনি। তাই হাইকোর্টের ঐ নির্দেশ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারবো না। তিনি আরো বলেন, ১ বছর আগেই, জামুড়িয়া এবং রানিগঞ্জের বেসরকারি কারখানাগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ ছিল। আসানসোল পুরনিগম এবং এই কারখানাগুলির মালিকদের উপস্থিতিতে পরিমাপ করা হয়েছিল। তখন দেখা গিয়েছিল যে অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে। তখন তারা সময় চেয়েছিল। আসানসোল পুরনিগম তাদেরকে সেই সময় দিয়েছিল ও জরিমানা করেছিলো। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পরেও যখন কারখানা কর্তৃপক্ষ জরিমানা পরিশোধ করেনি, তখন আসানসোল পুরনিগম অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু তারপরেও কারখানা কর্তৃপক্ষ সময় চেয়েছিল এবং বলেছিল যে তারা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আসানসোল পুরনিগম টাকা নিয়ে অবৈধ নির্মাণকে বৈধ করছে বলে হাইকোর্টের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিধান উপাধ্যায় বলেন, এটা মোটেও সত্য নয়। আসানসোল পুরনিগম কখনোই কোনও অবৈধ কাজ করে না। তিনি বলেন, যে কারখানার কথা বলা হচ্ছে, তারা আদালতে আসানসোল পুরনিগমের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তাদের প্রতিনিধি কিছুদিন আগে আসানসোল পুরনিগমে এসেছিলেন। তারা একদিকে আসানসোল পুরনিগমের সাথে কথা বলছেন এবং অন্যদিকে আদালতে মামলা করছেন। তাহলে তা ভুল। দুটো তো একসঙ্গে হতে পারে না। এক বছর আগে যদি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হতো, তাহলে বলা হতো যে, সেই কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের কথা ভাবেনি আসানসোল পুরনিগম। ঠিক যেমন সমাজের একটি অংশ ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদের বিরোধিতা করে ও এই বিষয়ে দোকানদারদের সমর্থন করেন। বিধান উপাধ্যায় বলেন, যদি পুর এলাকার সব দিক থেকে উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে সকলকে একসাথে সহযোগিতা করতে হবে। তবে আসানসোল পুরনিগমের আইনি উপদেষ্টা বলেন, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে অভিযুক্ত কারখানাগুলিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। এখন যদি কারখানার মালিকদের সময় না দিয়ে নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে সেই শ্রমিকদের জীবিকার উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছিলো। আর বেআইনি নির্মাণ ভাঙা ও জরিমানা আদায় করা সহ গোটা প্রক্রিয়াটি আইন মতো করা হচ্ছে। পুর কাউন্সিলারদের বোর্ড বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে। তিনি বলেন, ঐ মামলার নির্দেশ নিয়ে কিছু পাইনি। আমরা মৌখিক ভাবে শুনেছি। তবে সোমবার আসানসোল পুরনিগমের তরফে আমরা কলকাতা হাইকোর্টে যাব। এই বিষয়ে আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, এটি আসানসোল পুরনিগম ও ঐ কারখানার কতৃপক্ষের মধ্যে একটি যোগসাজশ। আসানসোল পুরনিগম কোনও অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলবে না এবং এই কারখানার মালিকরাও জানেন যে তাদের জরিমানাও দিতে হবে না। তাদের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে না। তিনি আরো বলেন, বিজেপি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ও তখনই এই বিষয়টি সামনে আসে। অন্যথায় আসানসোল পুরনিগম এটা চাপা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন যে বিজেপি এটি হতে দেবে না ও জনসাধারণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। এদিকে, এদিন এই বিষয়ে জামুড়িয়া ঐ বেসরকারি কারখানার এক আধিকারিক আশুতোষ চৌধুরীর সাথে কথা বলে, তার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তারা কলকাতা হাইকোর্টে আসানসোল পুরনিগমের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন? তখন তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটেছে। তিনি দাবি করেন যে, আসানসোল পুরনিগমের সাথে কারখানা কতৃপক্ষের খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে, তারা পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে প্রতিটি কাজ করে থাকেন। যদি কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকে, তবে তাও সমাধান করা হবে।

বাইপাসের উপর দিয়েই বইছে জল, ভোগান্তি

সকালের শিরোনাম
রাজ কুমার ঘোষ
কালনা

কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে গাঙ্গুর নদীর ওপর নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে ব্রিজ, এই সেতুর পাশ দিয়েই যাতায়াতের জন্য তৈরি করা হয়েছে বাইপাস। অবৈজ্ঞানিকভাবে এই বাইপাস দিয়ে যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে জলের জন্য। বাইপাসের উপর দিয়েই বইছে জল। সাধারণ মানুষের দাবি অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি করা হয়েছে এই বাইপাস। তাদের দাবি, বাইপাস নদীর থেকে অনেকটা উঁচুতে তৈরি করতে হয়। কিন্তু তা করা হয়নি, নদীর যে গভীরতা তার সঙ্গেই তৈরি করা হয়েছিল এই বাইপাস। যার ফলে বাইপাসের উপর দিয়ে বইছে জল, সম্পূর্ণভাবে যাতায়াত টোলা, ভুরকুন্ডা, বালিন্দর, পোঁতানই, বড় ধামাস সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের বন্ধ হয়ে গেছে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে রোগীরা যাতায়াত করতে পারছে না। হুগলি জেলা দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঠিকাদারি সংস্থার ম্যানেজার হীরালাল দাসের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হন নি। ডিভিসি'র এলডিআই ডিপার্টমেন্টের বা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে এই সেতু। তাবড়-তাবড় ডিভিসি'র আধিকারিকরা এসেছেন বাইপাসও দেখেছেন। কিন্তু কোনরকম পদক্ষেপ তারা নেননি। এমনকি বাইপাসে শুধু মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। তার উপরে কোনো ইট বালি বা কংক্রিটের কিছু তৈরি করা হয়নি। মানুষের চাপের ফলে এক গাড়ি ভাঙ্গা ইট ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। এই সেতুই এপ্রিল মাসের মধ্য খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা কাজ শেষ না হওয়ায় অসুবিধায় পড়েছেন প্রায় ১৫টি গ্রামের মানুষজন।

পুলিশ মৈত্রী কাপে বিজয়ী জামালপুর পি এস

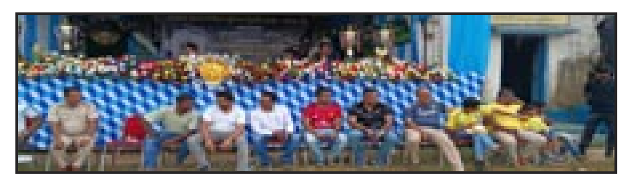

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

পুলিশ মৈত্রী কাপের সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী জামালপুর পি এস। তিন দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় জামালপুরের সেলিমাবাদের তরুণ সংঘের মাঠে(শিবি মাঠ)। মাঠে বড় জায়ান্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার যেমন ব্যবস্থা ছিল তেমনই ছিল লাইভ টেলিকাস্টের ব্যবস্থা। সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের ফেসবুক পেজ থেকে পুরো খেলা লাইভ দেখানো হয়। ফাইনালে পরস্পর মুখোমুখি হয় জামালপুর পি এস ও খণ্ডঘোষ পি এস। ফাইনালে নির্ধারিত সময় খেলা ১-১ হলে ট্রাইবেকারে খেলার নিস্পত্তি হয়। সেখানে ১-০ গোলে জয়লাভ করে জামালপুর পি এস। এই ফাইনাল খেলায় খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মন্ডল, সি আই বিশ্বজিৎ মন্ডল, জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ, রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষ, খন্ডঘোষ থানার ওসি অনুপ দে সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দুই দলের হাতেই ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ছিল ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের উপর পুরস্কার। প্রসঙ্গত, অনেক দিন ধরেই শুরু হয়েছে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই পুলিশ মৈত্রী কাপ। মহকুমা পর্যায়ের খেলা শুক্রবার শেষ হলো, পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের খেলা হবে। সাধারণ মানুষকে মাঠমুখী করতে ও পুলিশের সাথে মানুষের যোগাযোগ বাড়াতে জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

অমর কিশোর সংগীত সন্ধ্যা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

আগামী ৪ আগস্ট মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'অমর কিশোর সংগীত সন্ধ্যা'। ঐদিন সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজক 'মেদিনীপুর কিশোর কুমার ফ্যান ক্লাব'। কিংবদন্তি গায়ক কিশোর কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র এক সংগীত সন্ধ্যা নয়, বরং তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর এক সাংস্কৃতিক প্রয়াস। এই বিশেষ সন্ধ্যায় ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি অংশ নেবেন জেলার বহু জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। কিশোর কুমারের জীবন, গান এবং কণ্ঠসাধনার নানা দিক নিয়ে থাকবে আলোচনা। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ফ্যান ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র গানের মাধ্যমে নয়, আগামী দিনে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে এবং জেলার উদীয়মান শিল্পীদের পাশে দাঁড়াবেন। কিশোর কুমারের অবদানকে স্মরণে রাখতে মেদিনীপুর শহরে একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের ঘোষণাও করেছে ফ্যান ক্লাব কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠান ঘিরে শহরের সাংস্কৃতিক মহলে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা ও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। ক্লাব সদস্যরা জানিয়েছেন, 'আমরা চাই কিশোর কুমারের চিরসবুজ গানগুলি নতুন প্রজন্মের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক, তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও মানুষ গ্রহণ করুক'। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে মেদিনীপুর শহর সাক্ষী হতে চলেছে এক সংগীতময় শ্রদ্ধাঞ্জলির, যেখানে কণ্ঠে, কথায় ও সুরে হল প্রাঙ্গন ভোরে উঠবে। এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কিশোর কুমার ফ্যান ক্লাবের সভাপতি যতন সরকার, সহ-সভাপতি অমিত ভৌমিক, যুগ্ম সম্পাদক বিভাস ভট্টাচার্য্য ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম সহ সম্পাদক রাকেশ মল্লিক, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য চন্দ্র জিৎ হাজরা এবং ফ্যান ক্লাবের উপদেষ্টা দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

শিশুকন্যাকে অপহরণ করে খুন দোষীর যাব্বজীবন সাজা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে গাঙ্গুর নদীর ওপর নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে ব্রিজ, এই সেতুর পাশ দিয়েই যাতায়াতের জন্য তৈরি করা হয়েছে বাইপাস। অবৈজ্ঞানিকভাবে এই বাইপাস দিয়ে যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে জলের জন্য। বাইপাসের উপর দিয়েই বইছে জল। সাধারণ মানুষের দাবি অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি করা হয়েছে এই বাইপাস। তাদের দাবি, বাইপাস নদীর থেকে অনেকটা উঁচুতে তৈরি করতে হয়। কিন্তু তা করা হয়নি, নদীর যে গভীরতা তার সঙ্গেই তৈরি করা হয়েছিল এই বাইপাস। যার ফলে বাইপাসের উপর দিয়ে বইছে জল, সম্পূর্ণভাবে যাতায়াত টোলা, ভুরকুন্ডা, বালিন্দর, পোঁতানই, বড় ধামাস সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের বন্ধ হয়ে গেছে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে রোগীরা যাতায়াত করতে পারছে না। হুগলি জেলা দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঠিকাদারি সংস্থার ম্যানেজার হীরালাল দাসের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হন নি। ডিভিসি'র এলডিআই ডিপার্টমেন্টের বা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে এই সেতু। তাবড়-তাবড় ডিভিসি'র আধিকারিকরা এসেছেন বাইপাসও দেখেছেন। কিন্তু কোনরকম পদক্ষেপ তারা নেননি। এমনকি বাইপাসে শুধু মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। তার উপরে কোনো ইট বালি বা কংক্রিটের কিছু তৈরি করা হয়নি। মানুষের চাপের ফলে এক গাড়ি ভাঙ্গা ইট ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। এই সেতুই এপ্রিল মাসের মধ্য খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা কাজ শেষ না হওয়ায় অসুবিধায় পড়েছেন প্রায় ১৫টি গ্রামের মানুষজন।

প্রেমিকারা আপত্তিকর ছবি সমাজ মাধ্যমে ছেড়ে গ্রেফতার যুবক

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
ভূপতিনগর

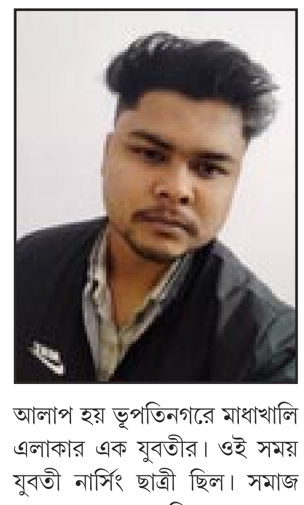

প্রেমের সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসার অপরাধে প্রাক্তন প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হল নদীয়া জেলার এক যুবক। যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার ভূপতিনগর থানার পুলিশ অভিযান চালায় নদীয়া জেলায়। জানা গেছে সেখানকার জেলা পুলিশের সহযোগিতায় পলাশি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করে ভূপতিনগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক ধৃতী মণ্ডল নদীয়া জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার উত্তর হাজরাপোতার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত'কে কাঁথি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তার জামিন নাকচ করে ৭ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতী মণ্ডলের বাবা পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গত ২০১৮ সালে অভিযুক্ত ধৃতী মণ্ডলের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে আলাপ হয় ভূপতিনগরে মাধাখালি এলাকার এক যুবতীর। ওই সময় যুবতী নার্সিং ছাত্রী ছিল। সমাজ মাধ্যমে আলাপচারিতার মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে প্রেম সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। দু'জনে বেশ কয়েকবার দেখাশোনাও করে। এর কিছুদিন পর দু'জনের প্রেমের সম্পর্কে ফাটল ধরে। যুবতী সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার অনেকভাবে চেষ্টা করে। অভিযোগ, এই প্রেম সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইনি অভিযুক্ত যুবক। আরো অভিযোগ, এরপর থেকেই ফোন করে ওই যুবতী'কে তার আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিতে শুরু করে অভিযুক্ত প্রেমিক। সেই হুমকী না শোনায় পরে অন্য নামে প্রোফাইল খুলে ওই যুবতীর আপত্তিকর ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয় বলে অভিযোগ। এমনকি ওই যুবতী তার কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা নিয়েছে বলে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় ধৃতী মণ্ডল। বাধ্য হয়ে ওই যুবতী ৬ জুন ভূপতিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত নামে ভূপতিনগর থানায় পুলিশ। বুধবার নদীয়া জেলার পলাশি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভূপতিনগর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের আগে কিছু বলা সম্ভব নয়'। অভিযোগকারী ওই যুবতীর দাবি, 'সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার পর আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করতো। তার কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়েছি বলে দাবি করে এবং ফেরত চায়। এমনকি মানসিক নির্যাতনের কারণে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম'।

পঞ্চমবার বন্যার কবলে ঘাটাল, বিপর্যস্ত জনজীবন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে পঞ্চমবার বন্যার কবলে পড়লো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা। একদিকে আকাশের মুখ ভার, একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে, অপরদিকে বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ায় বিভিন্ন নদীতে জল বাড়ছে। শুক্রবার ঝুমি নদীর জল বাঁধ উপচে ঘাটালের মনসুকা, অজবনগর সহ বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে পড়ে, প্রবল স্রোতে জল বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। বন্যার জল কমাতে ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষজন সবেমাত্র বাড়ি ফিরে গিয়েছেন, তারই মধ্যে ফের বন্যার কবলে পড়লো ঘাটাল। শুক্রবার সকাল থেকে যেভাবে ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় জল প্রবল স্রোতে প্রবেশ করছে, তাতে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। শুধু ঘাটাল ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা নয়, ঘাটাল পৌরসভার কয়েকটি এলাকাতে জল প্রবেশ করেছে। যার ফলে চিন্তায় পড়েছেন ঘাটালের বানভাসি এলাকার বাসিন্দারা। নদীর জল বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করায় মাঠে থাকা পাঠ, চাষিরা কেটে নিয়ে যেতে পারছে না। রাস্তায় যানবাহন চলাচল সমস্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফের নৌকাতে যাতায়াত শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। ঘাটাল মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে, দুর্গত মানুষদের ত্রাণ দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আসানসোল পুরনিগমে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র ও ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টারের উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় শুক্রবার আসানসোল পুরনিগমে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এর পাশাপাশি, বাচ্চাদের স্তন্যপান করানো মহিলাদের জন্য একটি ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টারেরও উদ্বোধন করা হয়। আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে মেয়র ফিতে কেটে এদিন এই দুটির উদ্বোধন করেন। এই প্রসঙ্গে মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, এদিন আসানসোল পুরনিগমে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তারা বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ও তথ্য জানতে পারবেন। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের এই নতুন অফিস থেকে তাদের অন্যান্য অনেক সমস্যার সমাধান হবে। এর পাশাপাশি, যে মহিলারা তাদের ছোট বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসেন, তাদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য একটি পৃথক কক্ষেরও উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রায়শই দেখা যায় যে যে মহিলারা এখনও তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ান। তারা যখন তাদের ছোট বাচ্চাদের পুরনিগমে নিয়ে আসেন, তখন তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই ধরণের মহিলাদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে, এই ব্রেস্ট ফিডিং তৈরি করা হয়েছে। যেখানে মহিলারা তাদের ছোট বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন।

বাল্য বিবাহ ও সাইবার ক্রাইম নিয়ে আলোচনা সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

জামালপুরে অমরপুর গার্লস হাই স্কুলে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য জামালপুর থানার পক্ষ থেকে বাল্য বিবাহ ও সাইবার ক্রাইম নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জামালপুর থানার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এএসআই অভিজিৎ গুপ্ত ও কনস্টেবল শুভেন্দু গায়েন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মহুয়া সাই, কন্যাশ্রী নোডাল টিচার আল্পনা মুর্মু, মধুমিতা সরকার, বনশ্রী দাস, বকুল দাস সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, তাঁরা নিয়মিত বিদ্যালয় ছুট ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, বাল্য বিবাহ ও অল্প বয়সে মা হবার কী কী খারাপ গুণ, বিদ্যালয়ে আসার উপযোগিতা বোঝান। অনেকাংশে তাঁরা সফলও হচ্ছেন। অনেককেই তাঁরা বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

প্রসঙ্গত, জেলাশাসক এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। তার ফলেই বিডিও এবং দুই এস আই বিদ্যালয়গুলোতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই মোতাবেক ব্লকের সমস্ত স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা বাড়ি-বাড়ি ভিজিট করছেন এবং অনেক বিদ্যালয় ছুট ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। অনেক সময় তাঁদের সঙ্গে এসআই ও বিডিও বাড়ি-বাড়ি যাচ্ছেন অভিভাবকদের সাথে কথা বলছেন। ব্লকের প্রায় সমস্ত স্কুলই বাল্য বিবাহ নিয়ে নানা সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান করছে।

তৃণমূল যুব ও ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

বাংলার মাটি জাগছে, প্রতিটি বাঙালির মুখে আজ জয় বাংলা ধ্বনি। বাঙালির জয়জয়কার হোক তা সহ্য হয় না বাঙালি বিরোধীদের। হুগলিতে জয় বাংলা ধ্বনি শুনে এক বাংলা মায়ের ছেলে কে 'পাকিস্তানি', 'রোহিঙ্গা' বলে আক্রমণ করেন বাংলা বিরোধী বিজেপি নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় থেকে বাঙালি বিদ্বেষ আর কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কুশপুতুল পোড়ানো হয় এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুরজিৎ দাস, সুকৃতি হাজরা, মনিরুল খান, সায়ক শ্বাসমল, সিদ্ধার্থ মাইতি, সবুজ খান, মাহি জমাদার, শীতশ্রী মণ্ডল, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বাংলা বিরোধী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আগামী দিনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

টোটো ও বাইকের সংঘর্ষ, আহত দুই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

শান্তিপুরের মতিগঞ্জ মোড় এলাকায় ঘটে যায় এক পথ দুর্ঘটনা। মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে একটি টোটো ও একটি মোটরবাইক। সংঘর্ষের পর উল্টে যায় টোটোটি এবং রাস্তার মাঝখানে লুটিয়ে পড়ে বাইক ও বাইক আরোহী। এই দুর্ঘটনায় টোটো চালক ও বাইক আরোহী;উভয়ই কিছুটা জখম হন। স্থানীয় পথচারীরা দ্রুত ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ।

আহতদের প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

ভাগীরথীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু, খুশি মানুষজন

সকালের শিরোনাম
রাজ কুমার ঘোষ
কালনা

নাদনঘাট থানা নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরীগঞ্জ গ্রামটি ভাগীরথী তীরবর্তী নদী ভাঙ্গন কবলিত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। এই গ্রামে বেশির ভাগ মানুষই কৃষি কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ক্ষেত মজুরের কাজ করেই তারা তাদের সংসার চালায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই ভাগীরথীর করাল গ্রাসে তাদের চাষের জমিও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

নদীগর্ভে চলে গেছে ভিটেমাটি সব। সহায় সম্বলহীন হয়ে অনেকেই এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন। বর্ষার মরসুমে ভাঙ্গন তীব্র আকার ধারণ করে। একের পর এক গাছ ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কিছুদিন আগেই এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক আয়েশারানী এ সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করে গেছেন এবং নদী ভাঙ্গন রোধ করতে রাজ্য সরকার দু'কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ওই টাকায় সেচ দপ্তর থেকে ভাঙ্গন প্রতিরোধে ভাগীরথীর পাড় বাঁধানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। জানা যাচ্ছে, গত আট দিন ধরে এই কাজ চলছে। বাঁশের খাঁচা বেঁধে বোল্ডার ফেলে ভাঙ্গন রোধের কাজ করা হবে। নদী ভাঙ্গন রোধে পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি কিশোরীগঞ্জের ভাগীরথীর পারের মানুষজন।

রাস্তার জমা জলে সাঁতার কেটে বিধায়কের প্রতিবাদ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চাকদহ

বামফ্রন্টের প্রতিবাদ করার পরের দিন বিজেপি জানালো প্রতিবাদ। তবে বিজেপির প্রতিবাদে বিধায়ক রাস্তার জমা জলে সাঁতার কেটে শুক্রবার অভিনব প্রতিবাদ করলেন। চাকদহ শহর এখন জলের তলায়, চাকদহ-বনগাঁ রাজ্য সড়কের বেহাল অবস্থা। বৃহস্পতিবার, বামফ্রন্টের সিআইটিইউ, সারা ভারত খেত মজুর, সারা ভারত কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন এবং যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে দুয়ারে নৌকা অভিযান হয় চাকদহ শহরে। উন্নয়নের এক্সপ্রেস দুয়ারে নৌকা চালিয়ে প্রায় আট ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করা হয়। রাস্তায় ধান রোপণ, জাল ফেলে মাছ ধরা, নৌকা চালানো সহ প্রায় এক হাজার মানুষের গণস্বাক্ষর নেওয়া হয়। শুক্রবার সকালে বিজিপি'র পক্ষ থেকে অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় চাকদহ বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষের নেতৃত্বে। শুক্রবার বিধায়ক রাস্তার জমা জলে সাঁতার কেটে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার তিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চাকদহ

চাকদহে অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার তিন। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খ বর পেয়ে চাকদহ থানার পুলিশ চাকদাহ দরাপপুর শীতলতলা গ্রামের একটি গুদামে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে প্রিয়াংশু বিশ্বাস (১৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গুদাম ঘর থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে একটি দেশীয় তৈরি ৭ মিমি পিস্তল, ১টি ম্যাগাজিন, ০৪ রাউন্ড ৭ মিমি গোলাবারুদ, ১টি তরবারি, ১টি ছোরা এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির বক্তব্যের ভিত্তিতে, আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। এরা নদিয়ার দরাপপুর শীতলতলা থানার চাকদহের পীযূষ দাস ও বিক্রম দেবনাথ, তাদের বাড়ি হরিয়ানখি পূর্বপাড়া, নদীয়া। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

নির্মীয়মান বাড়ি থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রীর মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

কাজ করার সময় নির্মীয়মান বাড়ির উপর থেকে পড়ে মৃত্যু হলো এক রাজমিস্ত্রীর। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার জিটি রোডের রামগুলাব সিং রোডের পুকুরপাড় এলাকায়। আসানসোল দক্ষিণ থানার উষাগ্রামের বাসিন্দা মৃত রাজমিস্ত্রীর নাম মদন দাস(৫০)। শুক্রবার দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে রাজমিস্ত্রীর মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আসানসোলের উষাগ্রামের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রী মদন দাস বৃহস্পতিবার আসানসোলের জিটি রোডে রামগুলাব সিং রোডের পুকুরপাড় এলাকায় জনৈক অখিলেশ কুমারের বাড়িতে কাজ করছিলেন। আচমকাই তিনি ঐ নির্মীয়মান বাড়ির উপর থেকে নিচে পড়ে যান। তাতে তিনি গুরুতর জখম হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, তার তার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানায়, অসাবধানতার জন্য এই ঘটনাটি ঘটেছে।

সাপের কামড়ে মৃত্যু যুবকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাবনি

বাড়িতে শুয়ে থাকার সময় বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। বারাবনি থানার পুঁচড়ার পুরাতন বাগানের বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম আদর হাঁসদা (৪৫)। শুক্রবার দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে যুবকের মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ জুলাই রাতে বাড়িতে শুয়ে ছিলো বারাবনির বাসিন্দা আদর হাঁসদা। সেই সময় তাকে একটা বিষধর সাপ কামড়ায়। বাড়ির লোকের তা জানতে পারার পরে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বুধবার রাতে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু পথচারীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

রাস্তা পার করতে গিয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক পথচারীর। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের রানিগঞ্জ থানার রানিসায়ের মোড়ের কাছে ১৯ নং জাতীয় সড়কে। রানিগঞ্জ থানার রানিসায়ের কদমডাঙ্গার বাসিন্দা মৃত পথচারীর নাম ষষ্ঠী বাউরি(৫০)। শুক্রবার দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পথচারীর মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রানিগঞ্জ থানার রানিসায়েরের কদমডাঙ্গার বাসিন্দা ষষ্ঠী বাউরি বৃহস্পতিবার রাতে রানিসায়ের মোড়ে ১৯ নং জাতীয় সড়ক পার করছিলেন। সেই সময় তাকে একটা ট্রাক ধাক্কা মারে। তাতে ঐ ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল দক্ষিণ থানার মহিশীলা কলোনির শিমুলতলায় ইস্টবেঙ্গল বেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের পক্ষ থেকে শুক্রবার রক্তদান শিবির ও বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ মানস দাস। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্য ও এলাকার বাসিন্দারা।

বিদ্যুৎ দপ্তরে ঠিকা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
রূপনারায়ণপুর

আসানসোলের সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুরে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগমের দপ্তরে অস্থায়ী শ্রমিকেরা শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান। ঠিকা সংস্থার মেয়াদ শেষ হওয়ায় পুনরায় একই সংস্থার অধীনে কাজের দাবিতে এদিন সকালে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। তাদের অভিযোগ, গত ১০ বছর ধরে এখানে কাজ করলেও নতুন ঠিকা সংস্থা তাঁদের অন্যত্র পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

শ্রমিকেরা জানান, তারা রূপনারায়ণপুরেই কাজ চালিয়ে যেতে চান। বিক্ষোভের জেরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শ্রমিকরা। যদিও বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোথাও পরিষেবা বিঘ্নিত হয়নি। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা নিয়েও। তাদের দাবি, দীর্ঘ সময় ধরে এখানে কাজ করার পরও তাদের অন্য জায়গায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত একেবারে অন্যায়। এদিনের এই বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিদ্যুৎ দপ্তরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিদ্যুৎ দপ্তর ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়। তবে শ্রমিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাদের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন আরো তীব্র করা হবে।

শান্তিনিকেতনের বর্ষা

বিপর্যয়কে পূর্ণতায় শমিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে জীবনযাপনের অন্যরকম এক পথ কেটেছিলেন। সেই ধর্মপথের মূল শর্ত ছিল মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে না, জয় করবে না; প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বর্ষাকালে আমাদের নানাখানা মন একখানা হয়ে যায়। আগে বাঙালি অর্জন ও উপার্জন করত। এখন বাঙালি খরচ করে। আগের অর্জন ও উপার্জনও খরচ হয়ে যাচ্ছে। ভাঁড়ে যে কী থাকছে এখনই বলা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে হারানো সময়ের কাছে বাঙালি যায়! সেই যাওয়ার জায়গায় শান্তিনিকেতন এখন ‘বিবি নম্বর ওয়ান’। ধর্মও হলো জিরাফও হলো। ধর্ম সবার এক নয়। একদলের ধর্ম নিকটবর্তী দেবীপীঠ। শাক্তধর্মের তো এখানে রমরমা। এই মায়ের অঙ্গের এ-খানি পড়েছে ওখানে তো সে-খানি পড়েছে সেখানে। তাই নিয়ে জনধর্ম, পুজোপাঠ, রক্তটীকা। ধর্মের আরেক রূপও অবশ্য আছে। সেখানে ধর্ম আর জিরাফের সমন্বয় আরেক রকম। ধর্মের নাম রবীন্দ্রনাথ জিরাফের নাম নয়াবাদ; এ আবাদ কিন্তু চাষাবাদ নয়। নিও লিবারেল অর্থনীতির সৌজন্য শান্তিনিকেতনে ও তার চারপাশে যে হাই-এন্ড ট্যুরিজম গড়ে উঠেছে আবাদ সেখানে। জিরাফে থাকতে খারাপ লাগার কথা নয়। লম্বা গলা। ভারতের থেকে দূরে সুদূর ইন্ডিয়ায় অন্তর্বর্তী হয়ে থাকা যায়। মাটিতে কী হচ্ছে গলার উপরে তার আঁচ লাগে না তেমন, অভিযোজনের কী মহিমা। তবে উভয়ে থাকতে গেলে ধর্মের খবর লাগে, নিতান্তই খবর; যাপন নয়। ধর্ম বলতে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈধী জনবাদী ধর্মের কথা বলছি না, একেবারে মূলে যেতে চাইছি। ধৃ-ধাতু থেকে আসা শব্দ ধর্ম, যা আমাদের ধারণ করে তাই ধর্ম। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মের অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতার শিরোনাম ‘মানুষের ধর্ম’। সেই মানুষের ধর্মের মূল কথাই হলো এই প্রাকৃতিক অভিযোজন বাইরের, পশুজগতের মতো পশুমানুষেরও তেমন অভিযোজন হয়েছে। তবে সেখানেই মানুষ থেমে যায়নি। মানুষ, প্রকৃত ধর্মশীল মানুষ, মনের জগতে অভিযোজিত হয়েছে। সেই অনিঃশেষ অভিযোজনই মানুষের অভিযোজন। তাই মানুষের ধর্ম। মানুষের রয়েছে পথ, মানুষ সেই পথ কাটতে কাটতে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে জীবনযাপনের অন্যরকম এক পথ কেটেছিলেন। সেই ধর্মপথের মূল শর্ত ছিল মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে না, জয় করবে না; প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করবে। এই যে সহবাসের আদর্শ তারই সূত্রে তো ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তপোবনশিক্ষার পুনর্নির্মাণ ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় যা ছিল পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন তাই ক্রমে হয়ে উঠল পুনর্নবীকরণের প্রকল্প। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রকৃতিলগ্ন পরিসরে যেহেতু ছ’টি ঋতুর আসা-যাওয়া ধরা পড়ত সুস্পষ্টভাবে সেহেতু ক্রমেই শান্তিনিকেতনে আয়োজন করা হলো ঋতু উৎসবের। সেই উৎসবের মধ্যে প্রাচীনের রীতি যেমন ছিল, তেমনই মিশে ছিল নবীনের গীতি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসব মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলেমিশে থাকার ধর্ম। সেই ধর্মপালনে সম্প্রদায় বিশেষের দেব বা দেবী মূর্তি লাগে না। হালের বাঙালিদের কাছে অবশ্য শান্তিনিকেতনের ঋতুযাপন প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে যাওয়ার উপায় নয়। হাই-এন্ড ট্যুরিজমের দৌলতে গান আছে, পান আছে, রিমিঝিম আদিগন্ত বৃষ্টি আছে আর হাতের কাছে আছে সর্ববিদ্যাবিশারদ গুগল। অন্তর্জাল জানিয়ে দেবে রবিঠাকুরের জীবৎকালে শান্তিনিকেতনে বর্ষা কীভাবে যাপিত হতো। জানিয়ে দেবে এখানে বর্ষার উৎসব কী? বৃক্ষরোপণ আর হলকর্ষণেই এখানে বর্ষায় মাটির গন্ধ এসে লাগে। উগ্রজাতীয়তাবাদী বিশ্বযুদ্ধের পর নেশনতন্ত্রের বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে পল্লীপুনর্গঠনের যে কাজ শ্রীনিকেতনে শুরু করেছিলেন, তারই সূত্রে ১৯২২-এ হলকর্ষণের অনুষ্ঠান। শান্তিনিকেতনের রেডিওতে সকালবেলায় এখন যে রবীন্দ্রগীতি বাজে মাঝেমাঝে ‘ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে’ সেই টানেই এই উৎসবের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘হলকর্ষণ’-এ জানিয়েছিলেন, ‘কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে।’ আর বৃক্ষরোপণ? ১৯২৮। পিয়ারসন পল্লীতে একটি বকুল গাছের চারা লাগিয়েছিলেন কবি। তারপর ১৯৩৬ সাল থেকে এই উৎসব নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রূপ পেয়েছিল। নাচ-গান-বৈদিক মন্ত্রে-নৃত্যে ঘেরা সেই সব দিন। বিধুশেখর শাস্ত্রী আর ক্ষিতিমোহন সেন এই দু’জন রবীন্দ্রনাথের উৎসবের পরিকল্পনাকে সাজিয়ে দিতেন আদি-ভারতের মন্ত্র আর উপচারে। তখন এসবই জীবন যাপনের অঙ্গ। আশ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনার বিষয়। পরাধীন দেশে কৃষি-অর্থনীতির তো অন্যরকম মানে ছিল। এখন অবশ্য এসবই শান্তিনিকেতনে ধর্ম ও জিরাফ যাপন করতে আসা পরিযায়ীদের দৃশ্যবস্তু। তা খারাপ কী? অন্য কিছুর থেকে তো এসব দেখা ভালো। ভালোই। বিশেষত শান্তিনিকেতনের বর্ষা! ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ তো এককালের কৃত্তিবাসের কবিদের কী প্রিয় ছিল! বাঙালির সাংস্কৃতিক মানচিত্রের অংশ হয়ে উঠেছিল তা। সুনীলের থেকেও শক্তি বর্ষাযাপনে অনেক বেশি উত্তাল। যখন লেখেন ‘আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছ আকাশ-ছেঁচা জলে’ তখন হয়তো তাঁর মনের চোখের সামনে শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়া ভেসে উঠেছিল। সেখানে ভারি-ব্যাপক বৃষ্টিই তো দেখার মতো তখন পড়ত। এখনও পড়ে, তবে দেখার নিরাপদ-আশ্রয় দু’পাশে গজিয়ে ওঠা পর্যটন-পরিসরের আবাসগুলি। রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসবে বাইরের কথার মধ্যে ভেতরের কথাটাই আসল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বর্ষাকালে আমাদের নানাখানা মন একখানা হয়ে যায়। সেই একীভূত মন থাকে বলেই তো বর্ষা পাগলিনী রাধার অভিসারের ঋতু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষার উৎসবে খরচ আর জমার হিসেব দুয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থা আনতে চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন,পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান-কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।’আমাদের যে মন খরচ করতে চায় সে মন নানাখানা, আর যে মন পূরণ করতে চায় সে মন একখানা। নানাখানা মনের লোভেই আমরা ধর্মেও ছুটি জিরাফেও ছুটি। রবীন্দ্রনাথ কৃষির ক্ষয়কে, অরণ্যের বিপর্যয়কে বৃক্ষরোপণের পূর্ণতায় শমিত করতে চেয়েছিলেন। সেই চাওয়া থেকেই তাঁর বর্ষার শান্তিনিকেতনে এই দুই উৎসব। তথ্য, অন্তর্জালের তথ্য, এসব সত্য বলে না। এই সত্যের কাছে হাত পাতা চাই এই বর্ষায়।

গতর খাটানো যে শ্রমিক, সভ্যতার লোভে রিক্ত হয়ে ওঠা যে পৃথিবীর গতর দু-য়ের জন্যই চাই বৃক্ষরোপণের অবসর। সেই অবসর পেলে তবেই তো আবার ভরে উঠবে ধরা। খরুচে-রিক্ততাদায়ী নব্য-উদার অর্থনীতি সে-অবসর দেয় না। সেই অবসরের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই অবসরের পক্ষে ছিলেন কার্ল মার্ক্স। বর্ষা সেই অবসরের, আলস্যের ঋতু।

গাজার ধ্বংসস্তূপে জীবন টিকিয়ে রাখার নির্মম লড়াই

ক্ষুধায় কাঁদে শিশু, চুপ করে কাঁদে মা

আব্দুন নুর আজাদ

সকাল গড়াচ্ছে ধীরে। গাজা উপত্যকার খান ইউনিস শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত এক ভবনের ধূলিধূসর কোণায় বসে আছেন ২৪ বছর বয়সী তরুণী রিমা। কোলে তার শিশু সন্তান, বয়স মাত্র আট মাস। শিশুটির গলা ফাটানো কান্না থামছে না, ঠোঁট ফেটে গেছে, চোখে জল নেই; শুধু হাহাকার। রিমার চোখে পানি নেই, কিন্তু তার বুকের ভেতরে চলছে নিঃশব্দ কান্নার স্রোত।রিমা জানেন;তার স্তনে এখন আর এক ফোঁটা দুধ নেই। যুদ্ধের ভয়, অনাহার, দুশ্চিন্তা তার শরীরকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেমাই, গুঁড়োদুধ, এমনকি বিশুদ্ধ পানির সামান্য চিহ্নটুকুও তাদের ভাগ্যে নেই।এই যে চিত্র;এটাই আজকের গাজা। একটি ভূখণ্ড, যেখানে মায়েরা সন্তান কোলে নিয়ে বাঁচার আশায় বসে থাকেন, কিন্তু তাদের পাশে খাবার তো নেই, নেই ন্যূনতম চিকিৎসা কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ও। ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তে এসে গাজা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম ভয়ংকর মানবিক সংকটের কেন্দ্রে। জাতিসংঘ বলছে; গাজায় ১১ লাখেরও বেশি মানুষ চরম খাদ্যাভাবে দিন কাটাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা একধরনের নীরব গণহত্যার ইঙ্গিত দেয়। অনেক মা রয়েছেন, যারা নিজেরাও অনাহারে;ফলে বুকের দুধ আসছে না। শিশুর কান্না দিন-রাত তাদের পিছু নেয়। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নেই গুঁড়ো দুধ, নেই স্যালাইন, নেই পানীয় জল। একসময় যারা স্কুলে যেত, খেলনা নিয়ে খেলত;তারা এখন খাদ্য খুঁজে বেড়ায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা সহায়তার হাত বাড়ালেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো নয়। খাদ্যবাহী ট্রাক ঢুকতে পারে না নিয়মিত, মানবিক সহায়তা পৌঁছে না অধিকাংশ এলাকা পর্যন্ত। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও খাবার পায় হাতে গোনা কয়েকজন।একজন গাজাবাসী বাবা বললেন, স্ত্রীকে বলেছি;আজ ওকে শুধু পানি খাইয়ে ঘুম পাড়াও। কারণ আজ আমাদের ভাগ্যে কোনো খাবার নেই।শিশুদের অপুষ্টি শুধু শারীরিক নয়, এটি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশেরও অন্তরায়। বিশেষজ্ঞরা জানান, তএকটি শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগেই যদি দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টিতে পড়ে, তবে তার বুদ্ধি, স্মৃতি, ও স্বাস্থ্য চিরতরে ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়। এই ক্ষতি কখনোই পুরোপুরি পূরণ করা যায় না।ধ্বংসের ছাইয়ের নিচে কেবল বাড়ি-ঘর চাপা পড়েনি, চাপা পড়েছে হাজারো স্বপ্ন, শৈশব, মাতৃত্ব, ভালবাসা।

এখানে শিশু শুধু বোমার শব্দে নয়, ক্ষুধায়ও কাঁদে। এখানে মা শুধু সন্তান হারানোর ব্যথায় নয়, তার ক্ষুধার্ত মুখটা দেখে নিঃশব্দে কান্নায় ভেঙে পড়ে।এই কান্না কোনো জাতিসংঘের রিপোর্টে ধরা পড়ে না। এই কান্না কোনো জিওপলিটিক্স বোঝে না। শুধু একটাই প্রশ্ন তোলে; আমরা কী খাবো? এই পৃথিবীর কোনো শিশুর পেটে খালি থাকার অধিকার নেই। এই পৃথিবীর কোনো মায়ের কোল এমন শূন্য হতে পারে না। জানুন, দেখুন, শোনুন, অন্তত একবার ভাবুন;ক্ষুধায় কাঁদে শিশু, চুপ করে কাঁদে মা এই বাক্য যেন শুধু খবরের কাগজে নয়, জেগে থাকে বিশ্ববিবেকের দেয়ালে।

প্রসিধ-সিরাজের দুরন্ত বোলিংয়ে ওভাল টেস্টে লড়াইয়ে ফিরল ভারত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ওভালে প্রথম ইনিংসে ভারত ২২৪ রানে অলআউট হয়ে যায়।একটা সময়ে মনে হয়েছিল এই ম্যাচে বুঝি অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে ভারত। কিন্তু এমনটা হতে দিলেন না দুই ভারতীয় পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং মহম্মদ সিরাজ। দুজনেই চারটি করে উইকেট নিলেন।ফলে ২৪৭ রানেই গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড। চোটের কারণে ব্যাট করতে পারেননি ক্রিস ওকস ।

এদিনের ম্যাচে নিজেকে ফের প্রমাণ করলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। ভারতের বোলিং লাইনআপকে নেতৃত্ব দিলেন মহম্মদ সিরাজ। কিন্তু এরপর ওকেনিংটন ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে পিছিয়ে যায় ভারতীয় দল। ইংল্যান্ডের হয়ে ৫৩ রান করেন হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। ৪ উইকেট নিয়েছেন কৃষ্ণ ও। ১৭ ওভার বোলিং করে ৮০ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন আকাশ দীপ। পাশাপাশি ২ ওভার বোলিং করে ১১ রান দিয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজাশুক্রবার ভারতের প্রথম ইনিংস দ্রুত শেষ হয়ে যায়। লোয়ার-মিডল অর্ডার ও লোয়ার-অর্ডারের ব্যাটাররা ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেননি।বৃষ্টি বিঘ্ন না ঘটালে এই ম্যাচের ফলাফল হতে বাধ্য। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট ড্র করে এই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসী ভারতের ব্যাটাররা। কিন্তু সিরিজে সমতা ফেরাতে হলে ওভাল টেস্ট জিততেই হবে। সেটা করতে হলে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের ভালো পারফরম্যান্স করতেই হবে। পাশাপাশি প্রথম ইনিংসের মতোই ভালো বোলিং করতে হবে সিরাজ-কৃষ্ণদের।

কাঁধের চোটে ওভাল টেস্ট থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন ওকস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

লন্ডনের ওভালে গতকাল শুরু হওয়া ইংল্যান্ড,ভারত পঞ্চম ও শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৭তম ওভারের ঘটনা। জেমি ওভারটনের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ড্রাইভ করেন করুণ নায়ার। মিড অফ থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্রিস ওকস বাউন্ডারি ঠেকান ঠিকই, কিন্তু ডেকে আনেন নিজের সর্বনাশ।সীমানার কাছে ডাইভ দিয়ে বাউন্ডারি বাঁচানোর সময় বাঁ কাঁধে চোট পান ওকস। কিছুক্ষণ ব্যথায় কাতরানোর পর ইংল্যান্ড দলের ফিজিওর সহায়তায় বাঁ হাত সোয়েটারে জড়িয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তখনই শঙ্কা জেগেছিল, ওভাল টেস্টে হয়তো আর মাঠে নামতে পারবেন না এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার।শেষ পর্যন্ত শঙ্কাটাই সত্যি হলো। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ওভাল টেস্টের বাকি অংশে ওকসকে আর পাবে না ইংল্যান্ড। কাল প্রথম দিনের খেলা শেষে তাঁর সতীর্থ পেসার গাস অ্যাটকিনস বিবিসি স্পোর্টকে বলেছেন, ‘তাঁর অবস্থা দেখে ভালো মনে হচ্ছে না। তিনি যদি এই ম্যাচে আবার খেলতে নামেন, তাহলে বিস্মিত হব।’ ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) অবশ্য এখনো ওভাল টেস্টের বাকি অংশ থেকে ওকসের ছিটকে পড়া নিশ্চিত করেনি। ৩৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারের কাঁধে গত রাতেই স্ক্যান করানো হয়েছে। আজ রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বিস্তারিত জানাবে ইসিবি।এর আগে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টে কাঁধে চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাঁর পরিবর্তে ওভাল টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওলি পোপ। এবার চোটের তালিকায় যুক্ত হলো ওকসের নাম।কাল বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে ৬৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২০৪ রান তুলেছে ভারত। মাঠ ছাড়ার আগে ওকস ১৪ ওভার বল করে নিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার লোকেশ রাহুলের উইকেট। পাঁচ ম্যাচের এই অ্যান্ডারসন,টেন্ডুলকার ট্রফিতে ওকসই একমাত্র ইংলিশ পেসার, যিনি সব কটি ম্যাচ খেলেছেন। নিয়েছেন ১১ উইকেট। দেশের বাইরে বাজে রেকর্ডের কারণে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আগামী অ্যাশেজে ইংল্যান্ড দলে জায়গা করে নিতে ওকসকে এমনিতেই লড়াই করতে হচ্ছিল। ৩৬ বছর বয়সে কাঁধে পাওয়া গুরুতর এই চোট এখন তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার কিছুটা হলেও হুমকির মুখে ফেলে দিল।চোটের সঙ্গে টানা ম্যাচ খেলার ধকলের কারণে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ডের পেস আক্রমণ। গত মার্চে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনে আছেন মার্ক উড। ওলি স্টোন হাঁটুর চোট থেকে মাত্র সেরে উঠেছেন। আর চোটমুক্ত রাখতে ও নিজেদের চাঙা করে তুলতে জফরা আর্চার ও ব্রাইডন কার্সকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে।

ধনশ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন যুজবেন্দ্র চাহাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

এ বছরের মার্চে পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন ভারতের লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। ইউটিউবার,অভিনেত্রী ধনশ্রী বর্মার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁর। ভারতের ইউটিউবার রাজ শামানির সঙ্গে পডকাস্টে সংসার ভাঙা নিয়ে কথা বলেছেন চাহাল।ভারতের হয়ে ২০২৩ সালে সর্বশেষ খেলা এই লেগ স্পিনার জানিয়েছেন, কয়েক বছর ধরেই তাঁর ও ধনশ্রীর মধ্যে সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছিল না। তবু তাঁরা এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগপর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনের ঝামেলা সামনে নিয়ে আসেননি। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যান এবং একপর্যায়ে আত্মহত্যা করার কথাও ভাবেন।ভারতের হয়ে ৭২ ওয়ানডে ও ৮০ টি,টোয়েন্টি খেলা চাহালের কাছে রাজ শামানি জানতে চেয়েছিলেন, ঠিক কী কারণে তাঁদের সম্পর্কটা ভেঙে গেল? ৩৫ বছর বয়সী চাহালের উত্তর, ‘বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিই চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা ব্যাপারটা সামনে আনব না।’ ২০১৬ সালের জুনে ভারতের হয়ে অভিষেক চাহালের। চার বছর পর ধনশ্রীকে বিয়ে করেন তিনি। চাহাল জানিয়েছেন, জাতীয় দলে হয়ে খেলায় তাঁর ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং ধনশ্রীরও নিজ ক্যারিয়ার নিয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ায় কেউ কাউকে সময় দিতে পারেননি। সাংসারিক ঝামেলার এটাই মূল কারণ বলে মনে করেন চাহাল।দাম্পত্য জীবনে এমন বাজে সময় কাটানোর মাঝে ক্রিকেট থেকে মাসখানেকের বিরতি নিয়েছিলেন চাহাল, ‘বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে বিরতি নিয়েছিলাম। কারণ, মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। ক্রিকেট আমাকে সুখী করেছে এবং সেটা হতে না পারলে বুঝতে হবে কোথাও সমস্যা আছে। এ কারণে বিরতি নিয়েছিলাম।’চাহাল আরও জানিয়েছেন, ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার এই সময়ে লোকে তাঁকে প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত করেছে, ‘আমি জীবনে কখনো কারও সঙ্গে প্রতারণা করিনি। আমি তেমন মানুষ নই। আমার মতো অনুগত কাউকে খুঁজে পাবেন না।’ কাছের মানুষ ভেতরকার সত্যটা জানায় চাহাল সবার সামনে নিজেকে সৎ প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি বলে জানান। বিবাহবিচ্ছেদের পর তাঁর ফুরফুরে জীবন দেখে লোকে ভেবে নিয়েছে, সংসার ভাঙার পরও তিনি সুখেই আছেন। এ নিয়ে চাহাল বলেছেন, ‘কয়েক মাস খুব হতাশ ছিলাম। শুধু আমার কাছের মানুষরাই জানেন তখন প্যানিক অ্যাটাকও হয়েছে। আত্মহত্যা করার কথাও

ভেবেছি কারণ, মানসিকভাবে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।’এই বাজে অবস্থা থেকে উত্তরণের পেছনে পরিবার ও বন্ধুদের ভূমিকার কথা বলেছেন চাহাল। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আরজে মাহভাস। গুঞ্জন চলছে তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে মজেছেন চাহাল। তবে এ বিষয়ে কিছু বলেননি চাহাল, ‘সেই সময়ে আমার পরিবার ও মাভাস সাহায্য করেছে।’২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন চাহাল ও ধনশ্রী। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ জানিয়েছে, বিচ্ছেদপ্রক্রিয়া চলার মধ্যে ভরণপোষণ হিসেবে ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা পেয়েছেন ধনশ্রী।

সুনীলদের হেড স্যার হিসেবে খালিদ জামিলেই ভরসা রাখল এআইএফএফ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলার সন্তোষ ট্রফিজয়ী কোচ সঞ্জয় সেন ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ ফুটবল দলের হেড কোচ হতে পারেন বলে অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য শিকে ছিঁড়ল না। সুনীল ছেত্রীদের হেডস্যার হিসেবে কল্যান চৌবের নেতৃত্বাধীন এআইএফএফ আস্থা রাখল আইএসএলে প্রাক্তন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড তথা বর্তমানে জামশেদপুর এফসির কোচ খালিদ জামিলের উপরেই। ঘটনাচক্রে ১৪ বছর পরে ভারতীয় ফুটবল দলের হেড স্যার হলেন ফের এক ভারতীয়। ২০১১ সালে শেষবার কোন এক ভারতীয়,সিনিয়র ফুটবল দলের কোচ হয়েছিলেন। সেবার দায়িত্ব পেয়েছিলেন স্যাভিও মেডেইরা। আর ১৪ বছর পরে এবার দায়িত্ব পেলেন খালিদ জামিল।ফলে ১ আগস্ট, ২০২৫ ভারতীয় ফুটবলের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল বলা যায়। প্রাক্তন ভারতীয় মিডফিল্ডার খালিদ জামিলকে ভারতের সিনিয়র পুরুষ ফুটবল দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ৪৮ বছর বয়সী জামিলকে কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (ঙ্জ্জচ্চ)-এর নির্বাহী কমিটি।স্প্যানিশ কোচ মানোলো মার্কেজের স্থলাভিসিক্ত হলেন তিনি।মানোলো মার্কেজ যাওয়ার পরে ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের পদ ফাঁকা ছিল। বিজ্ঞাপন দিয়ে কোচের আবেদনপত্র চাওয়া হয়। কয়েক দিন আগে তিন জনের নাম চূড়ান্ত করে ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি। শেষ পর্যন্ত আইজলকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করি,আইএসএলে জামশেদপুর ও নর্থ ইস্টের কোচ হিসেবে কাজ করআ জামিলেই ভরসা রাখল ফেডারেশন। উল্লেখ্য কুয়েতে জন্ম নেওয়া খালিদ জামিল ১৯৯০-এর দশকে ভারতে আসেন। মিডফিল্ডার হিসেবে খ্যাত হন তিনি। ১৯৯৭ সালে মহিন্দ্রা ইউনাইটেড এবং পরে ১৯৯৮ সালে যান এয়ার ইন্ডিয়া ক্লাবে যান তিনি।ওই বছরেই উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচে ভারতের জাতীয় দলে অভিষেক হয় তাঁর। এরপর তিনি যোগ দেন মুম্বই এফসিতে তবে চোটের কারণে দু’বছরের মধ্যেই তাঁর ফুটবলার জীবনে দাড়ি পড়ে যায়। বর্তমানে ঙচ্ছ ঞ্ণন্দ্র লাইসেন্সধারী কোচ তিনি।

শচীনকে টপকে নয়া রেকর্ড রুটের, ওভালে ঝামেলায় জড়ালেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর সঙ্গেও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মাঠে নামলেই নতুন রেকর্ড গড়ছেন জো রুট। ওভালে মাত্র ২৯ রান করে তিনি টপকে গেলেন শচীন তেণ্ডুলকরকে।

আবার এই ম্যাচে বাগবিতণ্ডাতেও জড়ান তিনি। ভারতীয় পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর সঙ্গে কথা কাটাকাটি এত দূর গড়ায় যে, শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারকে এসে হস্তক্ষেপ করতে হয়। আগে রেকর্ডের কথায় আসা যাক। ম্যাঞ্চেস্টারে একগুচ্ছ নজির গড়েছিলেন।

টেস্টে সর্বাধিক রানের ক্ষেত্রে বর্তমানে শচীনের পরেই রুটের নাম। তবে ওভালে অন্য একটি নজিরে শচীনকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন তিনি। ২২ রান করে ঘরের মাঠে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে তাঁর রান সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২১৭। যা ভারতের মাটিতে শচীনের রানের থেকেও বেশি। রুট

এই কৃতিত্ব গড়েছেন ৮৪ ইনিংসে, অন্যদিকে শচীন নিয়েছিলেন ৯৪টি ইনিংস। তবে এই তালিকায় সবার উপরে আছেন রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অজি তারকা ৯২ ম্যাচে করেছিলেন ৭৫৭৮ রান। তবে ওভালে দ্বিতীয় দিনে যখন রুট ব্যাট করতে নেমেছিলেন, তখনই ঝামেলায় জড়ান প্রসিদ্ধর সঙ্গে। ইংরেজ ব্যাটার তখনও রানের খাতা খোলেননি। চতুর্থ বলের পর দেখা যায় ভারতীয় পেসার রুটকে গিয়ে কিছু একটা বলছেন। এমনিতে ‘শান্ত’ বলেই পরিচিত রুট। কিন্তু এদিন প্রসিদ্ধর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত আম্পায়ার এসে দুজনকে আলাদা করেন। যদিও কী নিয়ে ঝামেলা, তা জানা যায়নি। পরে ২৯ রান করে মহম্মদ সিরাজের বলে আউট হন রুট। ততক্ষণে অবশ্য তাঁর নজির গড়া হয়ে গিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টারে নামার আগে রুটের রান ছিল ১৩,২৫৯। মাত্র ৩০ রান করেই তিনি দ্রাবিড়কে (১৩,২৮৮) টপকে যান। ঠিক আরও একটি রান করে ছাপিয়ে যান জ্যাক কালিসকেও (১৩,২৮৯)। কিন্তু সেখানেই থামেননি ইংরেজ ব্যাটার। ১৭৯ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি। আর ১২০ রান করেই তিনি ছাপিয়ে গেলেন রিকি পন্টিংকেও। প্রাক্তন অজি তারকা ১৬৮ ম্যাচে ১৩৩৭৮ রান করেছিলেন। সেখানে ১৫৭ ম্যাচেই পন্টিংকে টপকে গেলেন রুট। আপাতত তাঁর সামনে রয়েছেন শুধু শচীন তেণ্ডুলকর। ২০০ ম্যাচে ভারতের কিংবদন্তির রান ১৫,৯২১।

ইনিংস হার এড়ালেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হার জিম্বাবুয়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডকে করতে হবে ৮ রান। তখনো চা বিরতির নির্ধারিত সময় শুরু হতে ১১ মিনিট বাকি। বিস্ময়করভাবে এমন সময়েই দেওয়া হলো চা বিরতির ঘোষণা।শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। কিছুটা দেরিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ২.২ ওভারেই প্রয়োজনীয় রান তুলে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড, যদিও হারাতে হয়েছে ১ উইকেট। বুলাওয়েতে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে কিউইরা জিতেছে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

আজ ছিল ম্যাচের তৃতীয় দিন। ইনিংস হারের শঙ্কা নিয়েই দিন শুরু করেছিল জিম্বাবুয়ে। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের চেয়ে স্বাগতিকেরা তখনো ১২৭ রানে পিছিয়ে, হাতে ছিল ৮ উইকেট।

তবে শেষ পর্যন্ত ইনিংস ব্যবধানে হারতে হয়নি শন উইলিয়ামস, ক্রেইগ আরভিন আর তাফাদজাওয়া সিগার কারণে। ২ উইকেটে ৩১ রান নিয়ে দিন শুরু করার পর জিম্বাবুয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়েছে ১৬৫ রানে। দিনের শুরু থেকেই ম্যাট হেনরি-উইলিয়াম ও'রুর্কের তোপের মুখে পড়ে জিম্বাবুয়ে। এ দিন নিউজিল্যান্ডকে প্রথম দুই উইকেট এনে দেন ও'রুর্ক। তাঁর শিকার হয়ে ৩২ বলে ৪ রান করে নিক ওয়েলচ ও ভিনসেন্ট মাসেকেসা ২ রান করে আউট হন।তাঁদের বিদায়ের পর ধাক্কা সামলে জিম্বাবুয়েকে লিড নেওয়ার আশা দেখাতে শুরু করেন শন উইলিয়ামস ও ক্রেইগ আরভিন। কিন্তু ৮ বলের ব্যবধানে তাঁদের দুজনের বিদায়ে আবার আশা ভাঙে জিম্বাবুয়ের। ৬৭ রানের জুটি ভাঙে মিচেল স্যান্টনারের বলে উইলিয়ামস উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলে।

জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক করেন ৪৯ রান। পরের ওভারে ম্যাট হেনরির বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন ৫৩ বলে ২২ রান করা আরভিনও। লিড নেওয়ার সম্ভাবনা তখন প্রায় শেষ জিম্বাবুয়ের। অষ্টম উইকেট যখন যায়, তখনো ইনিংস হার এড়াতে দরকার ছিল ৩২ রান।লড়াইটা তখন নতুন করে শুরু করেন সিগা ও ব্লেসিং মুজারাবানি। ৮৪ বলে ৩৬ রানের জুটিতে কঠিন ওই কাজটিতে সফলও হন তাঁরা।

সিগা ৮৩ বল খেলে ২৭ আর মুজারাবানি ৩৮ বল খেলে ১৯ রান করে ইনিংস হার এড়িয়ে দেন। নিউজিল্যান্ডের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৮ রানের।

১৫ মিনিটের চা বিরতির পর কিউইরা রান তাড়া করতে নামলে ডেভন কনওয়ে ৪ রান করে নিউমান নুয়ামহারির বলে বোল্ড হন।৭ আগস্ট থেকে বুলাওয়েতেই হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। নিউ সপ্রাটিভা লেজার প্রিন্টারস, উত্তরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর,৭১৩২১৩, কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**

Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at New Saprativa Lesser Printers , Uttarpally, Benachity, Durgapur - 713213.
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com